আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

প্রবাসীদের ভোটার করা নিয়ে অনিশ্চয়তা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আটকে গেছে প্রবাসী ভোটার কার্যক্রম। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাস করা প্রবাসী বাঙালিদের সেদেশে ভোটার করার উদ্যোগটি অর্থসংকটের কারণে থমকে গেছে। এ খাতের জন্য সরকার বাড়তি অর্থ বরাদ্দ দেয়নি। **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৫ || সংখ্যা ৩০ || সোমবার || বৈশা ৫ || ১৪২৭ || রমাদান ৭ || ১৪৪২ || Vol. 25 || Issue 30 || 19 April || 2021 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বছরে ৬২৫০০ আবেদন গ্রহন করার সিদ্ধান্ত

রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীদের জন্য সুখবর

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ব্যাপক সমালোচনার মুখে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীদের আবেদন অনুমোদনের বিষয়টিতে নিজের অবস্থান বদল করেছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি জানিয়েছেন রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীদের অনুমোদনের সংখ্যা বাড়ানো হবে। এর আগে বাইডেনের সমালোচনা শুরু পর শুক্রবার হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব জেন সাকি আভাস দিয়েছিলেন যে, প্রেসিডেন্ট এই সংখ্যা বাড়াতে পারেন। অতঃপর ডেমোক্রেটিক সতীর্থদের সমালোচনার মুখে এই নীতি প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। হোয়াইট হাউসের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাইডেন আগামী ১৫ মে বাকি অর্থ বছরের জন্য শরণার্থীর সংখ্যা ১৫ হাজার থেকে ৬২৫০০তে বৃদ্ধি করবেন। বাইডেন একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছিলেন যেখানে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের দেয়া শরনার্থী প্রবেশের সংখ্যা ১৫ হাজারে সীমিত রাখার বিষয়টি **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

খালেদা জিয়ার জ্বর কমেছে

ঢাকা ডেস্ক: করোনা শনাক্তের দশম দিনে গত রোববার (১৮ এপ্রিল) বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জ্বর ছিল না। **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**



আল্লামা মামুনুল হক গ্রেপ্তার

ঢাকা ডেস্ক: হেফাজতে ইসলামরে নেতা মামুনুল হককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকা তাকে গ্রেফতার করা হয়। মোহাম্মদপুররে জামেয়া রাহমানিয়া মাদরাসা থেকে রোববার (১৮ এপ্রিল) দুপুর ১২টার দিকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর মামুনুলকে ঢাকা মহানগর পুলিশের তেজগাঁ উপকমশিনারের **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়**

লন্ডনে অর্থমন্ত্রীর জামাতার লাশ উদ্ধার



ঢাকা ডেস্ক: অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের বড় মে য়ে কাসফি কামালের **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

যুক্তরাষ্ট্রসহ ৫ দেশে বাংলাদেশী ভিসা স্থগিত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: করোনা ভাইরাস সংক্রমণে আরোপিত বিধিনিষেধের কারণে বাংলাদেশিদের ভিসা দেয়া কার্যক্রম স্থগিত করেছে বাংলাদেশে থাকা বহু বিদেশি মিশন। এর মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

ইরভিন সিটিতে মুসলিম মেয়র



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের ইরভিন সিটি নির্বাচনে প্রথম মুসলিম নারী মেয়র হয়েছেন ফারাহ খান। ২০২০ সালের ৩ নাভেম্বর ফারাহ খান ৩ লাখ মানুষের সিটিতে মেয়র হিসেবে **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

যে শহরে কেউ ক্ষুধার্ত থাকে না

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: একাধিক নবী-রাসুলের স্মৃতিবিজড়িত ফিলিস্তিনের খলিল তথা হেবরন শহর। এটি খুব উন্নত কিংবা ধনী অধিবাসী অধ্যুষিত কোনো শহর নয়; যুদ্ধবিধ্বস্ত ভগ্নপ্রায় একটি শহর এটি। **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
BASE NO. 803152
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Avenue, Astoria, NY 11106
Tel : 718-472-9800 Fax : 718-472-9801
Email: apollobrokerageinc@gmail.com exitluxuryinc@gmail.com Website: www.exitluxuryinc.com

করোনার ধরন আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠছে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ব্রাজিলের পি১ করোনার ধরন এমনভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে যে সেটি ভালোভাবেই মানবদেহের এন্টিবডি এড়িয়ে সংক্রমিত হতে পারে। দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোতে করোনার সংক্রমণ বাড়ার পেছনে এই **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

টিকাও যাদের সুরক্ষা দিতে পারবে না

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ড. অ্যান্ড্রু ওলোউইৎজ নিজেকে নিউইয়র্কের মামারোনেকে বাড়ির ভেতর বন্দি করে রেখেছেন। গত বসন্তে করোনা যখন শহরটিতে দাপট দেখানো শুরু করেছিল, ব্রঙ্কসের **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

নিউইয়র্কের সেহরি ও ইফতার সময়

	সেহরি শেষ	ইফতার
১৯ এপ্রিল ৭ রমাদান	৪.৪৪	৭.৪০
২০ এপ্রিল ৮ রমাদান	৪.৪২	৭.৪১
২১ এপ্রিল ৯ রমাদান	৪.৪০	৭.৪২
২২ এপ্রিল ১০ রমাদান	৪.৩৮	৭.৪৩
২৩ এপ্রিল ১১ রমাদান	৪.৩৭	৭.৪৪
২৪ এপ্রিল ১২ রমাদান	৪.৩৫	৭.৪৫
২৫ এপ্রিল ১৩ রমাদান	৪.৩৩	৭.৪৬

লাশ বাথরুমের দরজার সামনে পড়েছিল

ড. তারেক শামসুর রেহমানের মৃত্যু



ঢাকা ডেস্ক: রাজধানীর উত্তরায় রাজউকের অ্যাপার্টমেন্টের বাসা থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. তারেক শামসুর রেহমানের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বাসায় একা থাকা অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে। উত্তরা-১৮ **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

QA TEK SOLUTIONS
NO MORE ODD JOBS
GET A JOB WITH $80K PLUS SALARY!
OUR MOST POPULAR COURSES:
Basic Computing for IT Help Desk Support
Software Testing with Selenium
BI Developer with Power BI & SQL Server
We provide guaranteed job assistance
No IT experience required
Interactive courses
Weekend classes
ADMISSION GOING ON
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company
NY (929) 601-8565 NY (347) 658-9284
167-11 Hillside Avenue # 2a, Jamaica, NY 11434
admin@qateksolutions.com www.qateksolutions.com

CENTURY 21 AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
সারা বছর জুড়ে একাউন্টিং সার্ভিসেস
বাক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
Bangla Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email: digitalonetravel@gmail.com (কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজা)
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
সুপার সেভ $689+
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
Haji trusted since 2000
All Air Tickets Visa Services
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276, 347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihajj@gmail.com
Web: www.hajjmakkah.com

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
(বিস্তারিত দেখুন ৯ পাতায়)
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372
KABIR CHOWDHURRY

www.banglapatrikausa.com

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES

LOVE WITH CARE IS HUMANITY"

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



Corporate Office

72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO

718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // April 19 // 2021

অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন খসরুর মৃত্যুতে কুমিল্লা সোসাইটির শোক



নিউইয়র্ক: কুমিল্লার কৃতি সন্তান ও অভিভাবক, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নবনির্বাচিত সভাপতি ও সাবেক আইন-মন্ত্রী অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন খসরু এমপি'র মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন কুমিল্লা সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকা ইনক। শোকবার্তায় সোসাইটির সভাপতি গোলাম মহিউদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান মিঠু মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। উল্লেখ্য, অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন খসরু গত ১৪ এপ্রিল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ঢাকাস্থ সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ফুড ডিস্ট্রিবিউশন



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে। সোমবার দুপুরে নিউইয়র্ক সিটির এস্টোরিয়ার ৩৬ এভিনিউতে এই কর্মসূচী চলে। এসময় করোনাভাইরাস সংক্রমণ রক্ষায় মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজারও বিতরণ করা হয়। নিউইয়র্ক সিটি মেয়র অপিসের ইমিগ্র্যান্ড অ্যাফেয়ার্স, ইন্ডিয়া হোম কেয়ার, নেইবরহুড সেটেলএমন্ট, কুইন্স টুগেদার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সহযোগিতায় এই কর্মসূচী পালন করা হয় বলে আয়োজক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন জানান। খবর ইউএনএ'র।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দীনের পরিচালনায় ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর মাইকেল জিয়ানারিস ও জেসিকা রামোস, ষ্টেট অ্যাসেম্বলী মেম্বার জোহরান কে মামদানী, নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ক্যাপ্টেন খন্দকার আবদুল্লাহ, আসন্ন ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারী নির্বাচনে সিটি মেয়র প্রার্থী জেসোউন টেইলর, কুইন্স টুগেদার পরিচালক জর্নাথন ফার্গাস, কুইন্সের ডিস্ট্রিক্ট ২৬ থেকে কাউন্সিল মেম্বার প্রার্থী বদরুন খান মিতা, স্টেভেন বাগা, জুলি উওন, অমিত ব্যাগা, ডিস্ট্রিক্ট ২২ থেকে কাউন্সিল মেম্বার প্রার্থী টিফেনি কোবান, সংগঠনের সভাপতি সোহেল আহমেদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে যুব নেতা আবু সাঈদ আহমেদ, ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উপদেষ্টা দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, হাজী আব্দুর রহমান, এমাদ চৌধুরী, মীর জাকির, ভাইস প্রেসিডেন্ট কয়েস আহমেদ, মোহাম্মদ মির্জা, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট শাহ মিজানুর রহমান, মো. হাবিবুর চৌধুরী, মিজানুর রহমান রুবেল, আল আমিন, আবু সোলায়মান, আনোয়ার হোসেন, রিপন আলী, মোহাম্মদ কাউসার, তানিম চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন বলে সংগঠন সূত্রে জানা গেছে।

জাবেদ উদ্দিন জানান, পবিত্র মাহে রামাদানকে সামনে রেখে তিন শতাধিক পরিবারের মাঝে রামাদান স্পেশাল ফ্রি হালাল ফুড, গ্রোসারী সামগ্রী, ফেস মাস্ক সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে চাল, ডাল, বেসন, ময়দা, তেল, ছানা, খেজুর সহ হালাল গ্রোসারী সামগ্রী। তিনি বলেন, এদিন তিন শতাধিক মানুষের মাঝে হালাল ফুড বিতরণ করা হয়।

উল্লেখ্য, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ মহামারী করোনাভাইরাসে নিউইয়র্কবাসী আক্রান্তের পর থেকেই বিভিন্ন সময়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সহযোগিতায় সংগঠনটি খাবার, ফুড বক্স, মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করছে। এছাড়াও করোনা টেষ্ট ও ভ্যাকসিন প্রদানেরও আয়োজন করে।





বিদায় কবরী ঃ আমাদের কিংবদন্তি



ববিতা

কবরী আপা আর নেই- আকস্মিক এ খবরে বুকের পাঁজর ভেঙে যাওয়ার অনুভূতি হলো। এত সপ্রাণ, সজীব-হাসি-খুশি কবরী আপা এভাবে কয়েক দিনের অসুখে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন, এ আমার ভাবনার অতীত ছিল।

গভীর রাতে কানাডা থেকে রাজ্জাক ভাইয়ের [নায়করাজ রাজ্জাক] ছেলের বউয়ের মাধ্যমে জানতে পারি কবরী আপার মৃতুর খবরটি। প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো গুজব। পরে যখন টিভি এবং পরিচিত অনেকেই জানালেন কবরী আপা আর নেই- আমি সত্যিকার অর্থেই আমার একান্ত স্বজন হারানোর বেদনা বোধ করি। সারারাত চোখের পাতা এক করতে পারিনি। মনে পড়ে, কবরী আপার সঙ্গে আমার অজস্র স্মৃতি, আনন্দ-বেদনার কয়েক যুগ।

আমি যখন চলচ্চিত্রে অভিনয় শুরু করি, তখন কবরী আপা সুপারস্টার। সারাদেশের মানুষ তাকে এক নামে চেনেন। আমি চলচ্চিত্রে আসার আগে থেকেই কবরী আপা আর রাজ্জাক ভাইয়ের ভক্ত ছিলাম। সিনেমা হলে গিয়ে প্রথম দেখি এই জুটির সাড়াজাগানো 'ময়নামতি'। এই ছবিতে ময়না চরিত্রে অভিনয় করেন কবরী আপা। কী অসাধারণ অভিনয়। কী দারুণ দেখতে! আর হাসি! এই ভুবন-ভোলানো হাসি দিয়েই কবরী আপা মুগ্ধ করেছেন দেশের সব মানুষকে।

১৯৬৯ সালে এফডিসিতে 'শেষ পর্যন্ত' নামে একটি ছবির কাজ করছিলাম। এ সময় একজন জানাল, পাশের সেটে চলছে কবরী আপার শুটিং। শোনামাত্রই আমি সেখানে ছুটে যাই। দেখি আমার পছন্দের অভিনেত্রীকে। সেই প্রথম কবরী আপার সঙ্গে দেখা। তার সঙ্গে ১৯৭৯ সালে সিরাজুল ইসলামের 'সোনার হরিণ' এবং পরে গাজী মাহবুবের পরিচালনায় 'রাজা সূর্য খাঁ' ছবিতে অভিনয় করেছি।রাজা সূর্য খাঁ ছবির নির্মাতা গাজী মাহবুব কবরী আপার শিডিউল মেলাতে পারছিলেন না। কারণ, আপা ওই সময় সংসদ সদস্য ছিলেন। এ ছাড়া নানা ব্যস্ততাও ছিল তার। আমি তাকে ফোন করে ওই ছবিতে একসঙ্গে অভিনয়ের ইচ্ছার কথা জানালাম। তিনি শিডিউল দিয়ে দিলেন। এফডিসির ৩ নম্বর ফ্লোরে বিশাল সেট পড়ল। টিফিন ক্যারিয়ারে বাসা থেকে খাবার নিয়ে যেতাম। আমি আর কবরী আপা একসঙ্গে মেকআপ রুমে বসে অনেকদিন খাবার খেয়েছি। এক দিন তিনি আমাকে বললেন- 'ববিতা, তোমাকে নারায়ণগঞ্জের মানুষ অনেক ভালোবাসে। তারা সরাসরি তোমার অটোগ্রাফ নিতে চায়। কী করি বলো?' আমি বললাম, 'ঠিক আছে, ওদেরকে শুটিংয়ে নিয়ে আসেন। শুটিংও দেখবে আর আমার সঙ্গে কথাও বলতে পারবে।' আপা আমার কথা শুনে স্মিত হেসে মাথা নাড়ালেন।



কবরী আপার সঙ্গে তাসখন্দ, মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে একসঙ্গে গিয়েছি। কয়েক দিন কবরী আপার সঙ্গে এক রুমে ঘুমিয়েছি। রাতে অনেক গল্প করে সুন্দর সময় কেটেছে। এসবই এখন মনে পড়ছে।

রাজ্জাক ভাই যেদিন মারা গেলেন, এফডিসিতে তাকে দেখতে গেলাম। কবরী আপাও এসেছিলেন। সেদিনই কবরী আপার সঙ্গে সেই শেষ দেখা! রাজ্জাক-কবরী আপাকে শেষ দেখার স্মৃতি চোখে এখনও ভাসছে। তাদের কালজয়ী জুটির কথা এ দেশের মানুষ ভুলবে না কোনো দিন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কবরী আপা ১৩ বছর বয়সে নৃত্যশিল্পী হিসেবে মঞ্চে আসেন। অভিনয়-জাদুতেও দর্শককে মুগ্ধ করেছেন কয়েক দশক। এ দেশের চার থেকে পাঁচ প্রজন্মের মানুষের প্রিয় নায়িকা তিনি। অভিনয়ে যেমন সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন, পরিচালন-ায়ও ভালো করেছেন। এই তো কিছুদিন আগেও শুটিং করছিলেন তার পরিচালনায় 'এই তুমি সেই তুমি' ছবির। অনেকটা কাজ এগিয়ে নিয়েছিলেন। পরিচালনার পাশাপাশি ছবিতে অভিনয়ও করেছিলেন; যেটি তিনি শেষ করে যেতে পারেননি।

বাংলা চলচ্চিত্রের শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত সময়ের বাঁকে দেশের লাখো কোটি জনতার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছেন কবরী, থাকবেন আজীবন। পশ্চিম বাংলায় সুচিত্রা সেন যেমন সবার কাছে দশকের পর দশক প্রিয় নায়িকা হয়ে আছেন, কবরী এ দেশে তাই- থাকবেনও চিরকাল, যত দিন এ দেশের মানুষ সিনেমা দেখবে। তিনি বাংলা চলচ্চিত্রের বাতিঘর।

কবরীর এই অর্জন সম্ভব হয়েছে কাজের প্রতি তার অসামান্য নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও ভালোবাসার কারণে। তিনি প্রতিনিয়ত নিজেকে আরও নিখুঁতভাবে গড়ে তুলতে চাইতেন। একজন প্রকৃত ও গুণী শিল্পী হিসেবে এই নিষ্ঠা তার ছিল। তার এ শূন্যতা পূরণ হওয়ার নয়। কবরী আপার মৃত্যু আমাকে আবার নতুন করে সেই বিস্ময়ের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে- জীবন এত ছোট!

জানতাম, কবরী আপা করোনায় আক্রান্ড় হয়েছেন। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করছিলাম, তার কিছুই হবে না। তিনি করোনা জয় করে আবার সেই ভুবনজয়ী হাসি মুখে নিয়ে ফিরবেন। কিন্তু সবাইকে তিনি কাঁদিয়ে চলে গেলেন।

মৃত্যুই মানুষের শেষ গন্তব্য- তারপরও বড় অসময়ের মৃত্যু আমাদের কাঁদায় বেশি। প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর, নতুন নতুন কাজের স্বপ্নে বিভোর কবরী আপার মৃত্যু তাই আমাদের বেশি কাঁদাচ্ছে। কয়েক দশকের গভীর সম্পর্কের একজন- তিনি আবার কবরী আপার মতো কিংবদন্তি- তার সম্পর্কে মৃত্যুর পরপর কিছু বলা কত কঠিন, এখন বুঝতে পারি।

কবরী আপা এ দেশের চলচ্চিত্রের সত্যিকারের কিংবদন্তি- বাংলা চলচ্চিত্রে তার নাম অক্ষয় ও অমর হয়ে থাকবে।

লেখক: লেখিকার পুরো নাম ফরিদা আক্তার ববিতা। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী

RiverSpring Health Plans touches the lives of more than 15,000 New Yorkers.

ElderServe Health, Inc, doing business as RiverSpring Health Plans, contracts with both the Centers for Medicare and Medicaid Services and the New York State Department of Health to offer you personalized care coordination and help you remain in your own home and live as independently as possible.

RiverSpring Health Plans offers a care management concierge service that provides our members, their families and caregivers with truly personalized support. **We are the family that families reach out to in times of need**. RiverSpring Health Plans touches the lives of more than 15,000 New Yorkers, bringing care and compassion into the homes of our members 24 hours a day, 7 days a week.

RiverSpring Health Plans operates RiverSpring MAP (HMO-D-SNP), a dual Medicare and Medicaid plan that offers affordable prescription drug coverage, access to the best doctors and hospitals, in addition to a $155 a month over the counter benefit, and more. With RiverSpring MAP, our members will have a "one-stop shop" and receive covered Medicare and Medicaid benefits through a single plan and a trusted care team.

Call 1-800-362-2266 (TTY: 711) from 8am-8pm Eastern Time, 7 days a week and a RiverSpring MAP benefits professional will be happy to answer questions about the services available to you. RiverSpring Health Plans has several plan options and we can help you choose the right one for you.

RiverSpring MAP is an (HMO D-SNP) plan with Medicare and Medicaid contracts. Enrollment in RiverSpring MAP depends on contract renewal.

ElderServe Health, Inc. complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

You can get this information for free in other languages. Call 1-800-362-2266 and TTY/TDD: 711 during 8 a.m. – 8 p.m. Eastern Time, 7 days a week. The call is free.

RiverSpring Health Plans

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

জীবন রক্ষা এখন বড় চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে দ্বিতীয়বার করোনা সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার বেড়ে চলায় চলাফেরার বিধিনিষেধ জারি করে সরকার। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে সামাজিক দূরত্ব নির্দেশনা ভেঙে পড়ছে। রাজধানী ঢাকাবাসীও ঘরে থাকা মানছে না। মাস্ক ছাড়াই অফিস, আদালত, বাজার, গণপরিবহনে চলাফেরা করছে মানুষ। সামাজিক দূরত্বের কোনো বালাই নেই। বিশ্লেষকরা বলছেন, এমতাবস্থায় করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ বিপর্যয় নামতে পারে। পোশাক কারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও দোকানপাট, শপিংমল চালু রাখার কারণে সড়কে মানুষের চলাচল বেড়ে গেছে। জানা গেছে, এপ্রিলের শুরু থেকে করোনা সংক্রমণের হার আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে গেছে। আগামী দুই সপ্তাহে দৈনিক আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বর্তমানের চেয়ে অনেক বেড়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। গত কয়েকদিনে যেভাবে প্রতিদিন রোগী শনাক্ত হচ্ছে তাতে গতবারের পিকের (জুন-জুলাই) চেয়েও পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

আমরা বুঝতে পারছি, করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা সত্ত্বেও পোশাক কারখানা, দোকানপাট খোলা রাখার সিদ্ধান্ত অর্থনীতির ক্ষতি এড়ানোর উদ্দেশ্যে। কিন্তু এটা কতটা যুক্তিযুক্ত সেটা ভাবার বিষয়। দেশের আক্রান্তের দিকে তাকালে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহের দিকে যাচ্ছে। তবে করোনা থেকে মানুষকে বাঁচাতে আরো কঠোর পদক্ষেপ নেবেন বলে প্রধানমন্ত্রী পুনরায় অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এর আগে করোনা পরিস্থিতি পর্যালোচনায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ২৯ মার্চ যে ১৮ দফা নির্দেশনা দিয়েছিল, তাতে দোকানপাট-শপিংমল ও গণপরিবহন বন্ধের নির্দেশনা ছিল। এ নির্দেশনা কিছু দোকান মালিক শ্রমিক মানছে না। রাজধানীর নিউমার্কেটসহ বিভিন্ন স্থানে দোকান খোলা রাখার দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন দোকান মালিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। এমন অবস্থায় দোকানপাট খুলে দিয়েছে সরকার। তবে তাদের স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের চিত্র ছিল একেবারেই নাজুক। এখন চলছে লকডাউন। তাও আর ঢিলেঢালাভাবে!

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মতে, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় ৭৪ জন মারা গেছেন। এ পর্যন্ত দেশে মারা গেছেন ১০ হাজারের উপর। আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি ও মৃত্যুর প্রধান কারণ হচ্ছে সামাজিক দূরত্ব না মানা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বারবার সামাজিক দূরত্বের বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ করছে। অথচ আমরা কী করছি? কী করে গার্মেন্ট মালিকরা এটা চিন্তা করলেন, শত শত কর্মী পাশাপাশি বসে একসঙ্গে কাজ করবে? বাংলাদেশে করোনা মহামারি ইউরোপ-আমেরিকার মতো ব্যাপক সংক্রমণ ও প্রাণঘাতী রূপ নিলে দেশের সামাজিক বাস্তবতা ও অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা ভেবে আতঙ্কিত হতে হয়।

আমরা বলব, বাংলাদেশকে আরো সতর্ক ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। জীবন রক্ষা ও অর্থনীতির ক্ষতি ন্যূনতম মাত্রায় রাখা– এই উভয় কূল রক্ষার চ্যালেঞ্জে সবাইকে বিচক্ষণতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। আর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে 'লকডাউন' সমস্যার সমাধান নয়। সবার আগে দরকার প্রত্যেক নাগরিকের মুখে মাস্ক আর স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা। পাশাপাশি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

করোনায় স্তব্ধ জীবন, উত্তরণের উপায় কী

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

মোহাম্মদ মাঈনউদ্দীন

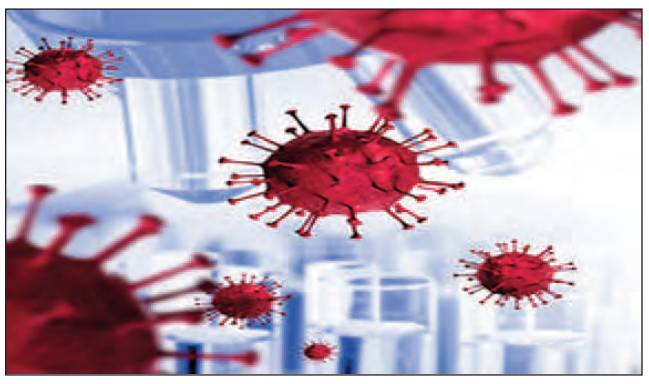
প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের সংক্রমণ লাফিয়ে বাড়ছে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের তথ্যে দেখা যায়, শুধু মার্চ-২০২১-এ আক্রান্ত হয়েছে ৬৫ হাজার ৭৯ জন। এর মধ্যে মারা গেছে ৬৩৮ জন। করোনা তার ধরন পাল্টেছে। এখন জ্বর, সর্দি ছাড়াও করোনা শনাক্ত হচ্ছে। ছড়িয়ে যাচ্ছে সারা বাংলাদেশে। আক্রান্ত বাড়তে থাকায় হাস-পাতালে প্রকট হয়ে উঠেছে আইসিইউ ও সাধারণ শয্যা সঙ্কট। সারা দেশে করোনা আক্রান্ত রোগীদের জন্য সাধারণ শয্যা রয়েছে মাত্র ৯ হাজার ৭১১টি।

আইসিইউ রয়েছে ৫৮৬টি যা খুবই অপ্রতুল। আইসিইউর অভাবে মৃত্যুর প্রহর গুনছে অনেক রোগী। হাসপাতালে সাধারণ শয্যাও স্থান পাচ্ছে না রোগীরা। রাস্তায় অ্যাম্বুলেন্সে মারা যাচ্ছে। গত বছর ৮ মার্চ দেশে প্রথম রোগী আক্রান্ত হয়েছিল ৫১ জন, মারা গেছে পাঁচজন এর পরে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে থাকে। গত বছর আগস্ট মাসে আক্রান্তের সংখ্যা কমতে শুরু করলেও এ বছর মার্চ মাসের প্রথম দিন থেকে হঠাৎ বাড়তে থাকে। আক্রান্ত বাড়ছে, মৃ তুও বাড়ছে। বেসরকারি পাঁচতারকা হাস-পাতালেও আইসিইউ মিলছে না।

আইসিইউয়ের অভাবে হাই ফ্লো ন্যাজাল ক্যানোলা দিয়ে রাখা হচ্ছে রোগীদের। অনেক হাসপাতালে সেই ক্যানোলারও বেহাল দশা, অক্সিজেন স্বল্পতায় রোগীদের অবস্থার অবনতি ঘটছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রথম দফা সংক্রমণের চেয়ে দ্বিতীয় দফা সংক্রমণ বহুগুণে শক্তিশালী। তবে এই দফা সংক্রমণ কোথায় গিয়ে ঠেকে, কত দিন থাকে তা কেউ বলতে পারছে না। দ্বিতীয় দফার এ সংক্রমণকে অবহেলা করলে অনেক বড় ভুল হবে। বিনা চি-কিৎসায়, বিনা পরিচর্যায় বহু লোক মারা যাবে। দেশে প্রথম ডোজ টিকা দিলেও সংক্রমণ ঠেকানো যায়নি। টিকার কার্যকারিতাই বা কতটুকু তা-ও ঠিক করে বলা যাচ্ছে না। আবার ভাইরাসের ধরনও পরিবর্তন হচ্ছে। অনেক টিকার কার্যকারিতাও কম। মানুষ টিকা নিলেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার কোনো বিকল্প নেই। এ দিকে সরকার করোনা প্রতিরোধে ১৮ দফা নির্দেশনা দিলেও জনগণের মধ্যে তা পালনে শৈথিল্য দেখা গেছে। ঢিলেঢালা লকডাউন শেষে এখন 'কঠোর' লকডাউন বলবৎ করা হয়েছে। পেশাজীবী, ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা লকডাউনে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। কিছুদিন আগের শিথিল লকডাউনের সময় তারা জীবিকার তাগিদে, ক্ষতির ভয়ে মার্কেট খোলা রাখার দাবিতে কোথাও কোথাও বিক্ষোভ করেছেন। গত এক বছরে করোনার প্রকোপে তারা অনেক কিছু হারিয়েছেন, অনেকে বেকার হয়েছেন, অনেক ব্যবসায়ী সর্বস্ব হারিয়ে গ্রামে চলে গেছেন। অর্থনীতি কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলে ব্যবসায়ী-কর্মজীবী ও শ্রমিকেরা জীবনের তাগিদে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজে নেমে পড়েন, সরকারও বিভিন্ন প্রণোদনা ও আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণার মাধ্যমে অর্থনীতিতে প্রাণ সঞ্চার করার চেষ্টা করলেও করোনার চলমান ঢেউ সবার মধ্যে আবার হতাশা সৃষ্টি করেছে। এ দিকে মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মানার ক্ষেত্রে গাছাড়া ভাব দেখা যাচ্ছে, যা রীতিমতো হতাশাজনক।

লকডাউন চললেও সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে, মাস্ক পরতে হবে, জনসমাগম এড়িয়ে চলতে হবে, জন সমাগম কমাতে হবে।

করোনার এ ভায়াবহ প্রাদুর্ভাবে বিশ্ব-অর্থনীতি যখন মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে তার ঢেউ ধনী-দরিদ্র সব দেশেই দেখা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপেরও অনেক দেশ জীবন ও অর্থনীতির ভয়াবহ পরিস্থিতি অতিক্রম করছে। এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশও করোনায় কম ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে না, তবে প্রথম দিকে অর্থাৎ গত বছর মানুষের মধ্যে ভয়, জীবনের ঝুঁকি ও স্বাস্থ্যবিধি মানার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। ফলে গত আগস্টের দিকে করোনা আক্রান্ড় রোগীর সংখ্যা কমতে দেখা গেছে। ফলে মানুষ নানা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নেমে পড়ে, পাশাপাশি সরকারের প্রণোদনাসহ বিভিন্ন প্যাকেজ ঘোষণার মধ্য দিয়ে জীবন ও অর্থনীতি অনেকটা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। তা ছাড়া প্রথম দিকে আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতি, কৃষি ও প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স অর্থনীতিতে ভালো অবদান রেখেছে। তাতে এশিয়ার অন্যান্য দেশের চেয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির গতি ঊর্ধ্বমুখী লক্ষ করা গেছে। যদিও আমাদের বেকারত্ব, দরিদ্রতা, বৈষম্য, দুর্নীতি বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু করোনার দ্বিতীয় ঢেউ যদি আরো ভয়াভহ রূপ ধারণ করে তাহলে ব্যাপক হারে যেমন জীবনহানি ঘটবে তেমনি অর্থনীতির ও অধঃগতি দেখা দিতে পারে। মানুষ জীবনের তাগিদে জীবিকার প্রয়োজেনে ঘরে থাকতে পাচ্ছে না। করোনার প্রথম ধাক্কায় বিশেষ করে শহরের ক্ষুদ্রব্যবসায়ী,শ্রমিক, দিনমজুর ও নিম্ন আয়ের মানুষ যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল তা সামলে ওঠার চেষ্টার মধ্যে



করোনার প্রকোপতা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি সবাইকে নতুন করে চিন্তায় ফেলেছে। বর্তমানে ওমানে পরীক্ষামূলক ও পক্রিয়াধীন কিছু টিকার প্রয়োগ ও উদ্ভব-এর ওপরে নির্ভর না করে নিজেদের দেশে টিকা উৎপাদনের জন্য গবেষণা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া উচিত। এ ব্যাপারে সরকারকেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সার্বিক পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে এই ভাইরাস সহজে নির্মূল হচ্ছে না, কারণ সারা বিশ্বের সব মানুষকে টিকার আওতায় আনা আর টিকা দিয়ে ভাইরাস থেকে বাঁচার ব্যবস্থা কম সময়ে হচ্ছে না। তাই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব থেকে মানুষকে বাঁচাতে হলে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় স্বাস্থ্যবিধি মানা, মাস্ক পরা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা উচিত ও সবার মধ্যে সচেতনতা আনার জন্য কমিটি গঠন করা ও তার বাস্তবায়ন করা উচিত কারণ করোনা আমাদের জীবনের সাথে মিশে গেছে, এর থেকে বাঁচতে হলে কঠোরভাবে প্রতিরোধ করতে হবে। শুধু ঢিলেঢালা লকডাউন দিয়ে, লকডাউনের মেয়াদ বাড়িয়ে, তা কার্যকর না করে করোনা থামানো যাবে না।

সরকারকেই এ ব্যাপারে কঠোর হতে হবে। হাসপাতালগুলোতে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবারহ, বেড সংখ্যা বাড়ানো এবং আই-সিউর সংখ্যা বাড়ানো সর্বোপরি স্বাস্থ্যবিষয়ক ও আইসিইউর বিভিন্ন সরঞ্জামাদির খরচ কমাতে হবে, ভ্যাট কমাতে হবে।

আমাদের জীবনও বাঁচাতে হবে, জীবিকাও ধরে রাখতে হবে। তাই জীবন বাঁচানোর তাগিদে, খাদ্য ও নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান, শিল্প-কারখানা ও কৃষিবিষয়ক অতি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বল্প পরিসরে চালু রাখা যেতে পারে। কারণ আমাদের অর্থনীতিকেও টিকিয়ে রাখতে হবে। অর্থনীতির গতি রুদ্ধ করা যাবে না। চলতি অর্থবছর প্রায় শেষ পর্যায়ে। ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট পেশের সময় কাছাকাছি। কয়েক দিন আগে চলমান অর্থবছরে বাজেটের (২০২০-২১) দ্বিতীয় প্রান্তিক (জুলাই-ডিসেম্বর) পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়-ব্যয় গতিধারা এবং সামাজিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণসংক্রান্ত প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে প্রকাশ করা হয়। তাতে দেখা যায় করোনাকালে অর্থবছরে দ্বিতীয় প্রান্তিকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন কমেছে ৩ দশমিক ১ শতাংশ। এ সময় বাজেট বাস্তবায়ন বা সরকারের ব্যয় কমেছে ১০ দশমিক ৫৮ শতাংশ। সামনের সময়ে ব্যয় বাড়ানোর জন্য জোরদার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় প্রান্তিকে রফতানি আয় ১৯.২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়িয়েছে, যা বিগত অর্থবছরের চেয়ে ০.৩৬ শতাংশ কম।

আমদানি ৬.৮ শতাংশ কমে হয়েছে ২৫.২৩ বিলিয়ন ইউএস ডলার। মুদ্রাস্ফীতি ২০১৯ এ ছিল ৫.৫৯ (ডিসেম্বর-১৯) সামান্য বেড়ে হয় ৫.৬৯ শতাংশ (ডিসেম্বর-২০) অর্থমন্ত্রী বলেছেন, আসন্ন বাজেটে দেশীয় শিল্পের উন্নয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হবে। অর্থনীতির গতিকে ঘরে রাখতে হলে টিকার ব্যবহার কার্যকর করা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে উন্নত করার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। অর্থনীতিবিদ ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেয়া উচিত। করোনাকালীন সময়ে যে ব্যাপকভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়ছে, বেকারত্ব বাড়ছে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার বিষয়টি সামনে রেখে সরকারকে তার উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। কৃষিকে আধুনিকীকরণ, কৃষি সরঞ্জামাদি ও কৃষি উপকরণের দাম কমানোসহ কৃষকের উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে তাদের কৃষি উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করা উচিত। বর্তমানে করোনাকালীন সময়ে সরকারকে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় দরিদ্র ও হতদরিদ্র ও বেকার শ্রমিকদের মধ্যে কার্যকরভাবে প্রয়োজনীয় অর্থসহ চাল, ডাল, আলু, তেলসহ প্রয়োজ-নীয় উপকরণাদি সরবরাহ করা উচিত।

অর্থনীতির গতিশীলতা ও উন্নয়নের পেছনে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিরাট অবদান রয়েছে। কিন্তু করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের ফলে ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর ব্যাংকের ঋণ পরিশোধে সমস্যায় পতিত হচ্ছে। ফলে ব্যাংকের খেলাপি ঋণ বৃদ্ধির আশঙ্কা বাড়ছে। ব্যাংকের ঋণ আদায়ের হার হ্রাস পেলে বিনিয়োগের গতি মন্থর হবে, উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটাবে, যার প্রভাব জীবনের ওপর আসবে। জীবন ও অর্থনীতির নানা সমস্যা সমাধান ও অগ্রগতির জন্য বর্তমানে করোনার যে ভয়াবহ রূপ তা থেকে মুক্ত হতে হবে। সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মানা ও কার্যকর লকডাউন এবং তার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি থাকা চাই।

ব্যবসায়ীদের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ বৃদ্ধি করা উচিত, বরাদ্দ বাড়ানো উচিত এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক খাতসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রণোদনার প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করতে হবে।

লেখক: অর্থনীতি বিশ্লেষক
e-mail: main706@gmail.com

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

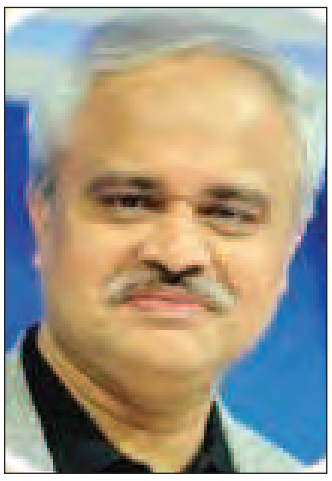
বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

নামাজের সময়-সূচী

এপ্রিল	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
ফজর	৪.৪৯	৪.৪৭	৪.৪৫	৪.৪৩	৪.৪২	৪.৪০	৪.৩৮
সূর্যোদয়	৬.১১	৬.১০	৬.০৮	৬.০৭	৬.০৫	৬.০৪	৬.০২
জোহর	১২.৫৫	১২.৫৫	১২.৫৫	১২.৫৪	১২.৫৪	১২.৫৪	১২.৫৪
আসর	৫.৪১	৫.৪২	৫.৪২	৫.৪৩	৫.৪৩	৫.৪৪	৫.৪৫
মাগরিব	৭.৪০	৭.৪১	৭.৪২	৭.৪৩	৭.৪৪	৭.৪৫	৭.৪৬
এশা	৯.০০	৯.০১	৯.০৩	৯.০৪	৯.০৫	৯.০৭	৯.০৮

রাজনীতিতে ভুল হলে খেসারত দিতে হয়



নঈম নিজাম

আমার দাদি বলতেন, জোড়াতালির ঘর, আল্লাহ রক্ষা কর। সেদিন এক চিকিৎসক বন্ধু ফোন করলেন। বললেন, হেফাজত কিন্তু আওয়ামী লীগ, বিএনপির চেয়ে আধুনিক দল। তাদের স্মার্ট বক্তব্য-বিবৃতির প্রশংসা করতে হয়। থ মেরে গেলাম। বলে কী! বন্ধু আরও বললেন, এরশাদের জাতীয় পার্টি এমনকি বামদেরও শেখার আছে। এরশাদ যা পারেননি মামুনুল সাহেব তা করিয়ে দেখিয়েছেন। এবার আর পারলাম না। বললাম, রহস্য কী? হঠাৎ মামুনুল হকের দলের এত প্রশংসা কেন? জবাবে বন্ধু বললেন, বাস্তবতায় আসুন। চিন্তা করুন একবার, মামুনুলকান্ড আওয়ামী লীগ বা বিএনপিতে ঘটলে কী হতো? কোনো অবস্থান থাকত না কারও। ধরে নিন, এ দলগুলোর জাতীয় পর্যায়ের মাঝারি বা উচ্চ কোনো নেতা আবেগে পড়ে এমন কিছু ঘটালেন। তারপর প্রথম বহিষ্কারের প্রস্তাবটা আসত নিজ দলের ভিতর থেকে। নেতা-কর্মী সবাই মিলে আক্রমণ করতেন সেই নেতাকে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে করতেন তুলাধোনা। বাধ্য হয়ে বহিষ্কার করত দল। তার পরও নেতা-কর্মীদের লেখালেখি চলত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। অন্য দলের প্রয়োজন পড়ত না। নিজ দলের হাতেই হতো সব সর্বনাশ।

হেফাজতে ইসলাম এখানে অতি আধুনিক একটি প্রতিষ্ঠান। তাদের সার্বিক বক্তব্য-বিবৃতি, সমর্থন, কান্নাকাটি পশ্চিমাদেরও হার মানিয়েছে। বাবুনগরী সাহেব দলের নেতাদের নিয়ে বৈঠক করলেন। তারপর বললেন, রিসোর্টকান্ড মামুনুলের ব্যক্তিগত বিষয়। আহা! কী চমৎকার কথা। পশ্চিমা দুনিয়ায় এমন মন্তব্য-মতামত শোনা যায়। এভাবে আওয়ামী লীগ, বিএনপি বলতে পারবে না। আর পারলেও মানুষ মেনে নেবে না। শুধু বাবুনগরী নন, মামুনুল সাহেব নিজেও টেলিফোন কথোপকথন অস্বীকার করেননি। বরং বলেছেন, সবকিছু তার নিজের ব্যক্তিগত বিষয়। টেলিফোন কথোপকথন ও রিসোর্টকান্ডে সরকারি হস্তক্ষেপের নিন্দাও করেছেন তিনি। বিষয়গুলো অনেকের খারাপ লাগলেও আমার পছন্দ হয়েছে। এত আধুনিকতা বিএনপি, আওয়ামী লীগে নেই। তারা হতেও পারবে না। বন্ধুর কাছে জানতে চাইলাম, হেফাজত নিজের বেলায় আধুনিক পরের বেলায় থাকবে তো? বন্ধু বললেন, বলা কঠিন। নিজের বেলায় সবাই সুনসান, পরের বেলায় ঠনঠন।

আল কোরআনের সুরা বাকারার ৪২ নম্বর আয়াতে বলা আছে, 'ওয়ালা-তালাবিসুল হাক্বক্বা বিলবা তিলি ওয়া তাকতুমুল হাক্বক্বা ওয়া আনতুম তা'লামুন।' অর্থাৎ 'মিথ্যার রং ছড়িয়ে সত্যকে সন্দেহযুক্ত বানাবে না এবং জেনে বুঝে সত্য গোপন করবে না।' আল্লাহ মাফ করুন সবাইকে। যেভাবে মাটি কামড়িয়ে অবস্থান নিয়েছেন সবাই মিলে, সব অপকর্মের পক্ষে সাফাই গাইছেন, নজিরবিহীন। আগামী দিনে তাদের পুরস্কার দেওয়া উচিত। আর আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টির কর্মীদের শেখা উচিত কীভাবে নেতাদের বাজে সময়ে পাশে থাকতে হয়। চিকিৎসক বন্ধু বলেছেন, সবকিছু ইতিবাচকভাবে নিন। গান্ধীবাদে সবকিছু ইতিবাচকভাবে নেওয়ার কথা আছে। হেফাজত নেতারা কেন মামুনুলকে বহিষ্কার করেননি? এ নিয়ে বন্ধুর কাছে শোনা গল্পটা তুলে ধরছি : শীতকালে গ্রামের এক মসজিদের ইমাম সাহেব ভোরবেলায় উঠে অজু করতে গেলেন পুকুরের ঘাটলায়। তিনি খেয়াল করলেন পুকুরের আরেক তীরে আরেকজন হাত-পা পরিষ্কার করছেন। খুশি হলেন ইমাম সাহেব। ভাবলেন, জগতে ইমানদার মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এর মধ্যে এ শীতের ভোরেও একজন উঠেছেন নামাজ আদায় করতে! খুব ভালো। ইমাম সাহেব খুশি হলেন। সিদ্ধান্ড় নিলেন এ মানুষটির হায়াত বাড়ানোর জন্য নামাজের পর আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে প্রার্থনা করবেন। অন্যদিকে পুকুরের অন্য পাড়ের মানুষটা ছিলেন এলাকার নামকরা চোর। সারা রাত চুরি করে বাড়ি ফেরার পথে হাত-মুখ পরিষ্কার করতে পুকুরে নেমেছেন। দিনের বেলায় এই



চোরা শুধুই ঘুমায়। রাত হলে শুরু হয় তার সব কাজকারবার। এই ভোরে পুকুরের অন্য তীরে আরেকজনকে দেখে মন খারাপ হলো চোরের। তার ধারণা এ গ্রামে চোরের সংখ্যা বেড়ে গেছে। আয়-রোজগারে এবার টান পড়বে। রুটিরুজি নিয়ে উদ্বিগ্ন হলেন চোর। সিদ্ধান্ত নিলেন দিনের বেলায় তদন্ত করে দেখবেন। তারপর ব্যবস্থা নেবেন। বন্ধু গল্প শেষ করে বললেন, হেফাজতেরও হয়েছে তাই। মামুনুলকে বহিষ্কার করছেন না সিনিয়র নেতারা। তাদের নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে ভয় আছে। দলে মামুনুলের প্রভাব অনেক। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি সক্রিয়। চিন্তাধারায় অন্যদের চেয়ে আধুনিক। তিনি মুখ খুললে অন্য নেতারা বিপদে পড়তে পারেন। এত ঝামেলার কী দরকার? তার চেয়ে সবাই মিলেমিশে থাকাই ভালো।

এবার আমার বন্ধু সরকারের ওপর এক হাত নিলেন। বললেন, ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দানবের কথা আমরা জানি। তৈরি করা দানবের হাতে খুন হন ফ্রাঙ্কেনস্টাইন পরিবার। ফ্রাঙ্কেনস্টাইন ইতিবাচক চিন্তায় দানব তৈরি করেছিলেন। হয়েছে বিপরীত। এ জগতের হিসাব-নিকাশ বড় কঠিন। সবকিছু একরকম হবে এমন কথা নেই। অনেক সময় মানুষ শেষ হয়ে যায় নিজের সৃষ্টির হাতে। ক্ষমতাবানরা সাদা চোখে প্রতিপক্ষ মনে করেন একজনকে। বাস্তবে প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠেন আরেকজন। মহাভারতে এমন উদাহরণ অনেক। নিয়তির বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। আওয়ামী লীগ ১২ বছর টানা ক্ষমতায়। ওভার কনফিডেন্স তৈরি হয়েছে। ক্ষমতাসীন দলটি জিম্মি হয়েছে সুবিধাভোগী চক্রের কাছে। ২০১৮ সালের নির্বাচনে একটি শক্তিশালী বিরোধী দলের দরকার ছিল। সুবিধাবাদী, অতি উৎসাহীরা তা করতে দেয়নি। আর দেয়নি বলে অপশক্তিগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। হেফাজতকে লালনপালন করে আজকের অবস্থানে এনেছেন সরকারের ভিতরের কেউ কেউ। অনেকে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন। এতে তাদের কারও মাঝে আফগান, ইরান স্টাইলের স্বপ্ন তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে সুবিধাবাদী আওয়ামী লীগাররাও ব্যস্ত সময় পার করছেন নিজেদের বাণিজ্য নিয়ে। ডিজিটাল দুনিয়া এখন হেফাজত কর্মীদের দখলে। আইসিটির ক্ষমতাবানরা ব্যস্ড় কামাই রোজগারে। ভাব দেখান ভাজা মাছ উল্টে খেতে পারেন না। কিন্তু কাজকারবারে বড়ই ওস্তাদ। জানি না আইসিটির এ বসরা ডিজিটাল দুনিয়ার প্রচারণাগুলো দেখার সুযোগ পান কি না। আইসিটি দুনিয়ায় সরকারবিরোধী সবচেয়ে বেশিপ্রচারণা চলছে এখন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, সজীব ওয়াজেদ জয়, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা হচ্ছে। আর আইসিটির ক্ষমতাবানরা তামাশা দেখেন, জেগে জেগে ঘুমান। সরকারে ঘুমানো মানুষের সংখ্যাই বেশি। তাদের সঙ্গে যোগ হয়েছে নবাগত বহিরাগত, হাইব্রিডের ঘাপটি মেরে থাকা গ্রুপগুলো। ওরা ভালো সময় দেখলে আহা বেশ বেশ করে। আর খারাপ সময়ে ঘাপটি মেরে থাকে।

রাজনীতির কিছু হিসাব-নিকাশ থাকে। তাতে একবার ভুল হলে খেসারত দিতে হয়। ভুলের চক্রবাকে পড়ে বিএনপিকে এখন শুধুই সময় গুনতে হচ্ছে। ২০০১ থেকে ২০০৬ সালে ক্ষমতায় থাকাকালে ভুল রাজনীতির কবলে ছিল বিএনপি। ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা, জঙ্গি উত্থান, চট্টগ্রামে ট্রাকে ট্রাক অস্ত্র আটক, বগুড়ায় গোলাবারুদ উদ্ধার, শাহ এ এম এস কিবরিয়া, আহসান উল্লাহ মাস্টার, নাটোরের মমতাজ উদ্দিন হত্যাকান্ড আন্তর্জাতিক দুনিয়া থেকে বিএনপিকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। সে বিচ্ছিন্নতা থেকে বিএনপি এখনো বেরোতে পারেনি। কবে পারবে নিজেরাও জানে না। অন্যদিকে বিএনপিকে দমনপীড়নে রেখে শাপলা চত্বরের ঘটনার পর আওয়ামী লীগ ছাড় দিয়েই সম্পর্ক করেছিল হেফাজতের সঙ্গে। আওয়ামী লীগের ছাড়কে তারা দুর্বলতা হিসেবে নিয়েছে। হেফাজত নেতারা ভুল করেছেন অন্যখানে। তারা বঙ্গবন্ধুর মেয়েকে চেনেন না। শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শেষ ঠিকানা। উদারতা দেখানো মানে তিনি দুর্বল নন। আর বাংলাদেশ ইরান আর আফগান নয়। বাংলাদেশের জন্ম অসাম্প্রদায়িক চেতনার ওপর ভিত্তি করে। বঙ্গবন্ধু এ দেশ প্রতিষ্ঠা করেছেন। শেখ হাসিনা তাঁর মেয়ে।

ভুলে গেলে হবে না সুফি-সাধক, অলি-আউলিয়ারা এ দেশে ধর্ম প্রচার করেছেন। চাইলেই জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ সবকিছু পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে তা সম্ভব নয়। এমন স্বপ্ন দেখা সাময়িক হতে পারে, দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। মামুনুল হকেরা ভুলে গেছেন, তাদের চেয়ে বড় দাম্ভিক ছিলেন সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী। মুহূর্তে সে অহংকার তছনছ হয়ে গিয়েছিল। আলী আহসান মুজাহিদ কম যেতেন না। নির্বাচন কমিশন অফিস থেকে বের হয়ে দম্ভ করে বলেছিলেন, পারলে আমাদের কিছু করুন। বুঝতে চাননি রাষ্ট্রের চেয়ে কেউ বেশি ক্ষমতাশালী নন। এ দেশে বাস করবেন আর জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত, সংবিধান মানবেন না হতে পারে না। রাষ্ট্রে বসবাস করতে হলে আইনকানুন মেনেই চলতে হয়। আর তা না মানলে রাষ্ট্রের অধিকার আছে কঠোরতায় যাওয়ার। শেখ হাসিনাকে হুমকি দিয়ে, দাম্ভিকতার প্রকাশ ঘটিয়ে যা খুশি করার সুযোগ নেই। মাদানি হুজুরের বয়ান দেখছিলাম ইউটিউবে। গ্রোথ হরমোনের কারণে ছোটখাটো রফিকুল ইসলাম মাদানি যা খুশি বলতেন। তিনি বলেছেন, 'কীসের সংবিধান! কীসের প্রেসিডেন্ট! কীসের প্রধানমন্ত্রী! আমি সংবিধান, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী মানি না।' হেফাজত তাকে বাজারে ছেড়েছিল পরিস্থিতি গরম করতে। ময়মনসিংহে আরেকজন বক্তব্য দিলেন জবাই করার আহবান জানিয়ে। উসকানিমূলক ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্যের একটা সীমা আছে। সীমা অতিক্রমকারীকে আল্লাহও পছন্দ করেন না। রাষ্ট্রকে হুমকিদানকারীদের সম্পর্কে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে। আইনের শাসনের ব্যত্যয় কেউ ঘটালে অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে হবে।

ইতিহাসের দিকে তাকান। এ দেশ জঙ্গিবাদের জন্য নয়। সাধারণ মানুষের আস্থা-বিশ্বাস আছে ধর্মের প্রতি। কিন্তু কেউ ধর্মান্ধ নয়। ধর্মকর্ম পালন করে সবাই। আবার সংস্কৃতির উৎসবেও যায়। ধর্মের নামে অতীতে অনেক কিছু করার চেষ্টা বহুজন করেছেন। মুফতি হান্নানরা পারেননি। মানুষ ধর্মভীরু। কিন্তু ধর্মের অপব্যবহার কেউ মানে না। সাময়িক উত্তেজনা তৈরি করা যায়। এর বেশি না। সরকারকে পছন্দ অনেকের না-ও হতে পারে। সরকারের অনেক কর্মকান্ডের আমিও সমালোচক। নেতিবাচক কর্মকান্ডের সমালোচনা, আন্দোলন-সংগ্রাম অবশ্যই করার অধিকার সবার রয়েছে। কিন্তু কথায় কথায় উসকানি, খুনখারাবির আহ্বান, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে সব শেষ করে দেওয়ার প্ররোচনাকারীদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। অন্যথায় রাষ্ট্রই থাকে না। শাসকদের সঙ্গে সক্রেটিসের মেলেনি। তিনি কঠোর সমালোচনা করতেন শাসকদের। আর এ কারণেই সক্রেটিসকে মিথ্যা অজুহাত তুলে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছিল। সক্রেটিসের ভক্ত-অনুসারীরা অনুরোধ করেছিলেন তাঁকে পালিয়ে যেতে। সক্রেটিস আইনকে মহান মেনেই পালাননি। মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিলেন। শাসকদের কারণে আইনের অপপ্রয়োগের শিকার হয়েছিলেন সক্রেটিস। বিষের পেয়ালা তুলে নিয়েছিলেন। সংবিধান, রাষ্ট্র, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী না মানলে বাংলাদেশ ছাড়ুন। জানি দেশের স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের জন্য কোনো অবদান আপনাদের নেই। আর নেই বলেই রাষ্ট্রকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখান। অনেক হয়েছে। এবার থামুন। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করুন, জাতীয় সংগীত পরিবেশন করুন নিজেদের প্রতিষ্ঠানে। আগে প্রমাণ করুন বাংলাদেশকে ভালোবাসেন। তারপর লম্বা লম্বা কথা বলুন। জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা, সংবিধান, মুক্তিযুদ্ধকে মানতে হবে। আর না মানলে চলে যান অন্য কোথাও। এ দেশে আপনাদের কোনো অধিকার নেই।

লেখক: সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রতিদিন।

জুম্মার নামাজে মুসল্লীদের ভীড়

(শেষের পাতার পর)

সময় পবিত্র রমজান মাস শুরু হয়েছে গত ১৩ এপ্রিল মঙ্গলবার। নিউইয়র্কসহ উত্তর আমেরিকার মসজিদে তারাবির নামাজ আদায় করা হচ্ছে বলে সংশ্লিস্ট সূত্রে জানা গেছে। প্রবাসী বাংলাদেশীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কুইন্সের জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, মসজিদ মিশন সেন্টার (হাজী ক্যাম্প মসজিদ), আল অরাফা জামে মসজিদ, দারুস সালাম মসজিদ, ব্রুকলীনের বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টার, বায়তুল জান্নাহ, এস্টোরিয়ায় আল আমিন মসজিদ, শাহজালাল মসজিদ, গাউসিয়া মসজিদ, ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার জামে মসজিদ, ব্রঙ্কস মুসলিম সেন্টার, বাংলা বাজার জামে মসজিদ, ম্যানহাটানের মদিনা মসজিদ, উডসাইডের আবু হুরায়রা মসজিদ, এলহার্স্ট মুসলিম সেন্টার ও ওজন পার্কের বায়তুল আমান এবং লং আইল্যান্ড মুসলিম সেন্টার সহ উত্তর আমেরিকার প্রায় সবক'টি মসজিদে ধর্মীয় ভাবমর্যাদার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তারাবিহ নামাজ। তবে করোনার কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনেই অনেক মসজিদে সুরা তারাবিহ হচ্ছে। আবার কোন কোন মসজিদে কোরআন খতম তারাবিহ শুরু হয়েছে। এদিকে গত ১৬ এপ্রিল শুক্রবার ছিলো রমজান মাসের প্রথম জুম্মা। এদিন মসজিদগুলোতে উপচে পড়া মুসল্লীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এজন্য মসসিদগুলোতে একাধিকবার জুম্মার নামাজের আয়োজন করা হয়।

জ্যামাইকার মসজিদ মিশন সেন্টারে (হাজী ক্যাম্প মসজিদ) এই রমজান মাসে জুম্মার দিন তিনটি জামাত আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রথম জামাত বেলা সোয়া একটায়, দ্বিতীয় জামাত পৌনে ২টায় এবং তৃতীয় জামাত ২টায় অনুষ্ঠিত হয়। এদিন মসজিদে গিয়ে দেখা যায়, প্রথম জামাতে অংশ নিতে না পারায় মুসল্লীরা দ্বিতীয় জামাতে অংশ নেয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছেন। প্রথ জামাতে অংশগ্রহণকারীরা বের হওয়ার পর দ্বিতীয় জামাতের মুসল্লীরা মসজিদে প্রবেশ করছেন। আবার দ্বিতীয় জামাতে অংশগ্রহণকারীরা বের হওয়ার পর তৃতীয় জামাতের জন্য মুসল্লীরা মসজিদে প্রবেশ করছেন।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে (জেএমসি) বেলা ১টায় ও বেলা ২টায় জুম্মার নামাজ আদায় হচ্ছে। মুসল্লীদের ভীড়ে মসজিদ প্রাঙ্গন পেরিয়ে মসজিদ সংলগ্ন সামনের রাস্তা জেএমসি ওয়ে (১৬৮ স্ট্রীট)-এর উপরেও খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে মুসল্লীরা নামাজ আদায় করছেন। এদিকে, রমজানের বিশেষ নামাজ, ইফতার ও তারাবিহ'কে ঘিরে নিউইয়র্ক সিটির মসজিদগুলোর আশপাশে নিরাপত্তা রক্ষার বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে নিউইয়র্কের পুলিশ বিভাগ।

নিউইয়র্কের মতো বাংলাদেশী অধ্যুষিত ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলেস, ফ্লোরিডা, জর্জিয়া, মিশিগান, টেক্সাস, মিনেসোটা, ওহাইয়ো, ওয়াশিংটন মেট্রে, নিউজার্সী, ম্যাসেচুসেটস, পেনসিলভেনিয়া, নর্থ ক্যারোলিনা প্রভৃতি এলাকার মসজিদগুলোতেও তারাবিহ নামাজে অংশ নিচ্ছেন প্রবাসী মুসল্লিরা। যার প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী সমগ্র প্রবাসী মুসলিম কমিউনিটিতে পবিত্র মাহে রমজানের ভিন্ন এক আমেজ লক্ষ্য করা যায়।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS القطرية

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

Digital Travel Astoria

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com



কমরে অক্সিজেন বেঁধে মাকে বাঁচাতে ছেলের ছুটে চলা

(শেষের পাতার পর)

হাসপাতালে ভর্তি অনেকেই আছেন তারা দিনের পর দিন স্বজনের দেখা পান না। এই কঠিন সময়ে মা-ছেলের একটি ছবি ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে দেখা গেছে, ছেলে শরীরের সঙ্গে গামছা দিয়ে অক্সিজেন সিলিন্ডার বেঁধে রেখেছেন। মোটরসাইকেলের পেছনে করোনায় আক্রান্ত মা বসে আছেন। সেই স্কুল শিক্ষিকা মাকে লকডাউনের সময় মোটরসাইকেলে করে শনিবার (১৭ এপ্রিল) বিকেলে শের ই বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এসেছেন তার ছেলে।

লকডাউনে মা-ছেলের এমন বিরল দৃশ্য শনিবার বিকেল ৩টার দিকে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ গেট সংলগ্ন বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে স্থানীয়রা ধারণ করেছেন। এমনকি সেখানে চেকপোস্টে উপস্থিত থাকা বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের সদস্যরা মোটরসাইকেলটি হাসপাতালে পৌঁছানোর জন্য সাহায্য করেছে।

করোনায় আক্রান্ত ওই রোগী হচ্ছেন, রেহেনা পারভীন (৫০)। তিনি ঝালকাঠীর নলছিটি বন্দর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম আবদুল হাকিম মোল্লার স্ত্রী। রেহেনাকে বহনকারী মোটরসাইকেলের চালক হচ্ছেন তারই ছেলে জিয়াউল হাসান টিটু।

জিয়াউল হাসান টিটু জানান, গত বুধবার তার মার করোনা শনাক্ত হলে নলছিটির সূর্যপাশা বাড়িতে বসেই চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। শনিবার দুপুরে শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেলে লকডাউনের মধ্যেই মায়ের জীবন বাঁচাতে মোটরসাইকেলে টিটু নিজের শরীরে অক্সিজেন সিলিন্ডার বেঁধে অক্সিজেন মাস্ক পরিয়ে হাসপাতে নিয়ে আসেন।

বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের সার্জেন্ট তৌহিদ টুটুল বলেন, লকডাউনে বের হওয়ার কারণ জানতে চেকপোস্টে যথা নিয়মে তাদের থামানোর সংকেত দেওয়া হয়। তবে কাছাকাছি এলে দেখা যায় মোটরসাইকেলচালক তার শরীরের সঙ্গে একটি অক্সিজেন সিলিন্ডার গামছা দিয়ে বেঁধে নিয়েছেন। আর পেছনে তাকে ধরে যে নারী বসে আছেন তার মুখে অক্সিজেন মাস্ক। সিলিন্ডার থেকে অক্সিজেন মাস্ক দিয়ে ওই নারী যথারীতি অক্সিজেন গ্রহণ করছেন। এভাবেই তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

আমাদের খসরু ভাই

(শেষের পাতার পর)

যায়। চিকিৎসকরা তাকে বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা চালান। এক মাসের বেশি সময় লাইফ সাপোর্টে রেখে দেয়া হয়। ততদিনে নিউইয়র্কের পরিস্থিতি ভয়াবহ। হাসপাতালে সিট খালি নেই। রোগীর চাপ সামলাতে পথেঘাটে, জাহাজে চালু করা হয় হাসপাল। একটা শহরে একেকদিন ৫০০ থেকে প্রায় হাজার খানেক প্রাণহানি। এমন পরিস্থিতিতে একজন রোগীকে আর কতদিন রাখা যায় লাইফ সাপোর্টে। এর মধ্যে খসরু ভাইর অবস্থার আরও অবনতি। তাকে লাইফ সাপোর্ট থেকে বের করে দিলে আরেকজন রোগী সুযোগ পাবে। হয়তো প্রাণেও বেঁচে যাবে সে। খসরু ভাইকে নিয়ে চিকিৎসাকরাও হতাশ। আশা ছেড়ে দিলেন। সরি বলে দিলেন চিকিৎসকরা। একদিন রাতে জানিয়ে দেয়া হয় পরদিন খসরু ভায়ের..... নিয়ে যেতে।

শুরু হয় চির বিদায়ের প্রস্তুতি। নিউজার্সীর একটা কবরস্থানে অনন্তকালের জন্য তাঁর বাড়িও দেখা হয়। তখন লক ডাউন। ভাইরাসের ভয়ে, আতঙ্কে নিউইয়র্কবাসী ঘরে বন্দী। ভয়ে মায়ের জানাজায় ছেলেসন্তান পর্যন্ত যাচ্ছেনা। তারপরও আমি তাহের ভাইকে বলি খসরু ভাইয়ের চিরবিদায়ে যেন আমাকে সঙ্গী করেন। রিকুয়েস্ট করি আমাকে বাসা থেকে নিয়ে যেতে। পরদিন চিকিৎসকরা লাইফ সাপোর্ট খুলতে যাবেন। এমন সময় হঠাৎ করে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠেন খসরু ভাই। অবাক চিকিৎসকরা। আশা ফিরে তাদের। আবার রেখে দেন লাইফ সাপোর্টে। এই ঝাকুনির পর থেকে উন্নতি হতে থাকে তাঁর শরীর। দুদিন পর লাইফ সাপোর্ট খুলে দেয়া হয়। খসরু ভাই ভালো। নষ্ট ফুসফুসও ভাল হয়ে যায়। এর কিছুদিন পর ফেরেন বাসায়।

তারপর থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় এক বছর চলে গেছে। খসরু ভাই পুরোপুরি সুস্থ, কিন্তু সেই যে কিডনি নষ্ট হয় সেটা আর ভাল হয়নি। সোমবার (১৯ এপ্রিল) তার কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট। উনার ছোট ছেলে সৈয়দ নাহিদ ইলিয়াস কিডনি দিচ্ছে। কলেজ স্টুডেন্ট নাহিদের বয়স মাত্র ২২! খসরু ভাইয়ের মা, স্ত্রী, বড় ছেলেও কিডনি দিতে চেয়েছেন। কিন্তু নাছোরবান্দা নাহিদ মানবেনা। মৃত্যুঞ্জয়ী বাবাকে সেই কিডনি দেবে।

রোববার (১৮ এপ্রিল) খসরু ভাই ভর্তি হন হাসপাতালে। গতকাল শনিবার আমাকে কল দিয়ে কয়েক সেকেন্ড কথা বলেছেন। কেঁদে কেঁদে দোয়া চেয়েছেন। বললাম ভাই, মনোবল শক্ত রাখেন। আপনার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ আপনাকে সঙ্গেই আছেন।

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন


DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S


DR. BORNALI HASAN MD

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ



অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার খ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SHARIF TAX SERVICE



IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com

SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent

SERVICES:
● Tax Service
● Immigration
● Real Estate

মুজিববর্ষে মুজিবনগরের অবস্থান কোথায়



আবদুল গাফফার চৌধুরী

শনিবার ছিল মুজিবনগর দিবস। ১৯৭১ সালে এই দিন কুষ্টিয়ার মেহেরপুরে আম্রকাননে বাংলাদেশের জাতীয় নেতারা সমবেত হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলাতেই স্বাধীনতা ঘোষণার আনুষ্ঠানিক সম্মেলনে অস্থায়ী স্বাধীন বাংলা গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার গঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকায় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদ শপথ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাঠ করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী। ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাকে মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলায় আনুষ্ঠানিকতা দান করা হয়। মেহেরপুরের এই অংশের নামকরণ হয়–মুজিবনগর।

বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা তখন পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী দ্বারা অধিকৃত। ভারত সীমান্তবর্তী কুষ্টিয়ার মেহেরপুরকেই স্বাধীন বাংলার অস্থায়ী রাজধানী করার তুলনামূলক নিরাপদ স্থান মনে করা হয়। গোটা কুষ্টিয়াসহ মেহেরপুর ছিল অবিভক্ত নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত। ১৯৪৭ সালে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদে নদীয়া জেলা বিভক্ত হয় এবং মেহেরপুরসহ কুষ্টিয়া পড়ে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে।

যদিও আমি বৃহত্তর বরিশাল জেলার লোক। কিন্তু নদীয়া জেলা এবং মেহেরপুর ছিল কৈশোর কাল থেকেই আমার পরিচিত। বিখ্যাত রহস্য উপন্যাসিক দীনেন্দ্র কুমার রায়ের বাড়ি ছিল নদীয়ার মেহেরপুর। তার 'ব্লেকস্মিথ সিরিজের' রহস্য উপন্যাস ছিল সারা বাংলাদেশে পঠিত। আমিও কৈশোরে এই উপন্যাস গোগ্রাসে গিলেছি। দীনেন্দ্র কুমার রায়ের মৃত্যুর পর তার ছেলে দীপ্তেন্দ্র কুমার রায় বাংলা ভাগ না হওয়া পর্যন্ত মেহেরপুরেই ছিলেন এবং তার পিতার লেখা শতাধিক রহস্য উপন্যাস মেহেরপুরে বসেই বিক্রি করতেন। কেবলমাত্র তার নাম লিখে মেহেরপুর নদীয়া লিখে চিঠি পাঠালেই তার কাছে পৌঁছে যেত এবং তিনি বই পাঠাতেন। আমিও এভাবে আমার কৈশোরে বহু বই আনিয়েছি।

সুতরাং নদীয়া জেলা থেকে বিভক্ত হয়ে কুষ্টিয়াসহ পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া মেহেরপুর নামটি আমার পরিচিত ছিল। স্বাধীন বাংলার অস্থায়ী রাজধানী হওয়ায় মেহেরপুর নামটি আমার কাছে আরো পরিচিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আমার মেহেরপুর ও বৈদ্যনাথতলা দেখার সুযোগ হয়। তার আগে নয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বহু বিশিষ্ট ব্রিটিশ এমপি ও মন্ত্রী, মার্কিন সিনেটর মেহেরপুর পরিদর্শন করেন। ফলে মেহেরপুরের মানুষ স্থানটি নতুন দেশের রাজধানী হবে ভেবে আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। তাদের সেই আশা অবশ্য স্বাভাবিক কারণেই পূর্ণ হয়নি। সেই নবাবি আমল থেকে ঢাকা কখনো সুবে বাংলার রাজধানী অথবা উপরাজধানী। সুতরাং ঢাকা মুক্ত হওয়ার পর স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী হবে–এটাই ধরে নেওয়া হয়েছিল এবং সেটাই হয়েছে।

তবু আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধে ফিলাডেলফিয়া শহরের যে গুরুত্ব, সেই গুরুত্ব বাংলাদেশের মেহেরপুরের। আমেরিকার স্বাধীনতা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয়েছিল ফিলাডেলফিয়া শহর থেকে। আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাসে তাই ফিলাডেলফিয়া শহরকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে মেহেরপুর নামের উল্লেখ আছে। মেহেরপুরকেই যে মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর নামকরণ হয়েছে, তারও উল্লেখ আছে। তার বেশি গুরুত্ব মুজিবনগর পায়নি।

স্বাধীনতার সংগ্রাম চলাকালে মুজিবনগর স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানীরূপে ঘোষিত হলেও সেখানে রাজধানীর সব কাজকর্ম করার কোনো সুবিধা এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রীদের নিরাপত্তা রক্ষার কোনো সুব্যবস্থা ছিল না। সুতরাং মিত্র ও সহযোদ্ধা দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কলকাতা শহরেই থিয়েটার রোড, সার্কাস এভিনিউ, বালিগঞ্জ, পার্ক সার্কার্স, বালু হাক্কাক লেন প্রভৃতি এলাকায় সরকারি অফিস ও মন্ত্রীদের থাকার জায়গা নির্ধারিত হয়েছিল। অস্থায়ী মুজিবনগর সরকারের সাপ্তাহিক মুখপত্র জয়বাংলার মাস্টহেড প্রথম এঁকেছিলেন শিল্পাচার্য কামরুল হাসান, পরে এঁকেছিলেন শিল্পী ও কবি পূর্ণেন্দুপত্রী। পত্রিকাটি ছাপা হতো কলকাতার মানিকতলার একটি প্রেসে। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশ ফিরে আসার পর ১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় গিয়েছিলেন। ময়দানে তার জনসভায় যোগ দেওয়ার জন্য সারা কলকাতা শহর খালি হয়ে গিয়েছিল। রাজভবন বা গভর্নর হাউসে বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। তাতে কলকাতার এমন কোনো ছোট-বড় শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, যারা এই সংবর্ধনায় যোগ দেননি। মহানায়িকা সুচিত্রা সেন বঙ্গবন্ধুর গলায় মালা পরিয়েছেন।

কলকাতার এসব স্থান এবং ঘটনারও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সামান্য উল্লেখও হয়নি। অথচ হিটলার গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে গোটা ফ্রান্স দখল করে নেওয়ার পর ফ্রান্সের তৎকালীন মুক্তিযুদ্ধের নায়ক জেনারেল দ্যগলে লন্ডনে এসে তার হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেছিলেন লন্ডনের এক শহরতলিতে। স্থানটির তিনি নাম দিয়েছিলেন নিউ প্যারিস। এই নিউ প্যারিসের স্মৃতি সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং ফরাসিরা তাদের রেজিস্টেন্স মুভমেন্টের ইতিহাসে এর উল্লেখ করতে লজ্জাবোধ করেনি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত আমাদের আশ্রয়দাতা এবং অকৃত্রিম বন্ধু ছিল। সুতরাং তাদের কোনো শহরে, যে শহরটি অবিভক্ত বাংলার রাজধানী ছিল, সেখানে অস্থায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের কার্যক্রম অস্থায়ীভাবে চলেছিল; তা স্বীকার করলে আমাদের লজ্জা পাওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে কি? একটি মাত্র কারণ থাকতে পারে, আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের সাহায্য ছিল এবং এই স্বাধীনতার বিরোধী দেশগুলো বাংলাদেশকে 'ভারতের দাস' বলে প্রচার করবে এই সম্ভাবনা এড়ানো। কিন্তু এই সম্ভাবনা এড়ানো গিয়েছিল কি? বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া এবং ভারতের সৈন্য বাংলাদেশ থেকে চলে যাওয়ার পরও কি বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী দেশগুলো বাংলাদেশকে 'ভারতের দাসরাষ্ট্র' হিসেবে মিথ্যা প্রচার চালায়নি? তাতে কি তারা সফল হয়েছিল? আর এ-ও কি সত্য নয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য ভারতের ২০ হাজার সৈন্য আত্মদান করেছিল?

বিএনপি বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টা করেছে, সফল হয়নি। আওয়ামী লীগ স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃত করেনি। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক ইতিহাসের কিছু সত্য চেপে রেখেছে। তাতেও তারা সফল হবে না। ইতিহাস নিজের শক্তিতে এবং নিজের প্রয়োজনেই একদিন সব সত্য অনাবৃত করবে। সেদিন জানা যাবে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে ফিলাডেলফিয়ার যেমন গুরুত্ব, তেমনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে মেহেরপুর বা মুজিবনগরের তেমনই গুরুত্ব। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ এবং তৎকালীন ফ্রান্সের সমর্থন (স্টাচু অব লিবার্টিসহ) যেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত এবং ইতিহাসে সংরক্ষিত; তেমনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর ও কলকাতার ঐতিহাসিক ভূমিকা এবং অবদানও একদিন দেশটির ইতিহাসে সম্মানের সঙ্গে স্বীকৃত হবে। মুজিব বর্ষে মুজিব নগর যে গুরুত্ব পায়নি, সে গুরুত্ব পাবে অদূর ভবিষ্যতে।

মুজিবনগরকে যে আমরা একেবারে অগ্রাহ্য করেছি তা নয়। তাতে কিছু স্থাপনা আছে। মুজিববর্ষ পালনেও মুজিবনগরকে কিছুটা 'চন্দ্র বণিকের বা হাতে মনসা পুজা দেওয়ার মতো' সম্মান দেখানো হয়েছে। তার বেশি কিছু নয়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতার যে স্থানগুলোতে ছিল মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রীদের বাসস্থান ও অফিস, বালিগঞ্জে যেখানে ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র তা ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনাক্রমে 'সংরক্ষিত স্থান' করা উচিত ছিল। মুজিবনগরকে বাংলাদেশের দ্বিতীয় রাজধানী হিসাবে স্বীকৃত দিয়ে কিছু সরকারি অফিস-আদালত সেখানে স্থানান্তর করা হলে স্থানটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব রক্ষিত হতো। মুজিব নগরে মুক্তিযুদ্ধসম্পর্কিত জাদুঘরটির উন্নতি ও সম্প্রসারণও অত্যাবশ্যক। এটির প্রতি অবহেলা করা উচিত নয়।

মুজিবনগরকে যে আমরা একেবারে অগ্রাহ্য করেছি তা নয়। তাতে কিছু স্থাপনা আছে। মুজিববর্ষ পালনেও মুজিবনগরকে কিছুটা 'চন্দ্র বণিকের বা হাতে মনসা পুজা দেওয়ার মতো' সম্মান দেখানো হয়েছে। তার বেশি কিছু নয়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতার যে স্থানগুলোতে ছিল মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রীদের বাসস্থান ও অফিস, বালিগঞ্জে যেখানে ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র তা ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনাক্রমে 'সংরক্ষিত স্থান' করা উচিত ছিল।

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে

প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়



আমরা বাংলায় কথা বলি

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রাইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ কারণে এই বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনার এতটুকু হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ইউএস সিটিজেনশীপ লাভের প্রক্রিয়া এবং প্রয়োজনঃ

ইংরেজি ও সিভিক পরীক্ষা মওকুফ- একজন মানুষের ইউএস এর নাগরিকত্ব লাভ তাকে অনেক অধিকার প্রদান করে। এসব অধিকারের মধ্যে আছে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ও ফেডারেল নির্বাচনে ভোট দেয়ার অধিকার, পরিবারের সদস্যদের এদেশে নিয়ে আসার জন্য আবেদন করার অধিকার এবং এদেশের বাইরে বাস করে ফিরে আসার অধিকার। ন্যাচারালাইজেশন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আনগত পারমানেন্ট রেসিডেন্টদের নাগরিকত্ব দান করা হয়। এর জন্যে যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসে পাশ হওয়া শর্ত পুরণ করতে হয়। তবে কতিপয় ক্ষেত্রে এদেশের বাইরে জন্মগ্রহণকারীরা ন্যাচারালাইজেশন প্রক্রিয়া ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপঃ

অভিভাবকদের কোন একজন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত হলেই এদেশের বাইরে জন্মগ্রহণকারী তাদের সন্তান বিনা পরীক্ষায় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পাবে। নাগরিকত্ব লাভের আরো অনেক শর্ত আছে- যদি আমেরিকান নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট ইস্যু করার আগেই সেসব শর্তপূরণ করা যায়। পরবর্তী সময়ে এসব সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আপনাদেও জন্যে প্রকাশ করব। আজ আমাদের আলোচনার বিষয় ন্যাচারালাইজেশনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব লাভ।

ইমিগ্রেশন এন্ড ন্যাচারাইজেশন এ্যাক্টেও (আইএনএ) অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের নাগিরকত্ব লাভের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী হচ্ছেঃ

আবেদন করার সময় আবেদনকারীর বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হবে,

আবেদনকারীকে নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে হবে,

কমপক্ষে ৫ বছরের গ্রিনকার্ডধারী হতে হবে স্বামী অথবা স্ত্রীর মধ্যে কেই একজন আমেরিকান নাগরিক হলে সেক্ষেত্রে ৩ বছর হলেই হবে,

পড়তে, লিখতে এবং প্রাথমিক ইংরেজি বলার দক্ষতা থাকতে হবে,

যুক্তরাষ্ট্র, তার সরকার, ইতিহাস, ভূগোল এবং অন্যান্য বিষয়ে অবশ্যই পরীক্ষা দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, আমেরিকান নাগরিক হওয়ার জন্য সকল ন্যাচারালাইজেশন আবেদনকারীকে অবশ্য উপরের শর্তাবলী পুরণ করতে হবে। অবশ্যই ইউএস মিলিটারী সার্ভিস বা ব্যতিক্রমী কোন বিচেনায় শর্ত শিথিল হতে পারে।

ন্যাচারাইজেশন প্রক্রিয়া

ন্যাচারালাইজেশনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব প্রাপ্তির প্রক্রিয়া শুরু হয় নাগরিকত্ব লাভের জন্য এন-৪০০ পুরণ করার পর থেকে। আবেদনকারীকে সাক্ষাতকারের জন্য নির্দিষ্ট তারিখে হাজির হয়ে ইংরেজি ও সিভিক জ্ঞানের পরীক্ষা দিতে হবে।

ইউএস নাচারালাইজেশন টেস্টের ২টি পর্বঃ একটি নাগরিকত জ্ঞান পর্ব; অন্যটি ইংরেজি। কেই যদি ২০২০ এর ১ মার্চের বা তার পরে এবং ২০২১ এর ১ মার্চের আগে ন্যাচারালাইজেশনের জন্য আবেদন করেন তবে যেদিন তার ইউএস ন্যাচারালাইজেশন টেস্টের তারিখ হবে তার ভিত্তিতে প্রার্থীর নাগরিকত্ব জ্ঞান পরীক্ষা ভার্সন নির্ধারিত হবে। ঐদিন কারও ন্যাচারালাইজেশন টেস্টের তারিখ ২০২১ এর ১৯ এপ্রিলের আগে হয় তবে প্রার্থী নিজে নির্বাচন করতে পারবেন ২০২০ এর সিভিক টেস্ট ভার্সন অথবা ২০০৮ এর টেস্ট ভার্সন কোনটায় তিনি পরীক্ষা দেবেন।

২০২১ এর ১৯ এপিলের পর যদি কোন প্রার্থীর ন্যাচারালাইজেশন টেস্টেও তারিখ নির্ধারিত হয় তবে সেই আবেদনকারীকে ২০০৮ এর ভার্সন অনুযায়ী সিভিক টেস্ট হবে।

ইংরেজি পরীক্ষা

ন্যাচারালাইজেশন সাক্ষাতকারকালে ইউএস সিআইএস অফিসার তার আবেদনপত্র এবং ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। এছাড়াও ইরেজি এবং সিভিক জ্ঞানের উপরও প্রশ্ন করা হবে। ইংরেজি টেষ্টট নেয়ার সময় পরীক্ষার্থীকে ইংরেজি ভাষা লেখা, পড়া এবং বলার প্রাথমিক দক্ষতার প্রমান দিতে হবে।

ইংরেজি টেস্টে ব্যতিক্রম

কয়েকটি ক্ষেত্রে ইংরেজি ও সিভিক পরীক্ষা শর্ত পরিবর্তন হতে পারে।



ইংরেজি টেস্ট মওকুফ হতে পাওে (১) যদি প্রার্থীর বয়স ৫০ উর্ধ্ব হয় এবং গ্রিনকার্ডের বয়স যদি কমপক্ষে ২০ বছর হয় অথবা (২) যদি প্রার্থীর বয়স ৫৫ বছর এবং গ্রিনকার্ডের বয়স ১৫ বছর হয়। কারও বয়স যদি ৬৫ বছর এবং গ্রিনকার্ডেও বয়স ২৫ বছর হয় তবে তার জন্য সহজ টেস্ট হবে। মনে রাখা জরুরী যে, কেউ সিটিজেনশীপ পরীক্ষা ব্যতক্রমী ইংরেজি টেস্ট চান, তবে তাকে ৫০ অথবা ৫৫তম জন্মদিনের আগে আবেদন করা উচিত নয়।

সিভিক টেস্টে ব্যতিক্রম

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সিভিক টেস্টের ক্ষেত্রে যে ব্যকিত্রম রয়েছে- তাতে ইংরেজি এবং সিভিক টেস্ট ছাড়াই প্রার্থীকে নাগরিকত্ব দেয়া হয়। সিভিক টেস্টের উদ্দেশ্য ইউএস ইতিহাস এবং সরকার সম্পর্কে প্রার্থীর জ্ঞান যাচাই করা হয়।

ইংরেজি ও সিভিক টেস্ট মওকুফের ক্ষেত্রে মেডিকেল অক্ষমতা (ডিস্যাবিলিটি)

মেডিক্যাল অক্ষমতার শর্ত পুরণ করে অনুমোদন পাওয়া কঠিন একটি বিষয়। মেডিকেল অক্ষমতার আবেদন অবশ্যই একজন চি-কিৎসককে আবেদনকারীর পক্ষে এন-৬৪৮ ফর্ম পূরণ করতে হবে। চিকিৎসককে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে হবে। চিকিৎসকের উত্তর স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট হতে হবে। যে ডাক্তার আবেদনকারীর প্রায়শই চিকিৎসা করে থাকেন তিনি ফর্ম পূরণ করলেই ভাল হয়। এবং সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় প্রায়ই এন-৬৪৮ প্রত্যাখ্যাত হয়। ফর্মে চিকিৎসকের অরিজিনাল স্বাক্ষর না হলে ফর্মটি প্রত্যাখ্যান করা হবে।

আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে

এন-৬৪৮ ব্যতিত এন-৪০০ ফাইল করা যাবে না। সম্প্রতি ইউএসসি-সআইএস তার বিধি সংশোধন করেছে যে, এন-৬৪৮ অবশ্যই এন-৪০০ সঙ্গে ফাইল করতে হবে। বিলম্বে আবেদন করার জন্য ইউএসসিআইএস প্রায়শ আবেদন গ্রহণ করে না। বিলম্বে আবেদনের জন্য সঙ্গত কারন হতে পারে যে, এন-৪০০ ফাইল করার সময় পর্যন্ত এন-৬৪৮ ফর্ম পওয়া না যাওয়া।

স্বাক্ষাতকারে এন-৬৪৮ গ্রহণ করা না হলে কী হবে?

যদি এন-৬৪৮ গৃহীত না হয়, তবে প্রার্থী ইংরেজিতে পরীক্ষা দেয়ার চেষ্টা করতে পারেন। প্রার্থী টেস্ট দেবেন এবং তাকে টেস্টের সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে। প্রার্থী যদি পাশ নাও করেন তবে তাকে পরে একটি ইন্টারভি এর সুযোগ দেয়া হবে। এন-৬৪৮ ফর্ম পূরণ যদি অসম্পূর্ণ থাকে, তবে তা পুণরায় চিকিৎসক সংশোধনের জন্য আরেকটি সুযোগ পাবেন। পরবর্তী ইন্টারভিউয়ের সংশোধিত এন-৬৪৮ গ্রহণ করা হয়। যদি তারপরও এন-৪০০ প্রত্যাখাত হয় তবে আবেদনকারী প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে আপিল করতে অথবা নতুন করে আবেদন করতে পারবেন। প্রথম এন-৪০০ আবেদনের সঙ্গে কেউ এন -৬৪৮ অন্তর্ভুক্ত না করা হয়, তবে প্রার্থীকে দ্বিতীবারের জন্য সুযোগ দেয়া হবে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমিগ্রেশনের কাছে থেকে মেডিকেল অক্ষমতার আবেদনের অনুমোদন পাওয়া কঠিন। অনুমোদনের জন্য অবশ্য অবশ্য সব শর্ত পূরণ করা জরুরী। এ জন্য এইসব বিষয়ে দক্ষ একজন এটর্নীর সাথে প্রয়োজনে পরামর্শ গ্রহণ করা ভাল।

উল্লেখ্য যে, আমাদের পাঠকদের জন্যে এই বিভাগের মাধ্যমে আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব।

কুইন্স থেকে ফিরোজা বেগমের প্রশ্নঃ আমি একজন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে বাংলাদেশে কোন কোন আত্মীয়ের জন্যে আবেদন করতে পারব? এ ব্যাপারে আপনার দেয়া প্রাথমিক পরামর্শ পেতে আগ্রহী।

ফিরোজা বেগমের প্রশ্নে উত্তরঃ একজন গ্রিনকার্ডধারী নিম্নে উল্লেখিত আত্মীয়দের আবেদন করতে পারেনঃ

স্পাউস,

২১ নিম্ন ২১ উর্ধ অবিবাহিত সন্তান।

২১ নিম্ন বয়সের সন্তানেরা ২-এ এবং ২১ উর্ধ বয়সের সন্তানেরা ২বি ক্যাটাগরীতে পড়ে। আর একজন ইউএস সিটিজেন তার- স্পাউস, সন্তান, মা-বাবা এবং ভাই-বোনের জন্যে আবেদন করতে পারেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাইলে আমাদের কাছে চিঠি লিখতে পারেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

একটি অসুস্থতার কাহিনী

(শেষের পাতার পর)

পর গেঞ্জিছাড়া ঘুমানো। এই ভাবটা অনেকক্ষণ রইলো। তবে শরীরটা কেমন ম্যাজম্যাজ করতে লাগলো। সন্ধ্যার দিকে আবার টেম্পারেচার। জ্বর জ্বরভাব। এ ধরনের জ্বরে সাধারনত: একটা করে টাইলেনল খেয়ে নেই। এটা খাওয়ার ঘন্টা দু'য়েকের মধ্যে জ্বর চলে যায়। শেষ রাতের দিকে মনে হলো, আবার। সকালে আর একটা খাই। প্যারাসিটামল খেলে জ্বর যায় কয়েক ঘন্টা পর আবার ফিরে আসে, জ্বরও খুব বেশী না, ৯৯ থেকে এক শ'- এমনটা আমার সাধারনত: হয় না। একদিন শুধু পেয়েছিলাম এক শ' এক। এ ধরনের ঠান্ডালাগা জ্বরে দুই থেকে তিনটা ট্যাবলেট খেলেই সুস্থ হয়ে যাই। এবার আরও একটা উপসর্গ যোগ হলো- প্রচুর পানি পিপাসা। এই এক গ্লাশ খেয়ে আসি, পাঁচ মিনিট না যেতেই আবার গলা শুকিয়ে যায়। সুগার বেড়ে গেলে সাধারনত: এমনটা হয়। মেপে দেখি সাত আটের মধ্যে। তাহলে সুগারের সমস্যা না। মুখের মধ্যে কেমন এক ধরনের বিষাদভাব। একটা সিভিট চুষলে পানি পিপাসার ভাবটা চলে যায়। মনে হলো ইমিউন ফল করেছে, শরীরে ভিটামিন সি'র অভাব। গত বছরের দৌড়ঝাপে যে এন্টিবডি তৈরী হয়েছিল তার কার্যকরিতা কমে আসছে। ফলে এই সাধারন ফ্লু ভাইরাসটাকেও পরাস্ত করা যাচ্ছে না।

দিনদুই টাইলেনল দিয়ে এইভাবে জ্বরের সাথে 'চোর-পুলিশ' চললো। এরপর ফোন দিলাম আমার 'সর্বডাক্তার'কে (এই ডাক্তারের কথা পরে একসময় বলবো)। উপসর্গগুলো জানালে প্যারাসিটামল চালিয়ে যেতে বললেন, সাথে আরও কিছু পরামর্শ। আমি জিজ্ঞাস করলাম করেনাটরোনা কিছু কিনা, তিনি অভয় দিলেন ওসব কিছু না, আমি যা বললাম সেভাবে চলে দেখেন। আর একজন বললেন ডাব খাওয়া শুরু করতে। চার/পাঁচ দিনের মাথায় দেখি রুচী চলে গেছে, কিছুই খেতে পারছি না। ক্ষিধেই নাই। ভাত রুটী ডিম বা মাছের ওপর চরম অভক্তি। বাইরে থেকে থাই চিকেন স্যুপ আনিয়ে দেখি এটা বেশ খাওয়া যাচ্ছে। পরের কয়েকদিন শুধু স্যুপ আর সবজী চললো। দিনে তিনটা করে টাইলেনল খাওয়ায় জ্বর ৯৮এর নীচে নেমে এলো। তবে নতুন যে উপসর্গটা বাধিয়ে দিয়ে গেল তা হচ্ছে কোন কিছুর ঘ্রান না পাওয়া। শ্বাষ নিতে গিয়ে দেখি বুকভরে নেয়া যাচ্ছে না। জোরে নি:শ্বাষ নিতে গেলে বুকের ভেতর হালকা ব্যথা লা গে। গত বছর কিছুদিন ব্রিদিং এক্সারসাইজ করেছি, তাতে এক পর্যায়ে ৭০ থেকে ৭৫ সেকেন্ড পর্যন্ত নি:শ্বাষ আটকে রাখতে পারতাম। এখন দেখি ৩০ সেকেন্ডও রাখা যাচ্ছে না। অক্সিমিটারে নিয়মিত রক্তে অক্সিজেন লেবেল চেক করি। আমার সাধারনত: ৯৯ কখনও ১০০ থাকে। এ সময় দেখি তা নামতে শুরু করেছে। ৯৮ থেকে কমে ৯৬-৯৫এ ওঠানামা করছে।

করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট সম্পর্কে তখনও কোন ধারনা নাই। খুশখুশে কাশি নাই, গলা ব্যথা নাই সর্দি নাই, ধরে নিয়েছি তাহলে তো এটা করোনা না। 'সর্বডাক্তার'কে বললাম আমার ফুসফুসে কোন ইনফেকশন হয়েছে, মনে হচ্ছে বেশ খানিকটা কফও জমে আছে। ২০ থেকে ২৫ ভাগ অংশ কাজ করছে না। ইনফেকশন সাড়িয়ে কফ বের করতে হবে। সেই সাথে ঘাণশক্তি ফিরিয়ে আনার অষুধ লাগবে। ডাক্তার ৬২৫ মিলিগ্রামের একটা হাই পাওয়ার এন্টিবায়োটিক দিলেন, দিনে তিনবার। ফুসফুসের সংক্রমন দুর করার জন্য আর দু'টো ট্যাবলেট। একটা দিনে একবার অন্যটা দুইবার। দশ দিন খেতে হবে। বললাম ঘ্রাণের অষুধ? বললেন, লাগবে না, লাঙ্ক ঠিক হয়ে গেলে ওটাও ফিরে আসবে।

চললো চিকিৎসা। সেই সাথে ভিটামিন সি ট্যাবলেট, ডাব মাল্টা বা কেনুর জুস, লেবু। পরের দিন থেকে হালকা কাশির সাথে কিছু কিছু করে কফ বের হতে লাগলো। তিন চারদিনের মধ্যে দেখি রুচী ফিরে আসছে। ভাত মাছ খাওয়া যায়। সপ্তাহখানেকের ভেতর ঘ্রান পেতে শুরু করলাম। অক্সিজেন লেবেল বেড়ে ৯৮এ এলো। তবে ক্ষিধেবোধটা তখনও স্বাভাবিক হয়নি। খাওয়ার ইচ্ছা হয়না অথচ খেতে বসলে বেশ খাওয়া যায়। সব কিছুরই স্বাদ ষোল আনা। ফোন করলাম ডা. জেরিনকে, ও গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে আছে। ক্ষিধেবোধ ফিরে আসার জন্য একটা সিরাপ প্রেসক্রাইব করলো। জানতে চাইলাম করোনা টেস্ট করাবো কিনা, বললো দরকার নেই।

বাসায় আমরা তিনজন। একই সাথে ওদেরও জ্বর আর কাশি দেখা দিয়েছিল। প্রাথমিক চিকিৎসায় দুইজন আগেই সুস্থ হয়ে উঠেছে। আমার পাঁচ সপ্তাহের ওপরে হয়ে গেছে, এখন মোট-মুটি সবকিছুই স্বাভাবিক। অক্সিজেন লেবেল ৯৯, মাঝেমাঝে ১০০ তেও ওঠে। জ্বর আর আসে নাই। তবে গত সপ্তাহ পর্যন্ড় বেশ দুর্বল ছিলাম। 'সর্বডাক্তার' ভিটামিন ট্যাবলেট খেতে বলেছে। ঠান্ডা সহ্য হতোনা এসি চালাই নাই। এখন হালকা চালিয়ে রুম কিছুটা ঠান্ডা হলে বন্ধ করে দেই। তারপরও ঠান্ডাটা সহ্য হ চ্ছে না। সোদিন ব্রিদিং এক্সারসাইজ করতে গিয়ে দেখলাম ৮০ সেকেন্ড পর্যন্ত নি:শ্বাস আটকে রাখা যাচ্ছে। তবে ৮/১০ দিনে ওজন কমেছিল পাঁচ কেজি (ওই অবস্থার মধ্যেও খুব খুশী হয়েছিলাম)।

যে কথাটা বলার জন্য এই কাহিনীর অবতারনা- প্রথমত: আমি যে সময় আক্রান্ত হলাম তখন পর্যন্ত করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট সম্পর্কে ধারনা ছিল না। ফলে এটাকে সাধারন ফ্লু বলেই ধরে নিয়েছি। অক্সিজেন লেবেল নেমে যাওয়া এবং ঘ্রান চলে যাওয়ায় সন্দেহ হয় অন্য কিছু কি না! একবার ভেবেছিলাম টেস্ট করাই। কয়েকটা বিষয় বিবেচনায় এনে খুবএকটা উৎসাহ পাই না। প্রথমত: যদি করোনা হয়ে থাকে তাহলে টেস্ট করানো না করানো সমান কথা। বরঞ্চ টেস্টে যদি রেজাল্ট নিগেটিভ আসে তাহলে তো আমি রিল্যাক্সড থাকবো, তাতে মরতে হবে। পজি-টিভ এলে ভয় পেয়ে যাবো। করোনায় ভয় পাওয়া চলবে না, তাতে ইমিউন দুর্বল হয়ে যায়। তার চেয়ে সন্দেহটাকেই জিইয়ে রেখে চিকিৎসা চালিয়ে যাই। এই সংক্রমনকে আমি লাঙ্ক ইনফেকশন হিসেবে ধরে নিয়েছি। আমার ডাক্তারও সে মতে অষুধ দিয়েছেন। সেই সাথে প্রচুর পরিমান ভিটামিন সি ডি ও অন্যান্ন সাবধানতা অবলম্বন করে এন্টিবডি তৈরীর ওপর জোর দিয়েছি। কোন অবস্থাতেই হাসপাতালে যাওয়া চলবে না বলে মনোবল দৃড় রেখেছি। হাসপাতালে ঝুঁকি বেশী। আমার ধারনা বাসায় থেকে চিকিৎসা নিলে ভাল হওয়ার সম্ভাবনা ৭০-৩০, হাসপাতালে গেলে উল্টোটা।

এখনও টেস্টের জন্য যাই নাই (আর কয়েকদিন পর করানোর ইচ্ছা আছে)। সেই একই ভয়। আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যে হাল- কিসের মধ্যে কি রিপোর্ট দিয়ে দেয়, শেষে আর এক টেনশন। নিগেটিভ-পজিটিভের দোলাচলে আমার চেনাজানা বেশ কয়েকজন দুলছেন। আমি এখন পর্যন্ত নিশ্চিত নই আমার করোনা হয়েছিল কিনা, তবে ইতিমধ্যে করোনার যে বিধ্বংশী রূপ প্রকাশ পাচ্ছে তাতে বুঝতে পারছি কেউই নিরাপদ নই। গতবারেরটা ছিল- একবার যার হয়েছে তার আর হবে না, এবার বারবার হতে পারে এমনকি টীকা নিলেও। বাসা তের তলায়, রুমে একা থাকি। উত্তর-দক্ষিণ দরজা জানালা প্রায় সময় খুলে রাখি। বাইরে বের হলে মাষ্ক, সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, বাইরে থেকে ফিরে গোসল করা- এক বছর ধরে সব সাবধানতাই চলছে। তারপরও যদি আক্রান্ত হয়ে থাকি, আমি মনে করি তাহলে যে কারও যে কোন সময় আক্রান্ত হয়ে পড়া কোন ব্যপারই না। আমি এখনও অষুধ চালিয়ে যাচ্ছি, সেই সাথে চলছে এন্টিবডি বাড়ানোর চেষ্টা। এত কিছুর পরও নিজেকে সেফ ভাবতে পারছি না।

ব্যক্তিগত এই অভিজ্ঞতাটা সবার সাথে শেয়ার করার উদ্দেশ্য- যদি আমরা এবারের করোনাকে গুরুত্বের সাথে নেই, নিজেরাই নিজেদেরকে নিরাপদ রাখি।

করোনায় মৃত্যুর সঙ্গে সূর্যের আলোর

(শেষের পাতার পর)

সূর্যের আলোর সম্পর্ক রয়েছে বলে দাবি করেছেন একদল গবেষক। ওই গবেষকদের দাবি, যেখানে সূর্যের আলোর অতি বেগুনি রশ্মি বেশি পড়ে, সেখানে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার হার কম।

জানা গেছে, যুক্তরাজ্যের এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটির একদল গবেষক এ ব্যাপারে গবেষণা করেছেন। তারা গবেষণায় দেখেছেন, যেসব অঞ্চলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ৯৫ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছায়, সেসব এলাকায় মৃত্যুহার কম। আর যেখানে অতিবেগুনি রশ্মি কম পৌঁছায় সেখানে মৃত্যুহার বেশি।

এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটির ওই গবেষকরা বলেছেন, ভিটামিন ডি নয়, সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির কারণেই বিভিন্ন অঞ্চলে মৃ ত্যুহার কম। এই গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে ব্রিটিশ জার্নাল অব ডার্মাটোলজিতে।

জানা গেছে, এই গবেষক দল ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় আড়াই হাজার স্থানের কোথায় কতটা অতিবেগুনি রশ্মি থাকে সেটি খতিয়ে দেখেছেন। আর সেই সঙ্গে ওই সব এলাকায় করোনার প্রকোপ কতটা, সেই পরিসংখ্যানও বিশ্লেষণ করেছেন। গবেষণা থেকেই তাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে, যেসব অঞ্চলে সর্বাধিক ৯৫ শতাংশ পর্যন্ত অতিবেগুনি রশ্মি পৌঁছায়, সেখানে মৃত্যুহার তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

গবেষকরা এও দেখেছেন, যেসব অঞ্চলে অতিবেগুনি রশ্মি ততটা প্রকট নয়, সেখানেই করোনায় মৃত্যুর হার বেশি। ইংল্যান্ডের পাশাপাশি ইতালিতেও একই রকম পরীক্ষা চালিয়ে একই ধরনের ফল পেয়েছেন তারা।

যা বললেন মির্জা আব্বাস

(শেষের পাতার পর)

ইলিয়াস আলীর 'গুমের' পেছনে দলের ভেতরে থাকা কয়েকজন নেতাকে দুষলেন তিনি। ওই সব নেতার নাম উল্লেখ না করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, দলের ভেতরে লুকিয়ে থাকা এই ব্যক্তিদের অনেকেই চেনেন তিনি। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনা এবং সাবেক সাংসদ ও বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এম ইলিয়াস আলীকে ফিরে পাওয়ার দাবিতে শনিবার বিকেলে এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মির্জা আব্বাস এসব কথা বলেন।

সিলেট বিভাগ জাতীয়তাবাদী সংহতি সম্মেলনীঢাকার উদ্যোগে ভার্চুয়াল আলোচনা সভায়প্রধান অতিথি ছিলেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম। মির্জা আব্বাস বলেন, ইলিয়াস গুম হওয়ার আগের রাতে দলীয় অফিসে কোনো এক ব্যক্তির সঙ্গে তার বাগ্বিতণ্ডা হয় মারাত্মক রকমের। ইলিয়াস খুব গালিগালাজ করেছিলেন তাকে। সেই যে পেছন থেকে দংশন করা সাপগুলো, আমার দলে এখনো রয়ে গেছে। যদি এদের দল থেকে বিতাড়িত না করেন, তাহলে কোনো পরিস্থিতিতেই দল সামনে এগোতে পারবে না।

ইলিয়াস আলীর গুমের খবর ওই দিন রাত দেড়টা থেকে পৌনে দুইটায় পেয়েছিলেন জানিয়ে বিএনপি নেতা মির্জা আব্বাস বলেন, গুমের সংবাদ পাওয়ার পর পরিচিত যারা ছিলেন, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা জানান, ইলিয়াস আলীকে চট্টগ্রাম নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং যে পুলিশ কর্তকর্তাদের সামনে তাকে নেয়া হলো, সেই পুলিশ কর্মকর্তাদের আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এই খবর আপনারা কেউ জানেন না। পুলিশের গাড়িতে যে কজন কর্মকর্তা ছিলেন, তাদের আজও পাওয়া যায়নি। যেমন ইলিয়াস আলীর চালককেও পাওয়া যায়নি। তাহলে এই কাজটা করল কে?

বিএনপির এই সিনিয়র নেতা বলেন, আমি জানি আওয়ামী লীগ সরকার গুম করেনি। তাহলে গুমটা করল কে? এই সরকারের কাছে এটা আমি জানতে চাই। একজন জলজ্যান্ড় তাজা রাজনৈতিক নেতা গুম হয়ে গেল দেশের অভ্যন্ড়র থেকে। আমাদের একজন নেতাকে দেশ থেকে পাচার করে নিয়ে গেল, সালাউদ্দিনকে। আমাদের চৌধুরী আলমকে গুম করে দেয়া হলো। আমাদের কত ছেলেদের গুম করে দেয়া হলো, বুঝলাম এই সরকার করে নাই। করল কারা? যারা করল, তাদের কি বিচার হতে পারে না? যারা করেছে, তারা এই দেশের স্বাধীনতা চায় নাই? তারা স্বাধীনতা, স্বার্বভৌমত্ব দেশে থাকতে দেবে না।

২০১২ সালের ১৭ এপ্রিল ঢাকার বনানী থেকে গাড়িচালক আনসার আলীসহ নিখোঁজ হন ইলিয়াস আলী।

যুক্তরাষ্ট্রে সাড়ে তিন মাসে দেড়

(শেষের পাতার পর)

ফেডএক্সের কার্যালয়ে হামলাকারীর পরিচয় প্রকাশ করেছে পুলিশ। একের পর এক বন্দুক হামলার ঘটনায় স্থানীয় বাংলাদেশীরা উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন।

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ইনডিয়ানা অঙ্গরাজ্যের ইনডিয়ানাপোলিস শহরে বিমানবন্দরের কাছে কুরিয়ার সেবাদাতাপ্রতিষ্ঠান ফেডএক্সের কার্যালয়ে বন্দুক হামলা চালিয়ে আটজনকে হত্যা করে ১৯ বছরের ব্রেনডন হোল। আহত হন আরও অনেকে। এ ঘটনায় টনক নড়েছে প্রশাসনে।

শুক্রবার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এক টুইট বার্তায় ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন। শোক প্রকাশে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় হোয়াইট হাউসে। নিউইয়র্ক থেকে নির্বাচিত সিনেটে ডেমোক্র্যাট নেতা চাক শুমার বলেছেন, কংগ্রেসে অস্ত্র বিল আনবেন তারা।

এদিকে, ফেডএক্সের কার্যালয়ে হামলাকারীর পরিচয় প্রকাশ করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, হামলাকারী ব্রেনডন ফেডএক্সেই এক সময় কাজ করতেন। তিনিই এই হামলা চালিয়েছেন বলে নিশ্চিত হয়েছেন তারা।

অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রে দিন দিন এমন হামলা বাড়তে থাকায় উদ্বিগ্ন প্রবাসী বাংলাদেশীরা। তারা অস্ত্র আইন কঠোর করার জোর দাবি জানিয়েছেন। সমাজ-উন্নয়ন ও মানবাধিকার কর্মী মাসুম মাহবুব বলেন, আমরা আশা করি সরকার কঠোর হস্তে দমন করবে এবং এ ধরনের ঘটনা আর না যেন ঘটে, সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে। ইন্ডিয়ানা ইমিগ্রেশন কনসালটেন্ট এম এম নুরুজ্জামান বলেন, খুব দ্রুত অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়ন করা উচিত। যাতে মানুষ এ ধরনের এলোপাতাড়ি গুলি করে অজস্র মানুষের প্রাণহানি ঘটাতে না পারে।

এদিকে, শুক্রবার টেক্সাসের সান অ্যান্টোনিও শহরে পুলিশের ওপর গুলি চালায় বন্দুকধারী। পাল্টা গুলিতে সহযোগীসহ নিহত হয় হামলাকারী। এর আগে বৃ হস্পতিবার একই শহরের বিমানবন্দরে প্রবেশের সময় পুলিশের ওপর হামলা চালায় অপর এক বন্দুকধারী। চলতি বছরের মাত্র সাড়ে তিন মাসেই যুক্তরাষ্ট্রে ৪৫টি শহরে দেড় শতাধিক বন্দুক হামলা ঘটেছে। এতে প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় ২০০ জন। সহিংসতা ক্রমেই বাড়তে থাকায় অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন কঠোর করা জরুরি হয়ে পড়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। খবর সিএনএন, রয়টার্স।

সেবা করতে গিয়ে নিজেও আক্রান্ত ॥ অত:পর মৃত্যু

(শেষের পাতার পর)

কোন অঙ্গরাজ্যে এখনো পরিস্থিতি ভয়াবহ। এই পরিস্থিতিতে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন। এরমধ্যে একই পরিবারে সবাই আক্রান্ত হওয়ারও খবর পাওয়া যাচ্ছে। মৃত্যুর খবর তো রয়েছেই। উদ্ভূত পরিস্থিতে নিউইয়র্ক সিটির ওজনপার্কে ঘটেছে মর্মান্তিক ঘটনা। করোনায় আক্রান্ত পরিবারের সদস্যদের সেবা করতে গিয়ে নিজেও আক্রান্ত হয়ে প্রাণ দিতে হয়েছে ২২ বছর বয়সী এক বাংলাদেশী তরুনীর। এই ঘটনায় কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জানা গেছে, সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার পৌর শহরের কসবা এলাকার বাসিন্দা জালাল আহমেদ। তিনি ২০১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর সপরিবারে ওজনপার্কে বসবাস করছিলেন। সম্প্রতি পরিবারের সদস্য করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন। তাদের সেবা করতে গিয়ে নিজেও করোনায় আক্রান্ত হন সামিয়া হাবিবা নামের ২২ বয়সী তরুনী। সে নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স কলেজের শিক্ষার্থী। তার সেবায় পরিবারের সকলেই করোনা মুক্ত হলেও তার পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। ভর্তি হতে হয় জ্যামাইকা হাসপাতালে। সেখান থেকে লং আইল্যান্ড জুইস (এলআইজে) হাসপাতালে। এই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার (১৭ এপ্রিল) বেলা ১১টার দিকে তার মৃত্যু ঘটে। খবরটি নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি মস্তফা কামাল। এদিকে রোববার বাদ জোহর সামিয়ার নামাজে জানাজা ওজনপার্কের বাংতুল আমান জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। আজ সোমবার (১৯ এপ্রিল) তার মরদেহ লং আইল্যান্ডের ওয়াশিংটন মেমোরিয়ালের মুসলিম কবর স্থানে দাফন করা হবে বলে মস্তফা কামাল জানান। অপরদিকে একই পরিবারের একাধিক সদস্য করোনায় আক্রান্ত হলে সে ক্ষেত্রে পরিবারের সবাইকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন এবং স্বাস্থবিধি মেনে চলার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন বাংলাদেশী-আমেরিকান বিশিষ্ট চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ ও ডা. মোহাম্মদ আলম।

MITU DISABILITY CENTER





ROMJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attomey & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office:
686 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

তারেক ভাই, বৃদ্ধাশ্রমে যাওয়া হলো না!

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

প্রণব মজুমদার

সত্যি, আমি বাকরুদ্ধ! তারেক ভাই মানে ড. তারেক শামসুর রেহমানের সঙ্গে সর্বশেষ কথা হয়েছে ১১ এপ্রিল মেসেঞ্জারে। জানালেন, তার প্রচন্ড গলাব্যথা। লকডাউনে পরীক্ষা করাতে পারছেন না। কিন্তু ব্যক্তিজীবনে নিঃসঙ্গ মানুষটি চলেই গেলেন। বেশ কিছুদিন ধরেই নিকট বন্ধুদের করোনায় হারিয়ে তিনি হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। বইমেলায় শোভা প্রকাশের স্টলে আসবেন। বলেছিলেন, তখন যেন কলকাতা থেকে তার জন্য আনা ডায়াবেটিস ওষুধ ভায়াবিকনের দুটি কৌটা নিয়ে যাই। সাপ্তাহিক বিচিত্রায় আন্তর্জাতিক কলামের নিয়মিত লেখক হিসেবে ১৯৮৯ সাল থেকে ড. তারেক শামসুর রেহমানের সঙ্গে সম্পর্ক। টকশোতেও সহ-আলোচক হিসেবে কথা হয়েছে। জ্যেষ্ঠ বন্ধু হিসেবে তার সঙ্গে তার মোহাম্মদপুরের মোহাম্মদিয়া হাউজিংয়ের ৩ নম্বর সড়কের বাসা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, বইমেলায় ও টেলিফোন আড্ডার কত স্মৃতি! তার নিকটতম বন্ধু বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক চৌধুরী মহিদুল হক করোনায় মারা গেছেন, তা নিয়ে তিনি অনেক দুঃখ প্রকাশ করলেন সর্বশেষ মেসেঞ্জার আলাপে।



সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও রাজনীতি নিয়ে তিনি বেশ হতাশ ছিলেন। মার্কিন মুল্লুকে স্ত্রী ও একমাত্র কন্যার বসবাস এবং তাদের ছেড়ে দেশে তার একাকিত্ব তাকে বেশ যন্ত্রণা দিত। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন বেশ অন্তর্মুখী! আমি অনুভব করতাম, তার নিকট প্রিয়জনের মমতাহীন কষ্টের সেই দীর্ঘ নিঃশ্বাসের ব্যথা। বলতেন, আপনি কীভাবে সেটা বোঝেন প্রণব? একবার বলেছিলাম, আসছি একা যাব একা! এ পৃথিবীতে স্ত্রী, সন্তান, মা-বাবা, ভাইবোন কেউ কারো নয়। নিজের চিন্তা ও ভবিষ্যৎ নিজেকেই করতে হয়! চলেন দুই জনে মিলে বৃদ্ধাশ্রমে বাকি জীবনের জন্য বুকিং দিই! তিনি আমার কথা শুনে রাজি হয়ে গেলেন! আমার রসিকতাও তিনি বুঝলেন না। সাহিত্যের পাশাপাশি যুগান্তর, ইত্তেফাক, ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, বণিক বার্তা ও জাগরণে কলাম লিখি। নিয়মিত কলাম লেখক হিসেবে তিনি আমার লেখা নিবন্ধগুলো বেশ মনোযোগসহকারে পাঠ করতেন। মাঝে মাঝে ভুলে গেলে ফোন করে বলতেন, আপনি তো লেখাটা ট্যাগ করেননি। আমাকে তিনি লেখার বিষয়েও বলতেন।

তার দীর্ঘায়ু কামনা করে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলাম মেসেঞ্জারে। তিনি তা দেখেছেন, কিন্তু উত্তর দেননি। আজ মনে হলো, এমন দায়িত্বশীল অধ্যাপক তা করতে পারেন না, বিশেষ করে তারেক শামসুর রেহমান। এখন মনে হচ্ছে হয়তো করোনা বিষাক্ত জীবাণু এতটাই নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে যে, তিনি সেলফোনের যান্ত্রিক বোতামে হাত রাখতে পারননি।

আজ (১৭ এপ্রিল, ২০২১) বেলা পৌনে ৩টায় ছিলাম ল্যাপটপে লেখা তৈরির কাজে। মেসেঞ্জারে ফোন তরুণ কবি রফিকুজ্জামান রনির। ভাবছিলাম, লেখাটা শেষ করে ওকে ফোন দেব। কিন্তু অনুজের ফোনকল কেন যেন ফেরাতে পারলাম না!

রনি বলল, টিভিতে দেখাচ্ছে আপনার বন্ধু অধ্যাপক ড. তারেক শামসুর রেহমানের মরদেহ বাসা থেকে বের করা হচ্ছে। ওর এমন সংবাদে ফোনের এ প্রান্ত থেকে আমি বাকরুদ্ধ! বললাম, পরে কথা বলব রনি। রাখি।

তারেক ভাইকে মেসেঞ্জারে কদিন আগে লেখা বার্তাগুলো পড়তে থাকলাম। ফেবুর মেসেঞ্জারে গোল সবুজ বাতি দেখে ভাবলাম রনির সংবাদ মিথ্যা। তারেক ভাই বেঁচে আছেন। না হলে ওনার সবুজ বাতি জ্বলবে কেন? মেসেঞ্জারে ফোন করলাম দুবার, কিন্তু সাড়া নেই। পরে দেখি সবুজ বাতি আর নেই। উৎকণ্ঠা আমার কমছে না। গুগলে তারেক শামসুর রেহমান সার্চ দিতেই কালের কণ্ঠ অনলাইনে ওনার মৃত্যুসংবাদটি নিশ্চিত হলাম। তারপর করোনায় অন্যান্য বিশিষ্টজনের মৃত্যুর খবরের মতো ড. তারেক শামসুর রেহমানের শোকসংবাদে পোস্ট একটির পর একটি আসছে। দুটি কারণে তারেক ভাইয়ের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ মেনে নিতে পারছি না। ১. বৃদ্ধাশ্রমের ঠিকানার সন্ধানে দুই জনের বের হতে না পারা এবং ২. ওষুধ নিয়ে শোভা প্রকাশের স্টলে না যেতে পারা।

আমায় ক্ষমা করে দেবেন তারেক ভাই। সময় বেশি নেই হে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষক। আমিও হয়তো শিগিগরই করোনা অতিমারির মৃত্যুযাত্রায় যুক্ত হব। কে জানে!

লেখক : গল্পকার, কবি ও সাংবাদিক



মেসির জার্সির বিনিময়ে ৫০ হাজার ভ্যাকসিন!

(শেষের পাতার পর)

সুপারস্টার লিওনেল মেসি। আর তার সেই তিনটি জার্সির বিনিময়ে দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা কনমেবলকে ৫০ হাজার ডোজ জার্সি দিচ্ছে চীনের প্রতিষ্ঠানটি। সিনোভ্যাক মূলত মেসির প্রতি সম্মান জানিয়ে এই ভ্যাকসিনগুলো কনমেবলকে উপহার হিসেবে দিচ্ছে।

আগামী ১৩ জুন থেকে শুরু হচ্ছে কোপা আমেরিকা। আর কোপা আমেরিকায় অংশগ্রহণ করা খেলোয়াড় ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দেয়া হবে সিনোভ্যাকের এই ভ্যাকসিন। আর্জেন্টিনা ও কলম্বিয়া এবার যৌথভাবে কোপা আমেরিকা আয়োজন করবে। এই প্রতিযোগিতাটি গত বছর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনা ভাইরাস হানা দেয়ার পর অন্য প্রতিযোগিতাগুলোর মতো কোপা আমেরিকাও এক বছর পিছিয়ে দেয়া হয় এই আশায় যে পরিস্থিতির উন্নতি হবে। কিন্তু বিশ্বে করোনা পরিস্থিতির খুব বেশি উন্নতি হয়নি। বরং দিনে দিনে আরো বাড়ছে সংক্রমণের সংখ্যা।

এদিকে উরুগুয়ের প্রেসিডেন্ট লুইস লাকাল্লে পোও মেসির এই জার্সিগুলোর বিনিময়ে ৫০ হাজার ভ্যাকসিন পাওয়ার ক্ষেত্রে কাজ করেন। আর তার সঙ্গে আলোচনা করে সিনোভ্যাক এ বিষয়ে একটি চুক্তিও করেছে।

গঞ্জালো বেলেসো নামে কনমেবলের একজন কর্মকর্তা টুইটারে মেসির জার্সির বিনিময়ে এই ভ্যাকসিন পাওয়ার বিষয়টি জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে টুইটারে তিনি বলেন, 'সিনোভ্যাকের পরিচালকরা মেসির প্রতি যে ভালোবাসা আছে সেটি দেখিয়েছে এই ৫০ হাজার ভ্যাকসিন দিয়ে। মেসির অটোগ্রাফসহ তিনটি জার্সি দিয়েছিলাম আমরা তাদের। এখন এই ভ্যাকসিন কোপা আমেরিকার আগে সবাইকে দেয়া হবে।'







ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সার্পোট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ : প্রথম সরকার গঠনের ইতিহাস



মাহবুব উদ্দিন আহমদ বীরবিক্রম

১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ আমার সৌভাগ্য হয়েছিল একটা ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে। সেদিন প্রত্যুষে ঝিনাইদহ আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি এবং স্থানীয় এমপি জে কে এম এ আজিজ আমার কাছ থেকে একটা গাড়ি সংগ্রহ করে মাগুরা চলে যান। আগের মধ্যরাতে পদ্মরজে ভীষণ কষ্টকর দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে ঢাকা থেকে মাগুরায় পৌঁছেছিলেন আওয়ামী লীগের শীর্ষ দুই নেতা ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম ও তাজউদ্দীন আহমদ। তাজউদ্দীন আহমদ কাপাসিয়া থেকে নির্বাচিত এমএনএ এবং আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় হাইকমান্ডের প্রধান সহকারী এবং সাচিবিক দায়িত্ব পালনরত সদস্য। ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম কুষ্টিয়া আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং নির্বাচিত এমএনএ। তাঁরা মাগুরার এমপি সোহরাব হোসেনের বাড়িতে রাতের বিশ্রাম নিতে পেরেছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে তাজউদ্দীন সাহেবের পা ফুলে গিয়েছিল। তাঁকে গভীরশ্রদ্ধায় সোহরাব হোসেন সাহেবের স্ত্রী গরম জল সেঁক দিয়েছেন। গরম পানিতে গোসলের ব্যবস্থা করেছিলেন দ্রুত সুস্থ করে তোলার আশায়। এরই মধ্যে মাগুরা-ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর সড়কটির সর্বত্র রাস্তার দুই পাশের বড় বড় বৃক্ষ কেটে ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয়েছে। যুদ্ধপিপাসু প্রতিরোধকারী বাঙালী জনগোষ্ঠী, পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতি হিসেবে পথে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে রেখেছিল। ফলে মাত্র ২০ মাইল পাড়ি দিতে সকাল ১১টা বেজে যায়। জে কে এম এ আজিজ সাহেব আমার সঙ্গে সাক্ষাতে নেতাদের গোপনে নিরাপদে ভারতে পৌঁছে দিতে অনুরোধ করেন। সে মোতাবেক আমি আমার বন্ধু তৌফিকের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ বিএসএফ প্রধান গোলক মজুমদার, চব্বিশ পরগনার বিএসএফ প্রধান কর্নেল চক্রবর্তী এবং চ্যাংখালী বিএসএফ অফিসার ক্যাপ্টেন মহাপাত্রের মাধ্যমে তাঁদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা, সম্মান ও সৌহার্দ্যসহকারে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। গোপনীয়তা রক্ষার জন্য আমি আমার সরকারি হুডওয়ালা পুলিশ জিপটি ব্যবহার করেছিলাম। ড্রাইভার ছিলেন কনস্টেবল মান্নান।

কলকাতা থেকে ভারতীয় বিএসএফ প্রধান রুস্তমজীর মাধ্যমে তাজউদ্দীন সাহেব ৪ এপ্রিল ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর সফদর জং রোডের সরকারি বাসভবনের স্টাডি রুমে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাতের সময় তাঁদের কোনো সহযোগী ছিল না। সবার নজর এড়িয়ে দিল্লি পৌঁছার জন্য তাঁদের আসনবিহীন মালবাহী একটি বিমানে চড়ানো হয়। সে বিমানে চড়ে গরমে, ঘামে সিদ্ধ হতে হতে ১ এপ্রিল তাঁরা দিল্লি পৌঁছেন। তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতার একপর্যায়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জরুরি ভিত্তিতে যত শিগগির সম্ভব সত্তরের নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের তরফ থেকে, চট্টগ্রামের এম আর সিদ্দিকীর পক্ষ থেকে, সিলেটের হবিগঞ্জ মহকুমার মাধবপুর সীমান্তের চা বাগানে আচ্ছাদিত দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অস্থায়ী হেডকোয়ার্টার তেলিয়াপাড়ায় ৪ এপ্রিল মিলিত সামরিক অফিসারদের সভার পক্ষ থেকে সরকার গঠনের জন্য জোর দাবি উত্থাপিত হতে থাকে।

এ প্রসঙ্গে সিলেটের তেলিয়াপাড়ায় বাঙালী সামরিক অফিসারদের সভা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ৪ এপ্রিল একাত্তর, তেলিয়াপাড়ায় মিলিত হয়েছিলেন ৩১ জন বাঙালী সামরিক কর্মকর্তা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন তিনজন নির্বাচিত এমএনএ। কর্নেল ওসমানী, লে. কর্নেল এস এম রেজা এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল আব্দুর রব। তিনজনই সিলেট অঞ্চলের নির্বাচিত প্রতিনিধি। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন ছয়জন এমপিএ।

এ সভায় সভাপতিত্ব করেন মেজর সফিউল্লাহ। আরো অনেকের সঙ্গে এ সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর খালেদ মোশাররফ, ক্যাপ্টেন হায়দার, ক্যাপ্টেন মইনুল হোসেন চৌধুরী, মেজর শাফায়াত জামিল। এ সভা থেকে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি হিসেবে কর্নেল ওসমানীর নাম সুপারিশ করা হয়। একই সঙ্গে অবিলম্বে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে সরকার গঠনের জন্য জোর দাবি জানানো হয়।

ওই চা বাগানের ছায়ায় সরকার গঠনের স্থানও নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছে খবর পৌঁছে যায়। এবং তারা ওই স্থানে আক্রমণ চালায়। ফলে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

পরবর্তী সময়ে সরকার গঠনের স্থান হিসেবে চুয়াডাঙ্গাকে নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু চুয়াডাঙ্গার প্রধান বেসামরিক উপদেষ্টা ডক্টর আসহাবুল হক অসাবধানতাবশত এ খবরটা সাংবাদিকদের বলে ফেলেন। ফলে পাক আর্মি জেনে যায় এবং ১৫ এপ্রিল সকালে বিমান আক্রমণ চালায় চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহসহ দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে। ফলে ওই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। সর্বশেষ মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আমবাগানে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হয় ১৭ এপ্রিল। ওই জায়গার ওই দিনই নামকরণ করা হয় মুজিবনগর।

এভাবে এসব ঘটনা ও চিন্তা থেকেই নির্বাচনোত্তর পূর্ব পাকিস্তানে ইয়াহিয়ার মার্শাল ল সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যে পাঁচজন নিয়ে বঙ্গবন্ধু হাইকমান্ড গঠন করেছিলেন সেই পাঁচজনকে নিয়ে সরকার গঠন করার সিদ্ধান্ড় হয়। সে হাইকমান্ডের অন্যতম প্রধান সদস্য বঙ্গবন্ধুর সহকারী তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী এবং হাইকমান্ড প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। দেশের নাম রাখা হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। এই দুটি শব্দ চয়নের মধ্য দিয়ে এই প্রথম বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পৃথিবীর ইতিহাসে জায়গা করে নিল। বাকি রইল আইনানুগ আনুষ্ঠানিকতা।

৪ এপ্রিল সরকার গঠনের ব্যাপারে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা হয় তাজউদ্দীন আহমদ ও ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের মধ্যে। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে দুজনই সিনিয়র নেতারা কে কোথায় আছেন, তাঁর খোঁজখবর নেওয়া জরুরি বলে অনুধাবন করেন। এ উদ্দেশ্যে ভারত সরকার তাদের দ্রুত পূর্ব বাংলার সীমান্তে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য একটি ছোট বিমানের ব্যবস্থা করে দিলে সে বিমানে চড়ে তাঁরা সীমান্ত এলাকা চষে বেড়ান। তাঁরা শিলিগুড়ি, আগরতলা, বাগডোবড়া, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া, কলকাতাসহ বিভিন্ন সীমান্ড়ে ও অব্যবহৃত পুরনো ছোট ছোট বিমানবন্দর ব্যবহার করেন। এই সময় দিল্লিতে চট্টগ্রামের এম আর সিদ্দিকী, কুমিল্লার সিরাজুল হক ও উত্তরবঙ্গের যুবনেতা আব্দুর রউফ ছিলেন। তাঁদের সবার সঙ্গেই বৈঠক করেন তাঁরা। ১০ এপ্রিলের পর উত্তরবঙ্গে যুদ্ধরত কর্নেল (অব.) নুরুজ্জামান ও তাঁদের সঙ্গে দেখা করে যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করেন। এভাবে বহু দুর্যোগ পেরিয়ে ১০ তারিখের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক এমএনএ/এমপি/এম.সি.এদের আগরতলায় একত্র করতে সক্ষম হন তাঁরা। সেখানে একাধিক গ্রুপ সভা হয় এবং একসময় বিভিন্ন সীমান্ড় থেকে আগত এবং সংগৃহীত উপস্থিত নির্বাচিত নেতাদের সভায় বহু বাগবিতন্ডার পর বঙ্গবন্ধু কর্তৃক গঠিত হাইকমান্ডের সদস্যদের নিয়েই আগরতলায় সর্বসম্মতিক্রমে স্বাধীন



বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাসে আগরতলায় অনুষ্ঠিত এই বৈঠকটি আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের প্রথম বৈঠক বলে আমি মনে করি। তারিখটি ছিল ১০ এপ্রিল ১৯৭১। সরকার গঠনের চিন্তা-ভাবনার প্রথম দিকেই সংযুক্ত হতে পেরেছিলেন চট্টগ্রামের এম আর সিদ্দিকী, রাজশাহী-পাবনা সীমান্ড় দিয়ে আগত এম মনসুর আলী ও কামারুজ্জামান। ঢাকা থেকে আগত যুব নেতৃবৃন্দ ইত্যাদি। সরকার গঠনের পক্ষে-বিপক্ষে যুবনেতাদের সঙ্গে প্রবীণ নেতৃবৃন্দের রীতিমতো তর্ক-বিতর্ক, দীর্ঘ-নাতিদীর্ঘ বক্তব্য আদান-প্রদান, মন-কষাকষি, মান, অভিমান হয়।

৪ এপ্রিলের পর একাধিকবার ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম তাজউদ্দীন সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে কুষ্টিয়া সীমান্তে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, চুয়াডাঙ্গায় মেজর ওসমানের সঙ্গে কথোপকথন করেছেন, আমার সঙ্গেও মতবিনিময় করেছেন। কুষ্টিয়ার যুদ্ধে বিজয়ের উদ্যম উল্লাস তাঁদের সরকার গঠনে ভীষণভাবে শক্তি জুগিয়েছে।

এই সরকার ঘোষণা প্রচারের ভাষণ তৈরি করেছিলেন ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম ও তাজউদ্দীন সাহেব পরস্পর নিবিড় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর রেহমান সোবহানও এ রচনায় সাহায্য করেন। ভাষণটি তৈরি করতে দিন-রাত দীর্ঘ আলোচনা হয়। বাংলা, ইংরেজি দুটি ভার্সনই তৈরি হয়। এতে যথেষ্ট সময় লাগে। ভাষণটি রেকর্ড করা হয় দিল্লিতে বসে। রেকর্ড করার জন্য একটি টেপরেকর্ডার সংগ্রহ করে দেন সরদেন্দু চট্টোপাধ্যায় নামে একজন। রেকর্ডকৃত টেপটি সঙ্গে নিয়ে ৯ তারিখ তাঁরা শিলিগুড়ি পৌঁছেন। ১০ এপ্রিলের আগের দিন রাতে সেটা গোলক মজুমদারের কাছে প্রচারের জন্য হস্তান্তর করা হয়। তিনি শিলিগুড়ির জঙ্গলে একটি ক্লানডেস্টাইন ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে ১০ এপ্রিল রাত সাড়ে ৯টায় ভাষণটি প্রচার করেন। বক্তব্য প্রচারের শুরুতে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম তাজউদ্দীন আহমদকে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন। এ প্রচার আকাশবাণীতে ধরা পড়লে ১১ তারিখ রাতে আকাশবাণীর সাংবাদিক দেব দুলাল বন্দোপাধ্যায় সেটি পুন প্রচার করেন। এভাবেই সারা পৃথিবী বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা আমাদের প্রথম স্বাধীন সরকার গঠনের কথা জানতে পারেন। তাজউদ্দীন সাহেবের সম্মতির অপেক্ষা না করেই রেকর্ডকৃত এই ভাষণটি প্রচারের হুকুম দিয়েছিলেন ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম। ট্রান্সমিটারটির ক্ষমতা ছিল সামান্যই।

১৭ এপ্রিল শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুজিবনগরে প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার পৃথিবীর কাছে আত্মপ্রকাশ করে।

তাজউদ্দীন সাহেবের ডায়েরি, ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের বই ও আমার সঙ্গে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের বিভিন্ন সময় আলাপে এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকদের তথ্য ও তত্ত্ব ঘেঁটে জানা যায় তাজউদ্দীন সাহেব ৪ এপ্রিল শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎ ছিল একান্ত। ৪ এপ্রিলের পরেও তাজউদ্দীন সাহেব অন্ড়ত আরো একবার শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে পেরেছিলেন। সরকার গঠনে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছিলেন।

সে সময়ে দেশের অভ্যন্তরে লড়াই চলছিল। লড়াইরত মুক্তিযোদ্ধাদের ভারতীয় সীমান্তের ভেতরে আশ্রয়, যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম, গোলাবারুদ, অস্ত্র সরবরাহে প্রয়োজনীয় সাহায্যের আশ্বাস পাওয়া যায়। পাকিস্তানীদের অমানবিক অত্যাচারক্লিষ্ট, অসহায় জনস্রোত তখন জীবন রক্ষার্থে দেশের অভ্যন্তর থেকে পালিয়ে ভারতের বিভিন্ন সীমান্তে আশ্রয় নিচ্ছে। তাদের সাহায্য-সহযোগিতা ও আশ্রয়ের জন্য শ্রীমতী গান্ধী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার প্রয়োজন ছিল এসব সাহায্য-সহযোগিতায় ভারত সরকারকে সম্পৃক্ত করার জন্য।

দুটি স্বাধীন সরকারের মাধ্যমে চুক্তি হলে এসব সাহায্য-সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মেলে। কোনো চুক্তি ছাড়া এই সহযোগিতা তখন পাকিস্তানী মিলিটারি জান্তা পাকিস্তানের ওপর ভারতের আগ্রাসী আক্রমণ বলে অভিহিত করার সুযোগ পেত। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ তখন পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারতের হস্তক্ষেপ হিসেবে গুরুত্ব হারিয়ে আন্তর্জাতিকীকরণের কর্দমাক্ত ঘোলাজলে পথ হারাতে বসত।

ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম ও তাজউদ্দীন সাহেব প্রাথমিকভাবে সরকার গঠনে সম্মত হলেও তৎকালীন আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের বিষয়ে অবগত ছিলেন। তাই তাঁরা বাংলাদেশের সব সীমান্তে নেতাদের খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। এ ব্যাপারে একটি ছোট্ট বিমান তাঁরা ব্যবহার করার সুযোগ পান। বিমানটি ছয়জন যাত্রী ধারণক্ষমতাবিশিষ্ট। ওটা খুব নিচু দিয়ে উড়তে পারত। বিমানটি অনেক পুরনো ছিল। তাই জীবনের ঝুঁকি নিয়েই এই নেতারা বেরিয়ে পড়েন। প্রাথমিকভাবে এই বিমান ব্যবহার করেছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ, ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, তোফায়েল আহমেদ, এ এইচ এম কামারুজ্জামান ও এম মনসুর আলী।

আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধে সহায়তার জন্য ভারত সরকার একজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল নগেন্দ্র সিংকে নিয়োগ করে। ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের মতে, জেনারেল সিং বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। আমার ধারণা, মিসেস গান্ধী যেহেতু আমাদের স্বাধীনতার প্রতি গভীরভাবে সহানুভূতিশীল ছিলেন প্রথম থেকেই, তাই জেনারেল নগেন্দ্র সিংয়ের মতো একজনকে সংগ্রামে সহায়তার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করেন।

আমরা অনেকেই ২৫ মার্চের মধ্যরাতের আগেই, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের স্বাধীনতার ডাকে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজারবাগ, ইকবাল হল, ইপিআর হেডকোয়ার্টারসহ বিভিন্ন জায়গায় উত্তাল জনতার বিরুদ্ধে অপারেশন সার্চলাইটের ভয়ংকর গণহত্যারূপী দমন-পীড়ন দেখে যুদ্ধের প্রস্ড়ুতি গ্রহণ করেছি। বিভিন্নভাবে পাকিস্তানী সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি। ইয়াহিয়ার প্রণীত অপারেশন সার্চলাইটের বিরুদ্ধে জয়দেবপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রংপুর, ঝিনাইদহ, যশোর, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, চট্টগ্রামসহ সারা দেশে জনতার সঙ্গে পুলিশ, ইপিআর আনসার, মুজাহিদ, সামরিক বাহিনীর সদস্যরা পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। সেই ক্রান্তিকালে বঙ্গবন্ধুর ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার কথা সারা পৃথিবীর কাছে পৌঁছে গেছে। ৩১ মার্চ ভারতীয় পার্লামেন্টের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পার্লামেন্টে ভাষণ দিয়েছেন। সেই সিদ্ধান্তের প্রত্যেকটি কথা নিঃসন্দেহে আমাদের সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস বলে মনে হয়েছে। তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে সাবলীল ভাষায় পাকিস্তান সামরিক জান্তাকে বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করার জন্য পৃথিবীর সমস্ত শক্তির কাছে উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। একই সঙ্গে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন, সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর ঐতিহাসিক গণজাগরণ অবশ্যই বিজয়ের স্বর্ণ দুয়ারে পৌঁছবে। ঐতিহাসিক ওই সংসদীয় সভা পূর্ব বাংলার জনগণের সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগের সপক্ষে ভারতীয় জনগণের সামগ্রিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রদান করার নিশ্চয়তা দিয়েছে।

ভারতীয় জনগণের পক্ষে পার্লামেন্টে ওই সংহতি প্রকাশ আমাদের মতো যুদ্ধরত বাঙালিদের জন্য গভীর তাত্পর্য বহন করেছিল।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাত্ এ কারণে নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের একটা বিশাল মাইলফলক। এ কথা আগেই বলেছি যে কুশল বিনিময়ের পর আলোচনায় শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে তাজউদ্দীন সাহেব একান্তে মিলিত হন। এই প্রথম সাক্ষাতকারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলাপ-আলোচনা হয় এবং বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামের প্রতি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সহানুভূতিপূর্ণ মন-মান-সিকতার প্রকাশ পায়। এই সাক্ষাতের ব্যাপারে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রধান প্রথম থেকে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে গোপনীয়তা রক্ষা করেন। এই গোপনীয়তা রক্ষা করার কারণ তিনিই ভালো জানতেন। তিনি শ্রীমতী গান্ধীর পারিবারিক বন্ধু ছিলেন। একজন তরুণ কর্মকর্তা হিসেবে রুস্তমজী সাবেক প্রধানমন্ত্রী জওয়াহেরলাল নেহরুর নিরাপত্তা প্রধান ছিলেন। সেই হিসেবে মিসেস গান্ধীসহ গান্ধী পরিবারের সবার সঙ্গেই তাঁর আজীবন বন্ধুত্ব ছিল। এই বন্ধুত্বের সুবাদে রুস্তমজী ও শ্রীমতী গান্ধীর মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ ও বিশ্বস্ততা ছিল। এই কারণে অনেক বাধাবিপত্তি পেরিয়ে, বিশেষ করে ভারতীয় উচ্চ পর্যায়ের কূটনৈতিক, সামরিক এবং বেসামরিক ব্যুরোক্রেসিকে পাশ কাটিয়ে তাঁর পক্ষেই এই যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছিল। আজকাল মাঝেমধ্যে ভাবি যদি ভারতীয় ঝানু বেসামরিক ও সামরিক কর্তৃত্বের বেড়াজালে একেবারে ওই পর্যায়ে আমাদের নেতৃত্ব কোনো না কোনোভাবে জড়িয়ে পড়তেন, তাহলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ পথ হারালেও হারাতে পারত। কেননা ২৫ মার্চের পরে ওই সময় আমাদের তরুণ নেতৃত্বের মধ্যে অনেকেই ভারতে পৌঁছেছিলেন। এক পর্যায়ে তাঁরা ভারতীয় সামরিক নেতৃত্বের সঙ্গে সম্ভবত সংযুক্ত হতে পেরেছিলেন। সে কারণেই হোক অথবা অন্য যে কারণেই হোক সরকার গঠন হওয়ার আগে তাজউদ্দীন সাহেবের শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার তরুণ নেতৃত্ব বাঁকা চোখে দেখেছেন। তাঁরা সব সময় বলেছেন, বঙ্গবন্ধু তাঁদের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার হুকুম দিয়ে গেছেন। সুতরাং ওই পর্যায়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য বিপ্লবী কাউন্সিল গঠন করা প্রয়োজন। সরকার গঠনে তাঁদের কোনো আগ্রহ ছিল না। অপরদিকে যেসব প্রবীণ নেতা সরকার গঠনের পক্ষে ছিলেন তাঁদের মধ্যে কে কোন মন্ত্রিত্বের পদ নেবেন তা নিয়ে মতানৈক্য ছিল। খন্দকার মোশতাক প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন এ ব্যাপারেও ইতিহাসে অনেক তথ্য আছে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ দিয়ে দফারফা হয়। কিন্তু মোশতাক শেষ পর্যন্ত ঘষেটি বেগমের পথে হাঁটেন। যে পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় বাঙালীদের ওপর দমন-পীড়ন চালাচ্ছিল, যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে সেই পাকিস্তানের সঙ্গে মোশতাক কনফেডারেশন করতে রাজি ছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর নিকটতম ঘনিষ্ঠ নেতারা কেউই কোনো অবস্থাতেই বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোনো সমঝোতায় রাজি ছিলেন না। ফলে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে আইনানুগ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

তরুণ নেতৃত্ব বঙ্গবন্ধুর দোহাই দিয়ে বলেছে, সরকার গঠন করার দরকার নেই। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বিপবী কাউন্সিল গঠন করতে হবে। এ ব্যাপারে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একদল উত্সাহী কর্মকর্তা তাঁদের মাধ্যমে এবং নেতৃত্বে মুজিব বাহিনী তৈরি করেছিলেন। যুদ্ধ যদি প্রলম্বিত হয়, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিত তরুণ এই ছাত্ররা ভবিষ্যত্ নেতৃত্বে আসবে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ বামপন্থীদের হাত থেকে রেহাই পাবে। এই ছিল ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ওই গোষ্ঠী ও তাদের সমর্থক ব্যুরোক্রেসির কামনা। তরুণ চার নেতা যথা শেখ ফজলুল হক মনি, আব্দুর রাজ্জাক, সিরাজুল আলম খান এবং তোফায়েল আহমেদ এই মুজিব বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, এই চারজনকে ভারতীয় সেনাবাহিনী লেফটেন্যান্ট জেনারেলের মর্যাদা দিয়ে তাঁদের হাতে এই অভিজাত বাহিনীর নেতৃত্ব তুলে দিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের আরেকজন সামরিক অফিসার মেজর জিয়াউর রহমান ও তাঁদের মতের পথিক ছিলেন। কারণ তিনিও কোনো রাখঢাক না রেখেই বলেছিলেন, 'নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতৃত্বের চাইতে দক্ষ নেতৃত্ব দিতে পারবে বিপবী ওয়ার কাউন্সিল।' কিন্তু ওয়ার কাউন্সিলের এই ভাবনা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাঁরা বলতেন, ওয়ার কাউন্সিলের নামে স্বাধীনভাবে বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন নেতৃত্বে যদি যুদ্ধ পরিচালিত হয়, তাহলে কেন্দ্রীয়ভাবে কারো পক্ষে সেই যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না। অনির্বাচিত কোনো নেতৃত্বের প্রতি পৃথিবীর সমর্থনও পাওয়া যাবে না। সরকারও গঠন করা যাবে না। যদি করা হয়, তাহলে সবই বেআইনি বলে বিবেচিত হবে। আর যদি আইনানুগ সরকার গঠন করা না যায়, তাহলে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত ভারত সরকার ও ওই অগণতান্ত্রিক সরকারকে স্বীকৃতি দিতে পারবে না। শেষ পর্যন্ড় মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকলেও তরুণ নেতৃত্বের প্রধানরা নৈতিকতা ও আইনগত সুবিধার বিবেচনায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি কর্তৃক ঘোষিত সরকার মেনে নিয়েছিলেন। এবং এই চারজনই ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আইনানুগ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগদান করে সরকারের সঙ্গে তাঁদের একাত্মতা প্রকাশ করেছিলেন। নিজেদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দলীয় কোন্দল যতই থাকুক না কেন, একটা ব্যাপারে আমাদের তরুণ প্রবীণ নেতৃত্বকে অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হয়। নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য, কথা-কাটাকাটি, বিভেদের কথা কখনোই ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর কাছে ফাঁস করেননি। ফলে মুক্তিযুদ্ধের গতি এবং প্রকৃতি ভারতীয়দের কাছে এক সূত্রে বাধা মনে হয়েছে। তাই মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপারে ভারত সরকারের মনোভাব সর্বদাই সহানুভূতিপূর্ণ এবং সহায়ক ছিল। একমাত্র কুলাঙ্গার মোশতাক। তাঁর দূরভিসন্ধিমূলক চক্রান্তের কথা ভারত সরকার আগেভাগে জেনে গিয়েছিল এবং এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারকে তারা বিভিন্ন সময়ে সজাগ থাকতে বলেছে। এ কারণে মোশতাকের বহু আকাঙ্ক্ষিত জাতিসংঘে গমনের ইচ্ছাটা বাংলাদেশ সরকারের বাধার কারণে পূর্ণ হয়নি। আর তাঁর পেয়ারের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে 'কনফেডারেশন নামীয়' সাধের গাঁটছড়া বাধার কূটচালও দিনের আলো দেখেনি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায় এভাবেই বিশাল দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ গতি লাভ করেছিল। বিজয় ছিনিয়ে এনেছিলাম আমরা। মুক্তিযুদ্ধ তার যৌক্তিক গন্তব্যে পৌঁছে ছিল। বঙ্গবন্ধু ফিরে এসেছিলেন তাঁর মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশে।

২৯ মার্চ সকাল ১১টার দিকে যখন নেতৃদ্বয়ের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাত হলো তখন তাজউদ্দীন (বাকি অংশ ১৫ পাতায়)

আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নতুন কমিটির বর্ণাঢ্য অভিষেক







নিউইয়র্ক: আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের কার্যকরী পরিষদের সদস্যরা বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে অভিষিক্ত হয়েছেন। এ সময় সম্পাদক, সাংবাদিক, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন স্তরের লোকজন উপস্থিত ছিলেন। সোস্যাল ডিসটেন্সিং আইন মেনে গত ১১ এপ্রিল রোববার সন্ধ্যায় উডসাইডের গুলশান টেরেস মিলনায়তনে আয়োজিত অভিষেক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি ও সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ মো: মশিউর রহমান মজুমদার। এরপর করোনা মহামারীতে প্রবাসে মৃত্যুবরণকারীদের আত্মার শান্তি কামনা করে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়েছে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার চিফ রিপোর্টার মনজুরুল হক। মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন প্রেসক্লাবের অভিষিক্ত ৬ সদস্যের কার্যকরী কমিটির সদস্যসহ প্রথম আলোর আবাসিক সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী।

২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের দুই বছর মেয়াদী (২০২০-২০২২) সালের জন্য ৭ সদস্যের কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠান সঞ্চালয়ায় ছিলেন প্রবাসের বিশিষ্ট উপস্থাপক আশরাফুল আলম বুলবুল।

অভিষেকে অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি দর্পণ কবীর, সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর, প্রথম আলোর আবাসিক সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী, গোল্ডেন এইজ হোমকেয়ারের সিইও শাহ নেওয়াজ, ইমিগ্র্যান্ট এলডার কেয়ারের সিইও গিয়াস আহমেদ, রাজনীতিবিদ ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট পারভেজ সাজ্জাদ, মোতাহার হোসেন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আবদুস শহীদ, কুইন্স ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্টিক্ট লিডার এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী, নিউইয়র্কের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. শামীম আহমেদ, ফাউমা ইনিসিয়েটিভ এর সিইও ফাহাদ সোলায়মান, বিশিষ্ট রিয়েলটর কামরুজ্জামান বাচ্চু, ডিস্ট্রিক ২৪ কাউন্সিলম্যান পদপ্রার্থী মোহাম্মদ সাবুল উদ্দিন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট দুলাল বেহেদ্র, লেখক সাংবাদিক রহমান মাহবুব, রওশন হক, রোকেয়া দীপা, শাহ ফাউন্ডেশনের সিইও সাংবাদিক শাহ জে চৌধুরী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আব্দুল হাসেম হাসনু, আহবাব চৌধুরী খোকন, মাকসুদুল হক চৌধুরী ও বদিউল আলম, লায়ন মো: সাইফুল ইসলাম, রাজনীতিবিদ জিল্লুর রহমান জিল্লু, মিজানুর রহমান ভূঁইয়া মিল্টন ও কাজী আযম, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলাল প্রমুখ।

ক্লাব সদস্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ ওয়ালিউল আলম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক শওকত ওসমান রচি, শামীম আল আমীন, রফিকুল ইসলাম, সীমা সুস্মিতা, সামসুন্নাহার নিম্মি আলমগীর হোসেন, পাপিয়া বেগম ও স্যামিয়েল পিনারু।

অনুষ্ঠানে গত বছর করোনায় মৃত্যুবরণকারী ক্লাব সদস্য এ হাই স্বপন স্মরণে 'স্বপন হাই মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড ২০২০' প্রদান করা হয় ক্লাব সদস্য মো: মশিউর রহমান মজুমদার ও সীমা সুস্মিতাকে। তারা দু'জন করোনার সময় হাসপতালে কর্মরত থেকে স্বাস্থ্য সেবায় অসামান্য অবদান রাখেন।

প্রেসক্লাবের নতুন কমিটির অভিষেক উপলক্ষ্যে আকর্ষনীয় স্মরণিকা 'বাতায়ন' প্রকাশিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে ইব্রাহিম চৌধুরী বলেন, সাংবাদিক এবং সংবাদপত্র মানুষের কাছে সব সময় একটি বিশ্বাসের জায়গা। এই জায়গা সাংবাদিকদেরই ধরে রাখতে হবে। সত্য লেখার ক্ষেত্রে কোন প্রকার আপোষ করা যাবেনা। দর্পন কবির বলেন, অনেক ক্ষেত্রে সাংবাদিকতা আজ দলীয় মনভাবের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। যারা অভিষিক্ত হয়েছেন তাদের প্রতি তিনি দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার আহবান জানান।

শাহাব উদ্দিন সাগর বলেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন করে সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা চলছে। ইতমধ্যে অনেকেই এই আইনের আওয়ায় কারাভোগ করেছেন। আমরা এই আইনের সংস্কার চাই।

সমাপনি বক্তব্যে প্রেসক্লাব সভাপতি মোহাম্মদ সাঈদ বলেন, একটি আদর্শ কমিউনিটি গঠনে সর্বস্তরের প্রবাসীদের নিয়ে আমরা কাজ করতে চাই। তিনি এ বিষয়ে সবার সহযোগিতার আহবান জানান।

পরিশেষে রাতের খাবার গ্রহনের পর নন্দিত কণ্ঠশিল্পী বেবী নাজনীন ও রানো নেওয়াজ সুললিত কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ : প্রথম সরকার গঠনের ইতিহাস

(১৪ পাতার পর)

সাহেবের কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল, 'বঙ্গবন্ধু কোথায় এবং কেমন আছেন?'

উত্তরে বলেছিলেন, 'তিনি আমাদের সঙ্গেই আছেন।'

আমার মনে হয়েছিল, এ কথাটি ঠিক হয়নি। কিন্তু উচ্চবাচ্য করিনি। দৈবক্রমে মিসেস গান্ধীও তাজউদ্দীন সাহেবকে একই প্রশ্ন করেছিলেন। উত্তরে একটু খোলাসা করে বলেছিলেন, 'তিনি তাঁর স্থান থেকে আমাদের নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন, তিনি আমাদের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। ২৫ মার্চের পর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি।' এ প্রসঙ্গে তাজউদ্দীন সাহেব মিসেস গান্ধীকে আরো বলেন, 'আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে এবং যেকোনো মূল্যে আমাদের এই স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে।'

২৯ তারিখ দুপুর আনুমানিক ২টা থেকে বিকেল ৭টা পর্যন্ত দুই নেতা আমার গাড়িতে আমার সঙ্গে ছিলেন। ড্রাইভার মান্নান নীরবে গাড়ি চালাচ্ছে। আমরা তিনজন আলাপ সাগরে ডুবেছিলাম। হাজারও কথার ফুলঝুরি এক দুর্দান্ত ব্যঞ্জনায় আমাদের তিনজনকেই 'ঘুমন্ত বাঙালী জাতির জেগে ওঠার দুরন্ত কাহিনীর এক বিচিত্র উল্লাসে বৃন্তবদ্ধ করেছিল। সে উল্লাসের মধ্যমণি ছিলেন বঙ্গবন্ধু। আর জাতিকে জাগিয়ে তোলার তাঁর কালজয়ী ভাষণ। কেন তাঁরা নেতাকে ঢাকায় ফেলে চলে আসতে বাধ্য হলেন সে গল্প বলতে বলতে দুজনেই চোখের জলে ভাসছিলেন। নেতাকে মৃত্যুর মুখোমুখি ফেলে চলে আসার বেদনা নীরবতার কাঁটা হয়ে তাঁদের হৃদয় বারবার দংশিত করছিল বলে আমার মনে হয়েছিল। একই সঙ্গে পথে পথে জনগণের অবিশ্বাস্য জাগরণ তাদের আর এক লড়াইয়ে দুর্গম পিচ্ছিল অজানা পথের হাতছানি দিচ্ছিল। ঝিনাইদহ থেকে আসার পথে পথে, বাসে,ট্রাকে হাজারও জনতার মিছিলে 'ক্যান্টনমেন্ট দখল কর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর' স্লোগান তাঁদের কি ভীষণভাবে উদ্বেলিত করছে সে কথা বর্ণনা করতে করতে তাঁরা চরম আনন্দ বোধ করছিলেন। সে পথের দুজন সারথি পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, নির্ভরশীল, কিন্তু অভিজ্ঞতার নিরিখে একেবারেই আনকোরা। যাচ্ছেন ভারতে, সেখানে চিত্ত সুতারের মাধ্যমে প্রাথমিক যোগাযোগ হয়েছে, এ ব্যাপারটি তাঁদের জানা, কিন্তু তা তো কোনো আন্তর্জাতিক দ্বি-রাষ্ট্রীয় চুক্তি নয়। সুতরাং জাতির শীর্ষ নেতৃত্বের সহকারী, সহকর্মী হিসেবে তাঁদের ভারত কিভাবে গ্রহণ করবে, কতখানি সম্মান এবং সৌহার্দ দেখাবে, রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণ করবে কি না- এসব নিয়ে তাঁদের মাথায় চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। অবশ্য এরই মধ্যে মেহেরপুরের এসডিও তৌফিকের মাধ্যমে ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তা এবং বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছেড়ও কথাটা আমি তাঁদের বলেছিলাম। তাঁরা কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। আর চুয়াডাঙ্গার ইপিআর বাহিনীকে কেন্দ্র করে কুষ্টিয়া জেলার সর্বত্র সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়েছে জেনেও তাঁরা অবিমিশ্র আনন্দ প্রকাশ করছিলেন। এমএলএ, এমপি, এমসিএ, ছাত্র, যুবক, পুলিশ, আনসার, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, জনতা সবাই অস্ত্র ধরেছে। প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। সবার মধ্যে জাগ্রত গভীর দেশপ্রেম, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার কারণে জাতির মধ্যে যে উদ্দাম স্বাধীনতার আকাংখা প্রস্ফুটিত হয়েছে তা স্বচক্ষে দেখে তাঁরা অবাক হচ্ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সবাই সাড়া দিয়েছে, যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছে- এসব তো তাঁরা সরাসরি হৃদয়ঙ্গম করলেন। সুতরাং ঢাকা থেকে রওনা করার সময় মনের মধ্যে যে সন্দেহ ও অস্থিরতা ছিল তা ক্রমেই তাঁদের মন থেকে কেটে যাচ্ছিল।

এখানে পৌঁছার আগে পর্যন্ত ঢাকা থেকে ফরিদপুর আগমন পথে, মৃত্যুর মিছিল, মানুষের হাহাকার, পাকিস্তানীদের নির্মম হত্যাকান্ডের কারণে পলায়নপর জনস্রোত, জনগণের মধ্যে নিদারুণ ভীতি ইত্যাদি অবলোকন করে দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ক্রমেই ঝাপসা হয়ে আসছিল। কিন্তু মাগুরায় পা দিয়ে জনগণের মধ্যে উত্সাহ-উদ্দীপনা, প্রতিরোধের তেজ এবং ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়ায় মানুষের প্রস্তুতি তাঁদের যারপরনাই আনন্দিত করে। বিদ্রোহের আগুন সারা দেশে জ্বলেছে এটা তাঁরা এই প্রথম হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেন এবং প্রতিরোধ যুদ্ধ ও সার্বিক যুদ্ধ সংগঠিত করে পাকিস্তানীদের হটিয়ে দেওয়ার মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে সক্ষম হলেন। এসব নিয়েই আমরা এই দীর্ঘ পথযাত্রায় একান্তে আলাপ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। বাকি রইল নিরাপদে সসম্মানে সৌহার্দ সহকারে ভারত সরকারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন। ২৯ তারিখ বিকেল ৫টার দিকে আমরা যখন চুয়াডাঙ্গায় স্থানীয় সার্কিট হাউস অপারেশন হেড কোয়ার্টারের সামনে পৌঁছাই, তখন গোপনীয়তার প্রয়োজনে তাঁরা কেউই গাড়ি থেকে বের হননি। আমি যথাশিগগির গাড়ি থেকে ছুটে সার্কিট হাউসের অভ্যন্তরে কর্মব্যস্ত মেজর ওসমানকে অফিস থেকে বের করে নিয়ে আসি। কানে কানে তাঁদের আগমনের কথা বলতেই তিনিও ছুটে বের হয়ে এলেন। এরই মধ্যে তৌফিক তাঁর সরকারি গাড়ি নিয়ে সার্কিট হাউসের সামনে উপস্থিত। দুজনকে আমি পরিচয় করিয়ে দিলাম। পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কুশল বিনিময় করলেন। মেজর ওসমান দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আমাদের প্রস্তুতির কথা তাঁদের জানালেন। ইপিআরের ৪ নম্বর উইংয়ের বিদ্রোহের কথা জানালেন, পাকিস্তানী অফিসার ও সেনা হত্যার কথা জানালেন। স্থানীয় এমপি ডক্টর আসহাবুল হকের নেতৃত্বে বেসামরিক প্রশাসন চালু করার কথা জানালেন এবং ঝিনাইদহে পুলিশের বিদ্রোহের কথাও জানালেন। ওয়ারলেস ও রেডিও মাধ্যমে খবর এসেছেড়ক্টগ্রামসহ দেশের অনেক জায়গায় যুদ্ধ চলছে। বঙ্গবন্ধুর পক্ষে জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার খবর রেডিও থেকে বারবার প্রচারিত হচ্ছে- এ কথাও তাঁদের জানালেন।

আলাপ-আলোচনার পর অতিথি দুজন যথাশিগগির সম্ভব ভারত সীমান্তে পৌঁছার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমি তৈরিই ছিলাম। তৌফিকও মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলেন এবং মেহেরপুর থেকে রওনা করার আগেই সীমান্তে ভারতীয় কর্মকর্তাদের দু-একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন।

আমি আর তৌফিক চললাম। তাঁরা দুজনই আমার গাড়িতে। গাড়িতে ড্রাইভার আর দেহরক্ষী নিয়ে তৌফিক পথ প্রদর্শন করতে করতে চলল সীমান্তের দিকে।

সীমান্তে পৌঁছতে ভারতীয় সীমান্ত চৌকির কার কার মাধ্যমে কী কী সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছিলাম তার নাতিদীর্ঘ গল্প গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়, সাময়িকী এবং পুলিশ ডিপার্টমেন্টে প্রকাশিত ডিটেকটিভ নামক সাময়িকীতে প্রকাশ করেছি।

সে রাতেই ভারতীয় সীমান্ত চৌকির ক্যাপ্টেন মহাপাত্র ও কর্নেল মজুমদারের সহায়তায় এবং গোলক মজুমদারের নির্দেশনায় মুক্তিযুদ্ধে ভারতের প্রথম গোলাগুলির চালান লাভ করেছিলাম, সে গল্পেও এখন যাব না।

গীমান্ত রেখার কালভার্টের ওপর বিশাল বটবৃক্ষের নিচে রাতের অন্ধকারে রাতের পাখিদের কুহকিনী ডাক, সরীসৃপের ত্রস্ত বিচরণ, জোনাকির আলো আর ঝিঁঝি পোকার গানে আন্দোলিত শ্লথ গতিতে চলমান মুহূর্তগুলোয় দুজন ক্লান্ড় পথিক কোন স্বপ্ন, কোন সূর্যালোক, কোন আনন্দ-বেদনা, কোন আশা-নিরাশার পেঁচক সম্ভাসন, দেশপ্রেমের কোন ভৈরবী সুরে অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার গম্ভীরায় মনপ্রাণ যাচনা কামনা করেছিলেন, কোন বীণার তারে রণ জয়ের তূর্য নিনাদ আবদ্ধ করেছিলেন, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করার জন্য আজকে এই পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে বসিনি।

তবে ২৯ মার্চ রাত আনুমানিক ৯-১০টার সময় তাঁরা নির্ভয়ে নিরাপদে সানন্দচিত্তে কলকাতা রওনা হয়ে যান, এ কথা সেদিনের মতো আজও ধ্রুব সত্য। আগেই বলেছি তাঁদের গমনাগমনের ব্যাপারটি বিএসএফের উচ্চতম পর্যায়ের নীতিনির্ধারকরা চরম গোপনীয়তায় রক্ষা করতে চেষ্টা করেছেন। নেতা দুজন ও তাঁদের ব্যক্তিগত এবং সামগ্রিক নিরাপত্তার কথা ভেবে মোহাম্মদ আলী ও রহমত আলী ছদ্ম নামেই চলতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিলেন। এ জন্য ভারতীয় ব্যুরোক্রেসি ও সেনাবাহিনী তাঁদের সঠিকভাবে চিনতে যথেষ্ট সময় নিয়েছিল। ব্যারিস্টার আমির-উল-ইসলামের ভাষায়, 'সেদিন আমি আর তৌফিক স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন করেছিলাম।'

যা হোক ২৯ মার্চ রাতে রওনা হয়ে পথের প্রয়োজনীয় গোপনীয়তা রক্ষা করে দিল্লি পৌঁছতে অনেক কষ্ট করেছেন তাঁরা, বিশেষ করে কলকাতা-দিল্লি মালবাহী উড়োজাহাজে চড়ে যাওয়ার সময় সারা রাত গরমে আর ঘামে সিদ্ধ হয়েছেন। ওই জাহাজে বসার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। সারা রাত পেনের দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা আর ঝাঁকুনি খেতে খেতে এবং জাহাজের ইঞ্জিনের বিকট শব্দে প্রাণ ওষ্ঠাগত। তারপর শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রচেষ্টার মানসিক চাপড়ভব মিলিয়ে অসাধ্য সাধনের প্রচেষ্টা। সাক্ষাতের পর সরকার গঠনের প্রচেষ্টায় শিলিগুড়ি-আগরতলা-কলকাতা-চব্বিশ পরগনা-একটা পুরনো উড়োজাহাজে চড়ে ভ্রমণ। দেশের চারদিকে বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নেতাদের আস্ড়না খুঁজে বের করা, তাঁদের নিরাপদে কলকাতা-দিল্লি-আগরতলা-শিলিগুড়িতে নিয়ে আসা। সরকার গঠনের আলাপ-আলোচনার বিভিন্ন স্তরে পদে পদে বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হওয়া, বিশেষ করে তরুণ নেতৃত্বের বাধা ও সার্বিক চাপ ডিঙিয়ে শেষ পর্যন্ত স্বাধীন সরকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ। এরই মধ্যে কুষ্টিয়ায় পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে বাঙালী জনতার অসম প্রতিরোধ লড়াইয়ে জনগণের অভাবিত অনির্বচনীয় নিরঙ্কুশ বিজয় সারা বিশ্বে আলোড়ন তুলেছে। এই বিজয়কে পুঁজি করে বহির্বিশ্বে, বিশেষ করে ভারতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিসংগ্রামের প্রতি ভারতীয় জনগণ, সরকার এবং রাষ্ট্রের সহানুভূতি আদায়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিকে শাণিত করার ব্যবস্থায় বিশাল অগ্রগতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে তারা বারেবারে ছুটে আসছেন কুষ্টিয়া চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে। আমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সরকার গঠনের সম্ভাব্য পরিকল্পনা তৈরি করতে। নির্বাচিত সব নেতাকে একত্র করার জন্য তাঁরা ময়মনসিংহ যাচ্ছেন সৈয়দ নজরুল ইসলামের খোঁজে, আলোচনা করছেন চট্টগ্রামের এম আর সিদ্দিকীর সঙ্গে, খুঁজে বের করছেন মনসুর আলী, কামারুজ্জামান সাহেবদের, আলোচনা চালাচ্ছেন ডক্টর আনিসুর রহমান, রেহমান সোবহানের সঙ্গে, কথা বলছেন বিশ্বের ডাকসাইটে সাংবাদিকদের সঙ্গে, কথা বলছেন বিভিন্ন স্তরে ভারতীয় জনসাধারণ, রাজনীতিবিদ, সরকার, ব্যুরোক্রেসি, সামরিক বাহিনী, আধা সামরিক বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে। সহানুভূতি খুঁজে বেড়াচ্ছেন বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও, দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সহায়তাকারী সংস্থা। খুঁজে বেড়াচ্ছেন কী করে হাজার হাজার উদ্বাস্তু মানুষের বাঁচার ব্যবস্থা করা যায়, সহানুভূতিশীল মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়- সেসব কি শুধুই কতগুলো শব্দ চয়ন, নাকি আরো কিছু। এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? সে সময়কার মানসিক, দৈহিক ভাষা- এগুলো কি কেউ কোনোভাবে সঠিক চিত্রায়িত করতে পারে?

আপাতত এই লেখার উপসংহারে বলতে চাই সশস্ত্র যোদ্ধা হিসেবে আমার উপলব্ধির কথা।

ইদানীং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে বিশ্বখ্যাত ইলেক্ট্রনিকস চ্যানেল বিবিসি বলছে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নাকি ভারতের কলকাতাকেন্দ্রিক ছিল।

সবার জ্ঞাতার্থে বলছি, বঙ্গবন্ধুর ২৩ বছরের প্রস্তুতি, ৭ মার্চের ডাক না জন্ম নিলে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ আলোর মুখ কখনোই দেখত কি না তা নিয়ে পৃথিবীর সবারই সন্দেহ আছে। আর ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে পাকিস্ড়ানি খুন, ধর্ষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যদি বাংলার জনগণ সর্বত্র ফুঁসে না উঠত, যদি বাংলার অকুতোভয় বীর সেনানীরা স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অজান্ড়েও দীর্ঘ ৯ মাস ছোট-বড়, জানা-অজানা খন্ড খন্ড অসংখ্য যুদ্ধ পরিচালিত না করত, নির্দ্বিধায় জীবন উৎসর্গ না করত, তাহলে কলকাতাকেন্দ্রিক ওই কর্মকন্ড মধ্যপ্রাচ্যের ফিলিস্তিনী সংগ্রামে পর্যবসিত হতেও পারত। কলকাতার বাইরে, দিল্লি, আগরতলাসহ পৃথিবীব্যাপী লন্ডন, ওয়াশিংটন, প্যারিস, নিউইয়র্কে অবস্থানরত বাঙালী এবং বাংলাপ্রেমী জনগোষ্ঠী যদি বাংলাদেশের পক্ষে পৃথিবীর জনমত সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হতো, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত মৈত্রী চুক্তি যদি না হতো, তাহলেও মুক্তিযুদ্ধ পথ হারাতে পারত। কাজেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মতো একটি বিশাল কর্মকান্ডে বঙ্গবন্ধু ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি অথবা সংগঠন কিংবা স্থান কোনোটাই খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। এখন সময় এসেছে ইতিহাস রচনার। ইতিহাস ইতিহাসের গতিতেই চলবে। কোনো বিশেষ পন্ডিত কিংবা পান্ডিত্যই এই ধারাকে বিবর্ণ করতে পারবে না।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

লেখক: ১৯৭১ সালে ঝিনাইদহের এসডিপিও। ১৭ এপ্রিল তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়

AFFORDABLE SENIOR CARE OF NEW YORK LLC

ASC of NY

Licensed Home Health Care Agency

আমরা বাংলায় কথা বলি

আমাদের অফিস লোকেশন ব্রুকলিনের বাংলাদেশী অধ্যুষিত চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকায়

CDPAP

- বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
- আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।
- রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে।





Payment : As per wage parity $19.09

CDPAP প্রোগ্রামের আওতায় HHA /প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার বৃদ্ধ, অসুস্থ বা শারিরীকভাবে অক্ষম মা-বাবা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আয় করতে পারেন।

✓ প্রশিক্ষণ ও **HHA** সার্টিফিকেট থাকলে আপনি
আমাদের মাধ্যমে যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারেন।

✓ আপনি কি **HHA** অথবা **PCA** হিসেবে চাকুরী খুঁজছেন?
তাহলে আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে সুযোগ সুবিধাসহ আকর্ষণীয় বেতনে চাকুরী করতে পারেন।

CDPAP
প্রোগ্রামের জন্য কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।

রোগীর জন্য নিজ গৃহে সেবা পেতে অথবা রোগীকে সেবা দানের বিস্তারিত তথ্য জানতে বাংলায় কথা বলুন।

CDPAP Specialist: Tarin: 347-362-1525, OFF: 718-851-0325

Brooklyn OFFICE

338 East 5th Street, Brooklyn, NY 11218
(Church Ave & East 5 street)
Tarin: 718-851-0325

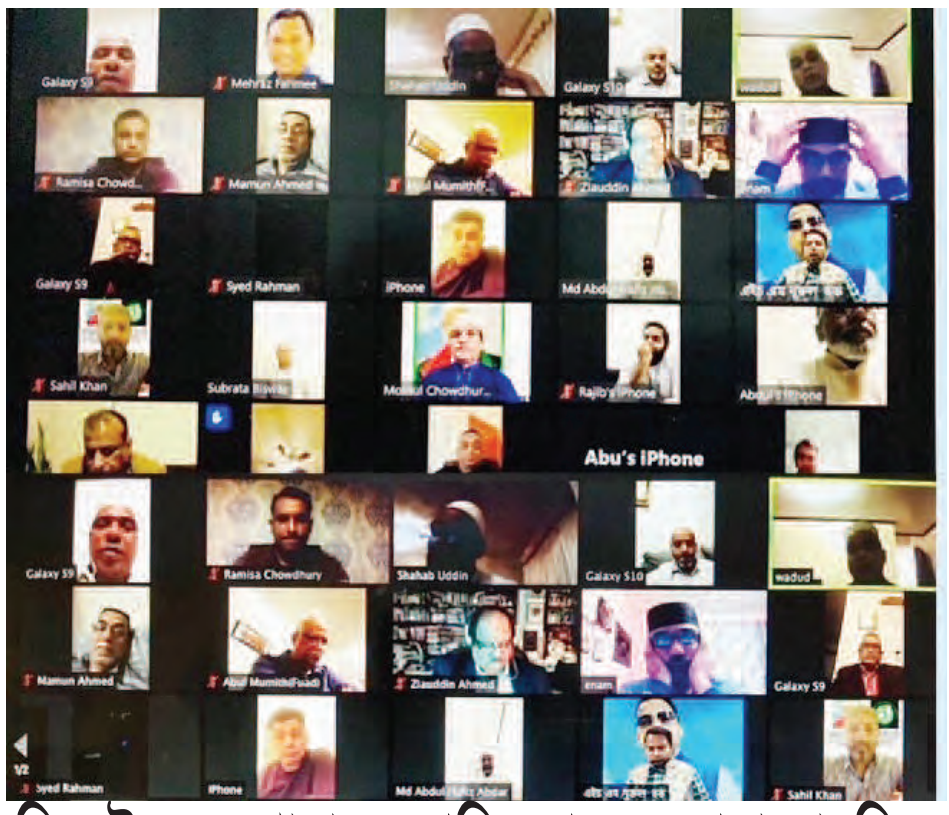
Jackson Heights OFFICE

37-15, 73rd Street, Jackson Heights Suite # 208
(Bangladesh Plaza)
Solaiman: 302-513-3837

Email: info@ASCofNY.com
www.affordableseniorcarenewyork.com/cdpap.html

Affordable Senior Care of New York, LLC is a Licensed Home Health Care Agency
by the New York State Department of Health

Office Hour : Mon.-Friday (9am-5pm)



সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশনের দোয়া মাহফিল

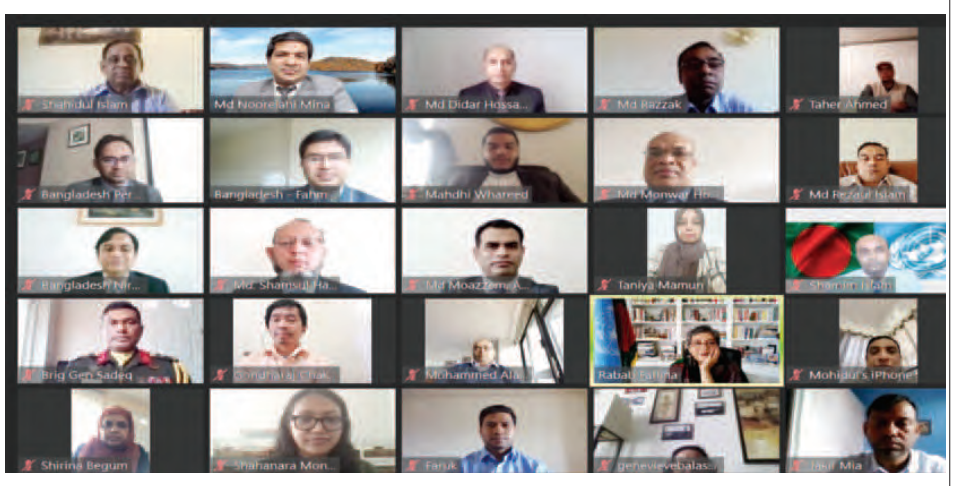
নিউইয়র্ক: সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশনের উদ্যোগে সদ্য প্রয়াত বীর মুক্তিযাদ্ধা ও সংগঠক, সিলেট পৌরসভার সাবেক প্যানেল চেয়ারম্যান ফখরুল ইসলাম খানের রুহের মাগফেরাত কামনায় গত ৮ এপ্রিল বৃহস্পতিবার রাতে এক ভার্চুয়াল দোয়া মাহফিল ও স্মৃতিচারণ সংগঠনের সভাপতি আব্দুল মালেক খান লায়েকের সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল ওয়াদুদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই মরহুমের দুই ছেলে সাহিল খান ও মাসুম খান সবার কাছে তাদের মরহুম বাবার জন্য দোয়া প্রার্থনা করেন ও কৃতজ্ঞতা জানান। অনুষ্ঠানের প্রথম অংশে স্মৃতিচারণে অংশগ্রহন করেন বীর মুক্তিযাদ্ধা অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলাল, সাবেক সভাপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ, মামুন আহমেদ, সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা সুফিয়ান খান, উপদেষ্টা আব্দুল মুমিত ফুয়াদ, উপদেষ্টা হাজী এনাম, উপদেষ্টা এম সি কামাল, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব সুব্রত বিশ্বাস, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দ আতিক, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট শাহীন আজমল, জুনেদ খান, সংগঠনের সহ সভাপতি মুকুল হক, সাধারণ সম্পাদক দুরুদ মিয়া রনেল, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মেহরাজ ফাহমী, সাংগঠনিক সম্পাদক টিটো আহমেদ, প্রচার সম্পাদক রাজিব খান, নুরুল হক, এমাদ চোধুরী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা মরহুম ফখরুল ইসলাম খানের জীবনের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরে তার কর্মকান্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অংশে মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া পরিচালনা করেন সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ আব্দুল হাফিজ আবদার। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে ঐতিহাসিক ‘মুজিবনগর দিবস’ উদযাপন

নিউইয়র্ক: জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে ঐতিহাসিক ‘মুজিবনগর দিবস’ উদযাপন করা হয়েছে। কোভিড পরিস্থিতির কারণে ভার্চুয়ালভাবে শনিবার (১৭ মার্চ) অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদসহ এ সরকারের প্রয়াত সকল সদস্য, জাতীয় চার নেতা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহীদ এর আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। অত:পর দিবসটি উপলক্ষ্যে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শুনানো হয়। মুজিবনগর সরকারের উপর একটি প্রামাণ্য ভিডিও প্রদর্শন করা হয় ভার্চুয়াল এই অনুষ্ঠানটিতে।



অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। তিনি মুজিবনগর দিবসের তাৎপর্য এবং কীভাবে অস্থায়ী এই রাজধানী বঙ্গবন্ধুর নামে মুজিবনগর হিসেবে নামকরণ করা হয় সে ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি বলেন, “ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের সুচনার পরে ২৬ মার্চ জাতির পিতা স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। জাতির পিতার নেতৃত্বে বাঙালি জাতি ঝাপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। তাই মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও আইনগত ভিত্তি স্থাপনে মুজিবনগর সরকারের কোন বিকল্প ছিল না”।

মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্ব, কৌশল ও সময়োপযোগী দিক-নির্দেশনার ফলে মুক্তিযুদ্ধ দ্রুততম সময়ে সফল সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায় মর্মে উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, “মুজিবনগর সরকারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবিলা করে বিশ্ব জনমতকে বাংলাদেশের পক্ষে আনা যা তারা অত্যন্ত সফলতার সাথে করতে পেরেছিল। এই সরকার বিশ্ব সম্প্রদায়কে বাংলাদেশের পক্ষে আনতে বেশ কিছু সময়োযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পাকিস্তানী দূতাবাসে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকরা যেন দ্রুত পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে মুজিবনগর সরকারের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করেন, সে উদ্যোগ গ্রহণ করে”।

তিনি নতুন প্রজন্মের মাঝে মুজিবনগর সরকারের ইতিহাস, মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও তাৎপর্য তুলে ধরার আহ্বান জানান। প্রবাসী বাংলাদেশীগণ এবং মিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারি বাংলাদেশে গমনকালে যেন তাদের সন্তানদের এই ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করান সে মর্মে অনুরোধ জানান স্থায়ী প্রতিনিধি। রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, “জাতির পিতা যে শোষণ ও বঞ্চনামুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ ‘সোনার বাংলা’র স্বপ্ন দেখেছিলেন তা বাস্তবায়নে আমরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করে যাবো এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনের প্রতিটি স্তরে বাংলাদেশের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করব, মুজিবনগর দিবসে এই হোক আমাদের প্রতিজ্ঞা”।

উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে প্রাণবন্ত আলোচনা করেন আলোচকগণ। মুজিব নগর দিবসের এই ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে মিশনের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারি অংশগ্রহণ করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SECI সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে Sonali Exchange এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়।
  লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	642 Walden Avenue
Jackson Heights, NY 11372	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14211
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	917-744-7308, 718-457-0813	Tel: 917-744-7308	Tel: 347-837-1162

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল
ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA) Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

মহিলাদের:* অনিয়মিত ঋতুস্রাব * স্তনের টিউমার * চুল পড়া * শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিহিয়া * ডিম্বাশয়ের টিউমার (Ovarian Cyst) * Endometriosis, * জরায়ুর টিউমার (Uterus Tumors), * বন্ধ্যাত্ব * ঋতুস্রাবে বিলম্ব ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন ষ্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com
Business Hours: Monday-Friday: 12:00PM-8:00PM, Saturday-Sunday: 12PM-5PM

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স
গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❊ ফিজিক্যাল এক্সাম ❊ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❊ টিএলসি এক্সাম ❊ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❊ ডায়াবেটিস ❊ উচ্চ রক্তচাপ ❊ থাইরয়েড ❊ এজমা ❊ বাতের ব্যথা ❊ চর্মরোগ ❊ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, স্পাইরোমেট্রি, প্রেগন্যান্সি, টিবি টেস্ট, কান ফুটো করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, PHS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্স্যুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY. F ট্রেনে 169th St. (South Side)
Tel: 718-657-8325, 718-657-7300
মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্স

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ্ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

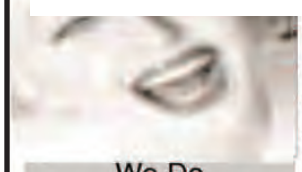
DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

ENTAL



ার পরিবারের সবার ীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

We Do
Implant & Veneers

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংঃড়ৎরধ খড়পধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝঃবরহধি ঝঃৎববঃ,
অংঃড়ৎরধ, ঘণ
ঘ ঃৎধরহ ঃড় ৩০ আব. ঝঃধঃরড়হ
ঞবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

AUTHORIZED e-file PROVIDER

7 DAYS OPEN

718-475-5686

http://ArmanCPA.com

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET



KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Member of AICPA

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation
fee pay by Cradit card

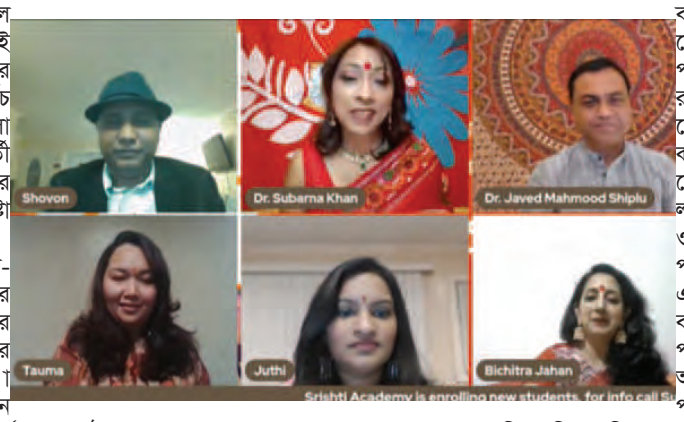
Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313
karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com
37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights



নিউজার্সীতে সৃষ্টি একাডেমীর বাংলা বর্ষবরণ

নিউজার্সী: বাংলা নববর্ষকে বরণ করার আয়োজন করেছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সীস্থ সংগঠন সৃষ্টি একাডেমী। এ উপলক্ষ্যে গত ৯ এপ্রিল নিউইয়র্ক সময় রাত ৯টা থেকে ভার্চুয়ালী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি সুদূর প্রবাসে নাচ প্রশিক্ষণ সহ বাংলা সংস্কৃতিকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য বছর স্থানীয়ভাবে এ ধরনের আয়োজন করে আসলেও এবার করোনা পেন্ডামিকের কারনে সৃষ্টি একাডেমী ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সবার মাঝে তাদের কার্যক্রম তুলে ধরেছে। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা ড. সুবর্ণা আফরিন খান। তার সাথে সহযোগিতায় ছিলেন জনপ্রিয় কৌতুক অভিনেতা ড. জাভেদ মাহমুদ শিপলু। অনুষ্ঠানে মনমুগ্ধকর নাচে সবাইকে অভিভুত করে তুলে সৃষ্টি একাডেমীর শিক্ষার্থী টিয়ানা, উমাইনা, জুনাইয়না, সাহরিস, আরিয়া, বাদা, ঈশান, সামির, জারা ও খাইরুছ। সেই সাথে একাডেমীর শিক্ষক সুবর্ণা, তমা ও বিচিত্রাও বাংলা গানের সাথে নৃত্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটিকে আরো প্রাণবন্ত করে তুলে।

এ আয়োজনে একাডেমী কমিউনিটির বেশ কিছু শিশু শিল্পীদের নাচের পাশাপাশী আলমীর রহমানের পিয়ানো বাজনা ও রুদাবা মোক্তাদিরের গান পরিবেশন সহ রাহাত মোক্তাদিরের কবিতা আবৃত্তি, সোনিয়া লাসমিন লাবনীর গান, জার্সী ওয়েভ এর সংগীত পরিবেশনা ও এস এন্ড আর ব্যান্ডের গান পরিবেশনা করে। অনুষ্ঠানটির স্ট্রিমিং পার্টনার হিসেবে কাজ করেছে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সহযোগিতাকারী প্রতিষ্ঠান আগামী। সৃষ্টি একাডেমী তাদের এই আয়োজনের মাধ্যমে আগামীকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান দর্শকদের কাছে। স্ট্রিমিং এর কাজে আগামী এর মোস্ড় ফিজুর রহমান পারভেজ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানটি একই সাথে সৃষ্টি একাডেমীর ফেইসবুক পেইজ ও ইউটিউব চ্যানেল এবং আগামী এর ফেইসবুক পেইজে প্রচারিত হয়।



IJ CREATIVE SOLUTIONS
Building Brilliant Brands

১ ঘন্টায় ব্যানার
এখন জ্যামাইকাতে
বিজনেস কার্ড এবং ফ্লায়ার
SAME DAY PICKUP

আপনার ব্যবসা প্রসারে আমাদের ফ্রি পরামর্শ নিন

- ডিজিটাল ব্যানার
- বিজনেস কার্ড
- পোস্টকার্ড
- ফ্লায়ার
- ক্যালেন্ডার
- ডিজিটাল প্রিন্ট অন প্ল্যাস্টিক বোর্ড
- সাইন
- পোস্টার
- ম্যাগাজিন
- স্টিকার প্রিন্ট
- লেমিনেশন
- টি–শার্ট
- আইডি কার্ড
- মেন্যু
- রিসিট বুক
- লেটার হেড
- ইনভাইটেশন কার্ড
- রোল আপ ব্যানার
- সাইড ওয়াক সাইন
- পাসপোর্ট ফটো

WEB DESIGN
PASSPORT PHOTOS
CONSTRUCTION JOB PROPOSAL WRITTEN

আমরা বিয়ে, জন্মদিন বিজনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠানের ফটোগ্রাফী এবং ভিডিওগ্রাফী করি

100% BEST QUALITY

929-372-7445, 845-793-4580 www.ijcreative.solutions
159-07 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432 callijventures@gmail.com

PEOPLE TECH

DevOps | Scrum Master & Product Owner

[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]

Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019

Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019

Software Testing (QA) Training & Job Placement

New York In Class Batches

Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019

Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019

VA In Class Batches

Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019

Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019

www.piit.us



এখন আপনাদের আরো কাছে এবং ব্যাপক পরিসরে কাবাব কিং এর পার্শ্বে

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

Bangla Travel

JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আপনার নিশ্চিত ভ্রমনের বিশ্বস্ত আয়োজক

আমরা IATA অনুমোদিত | আমরা ARC AIRLINES REPORTING CORPORATION অনুমোদিত

KUWAIT AIRWAYS | Biman BANGLADESH AIRLINES

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

$৬৪৯+

JFK-Dhaka-JFK Return

Emirates | ETIHAD AIRWAYS | QATAR AIRWAYS | DELTA AIR LINES | AmericanAirlines



ঢাকা এয়ারপোর্টে আমাদের রয়েছে নিজস্ব Help Office
যারা ইমিগ্রেশন, লাগেজ পিকআপ সহ সকল সহযোগিতা করবে।

Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO



আমরা সকল এয়ারলাইন্সের টিকেট সরাসরি আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট
সবচেয়ে কম দামে
আমাদের কাছেই পাবেন।

উত্তর আমেরিকার ট্রাভেল ব্যবসায়
সবচেয়ে অভিজ্ঞ ট্রাভেল টিম
শুধুমাত্র ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেল-এ
পাবেন, যারা সর্বদা আপনাদের সেবায় প্রস্তুত



আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
২৬ বছরের অভিজ্ঞ



কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১২ বছরের অভিজ্ঞ



পুষ্প
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
৫ বছরের অভিজ্ঞ

7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

Price Can Be Change Anytime. digitalonetravel@gmail.com www.digitalonetravel.com OPEN 7 DAYS: 11AM -10PM *Terms & Condition may apply. See store for details.



ওয়াশিংটন বিএনপি'র সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে বক্তারা

দেশ ও গণতন্ত্রের স্বার্থেই ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন জরুরী

নিউইয়র্ক (বিএনিউজ): বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ওয়াশিংটন শাখার স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে সভায় বক্তারা বলেছেন, জেল-জুলুম করে কোনো স্বৈরাচারই ক্ষমতা অটুট রাখতে পারেনি। আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। দেশ ও গণতন্ত্রের স্বার্থেই ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন জরুরী। বক্তারা অবিলম্বে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার স্থায়ীভাবে মুক্তি, দেশনায়ক তারেক রহমানের সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারসহ বিএনপির সব নেতার মুক্তি, জেল-জুলুম নির্যাতন বন্ধের দাবি জানান। গত ১০ এপ্রিল শনিবার ভার্জিনিয়ার কিং কাবাব রেষ্টুরেন্টে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে এ দাবি জানানো হয়।

স্বাধীনতার ৫০ বছর পর জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ কাউন্সিল (জামুকা) কর্তৃক জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্রীয় খেতাব বাতিলের ষড়যন্ত্র অনভিপ্রেত এবং দুঃখজনক মন্তব্য করে বক্তারা বলেন, জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের রাজনীতির একজন আইকন। তিনি তাঁর কীর্তি ও কর্মের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাসে নিজের অমর অক্ষয় স্থান নিশ্চিত করে গেছেন। কোনো অপচেষ্টার মাধ্যমেই তাঁকে দেশের মানুষের মন থেকে মুছে ফেলা যাবে না।

তারা সরকারের কঠোর সমালোচনা করে বলেন, বর্তমান অবৈধ সরকার গত এক যুগের বেশি সময় ধরে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং তাঁর পরিবারকে ধ্বংস করার যে ধারাবাহিক ষড়যন্ত্র চলছে, খেতাব বাতিলের সিদ্ধান্ত এরই অংশ। এর মাধ্যমে শহীদ জিয়াকেই কেবল নয়, প্রকারান্তে মহান মুক্তিযুদ্ধকেই অবমাননা করা হয়েছে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান থেকে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং একজন সাবেক রাষ্ট্রপতির প্রতি এ ধরণের হীন প্রতিহিংসামূলক আচরণের প্রতি কঠোর ধিক্কার জানাচ্ছি।

বক্তাগণ আরো বলেন, শেখ হাসিনা চাচ্ছেন না যে দেশে বিরোধীদল থাক। তাই তিনি একদলীয় শাসন চালিয়ে, দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদ হরিলুটের পথ সুগম রাখতে। কিন্তু বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী আদর্শে উজ্জীবিতরা বেঁচে থাকতে কখনই তা হতে দেবে না। তারা বলেন, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব এবং গণতন্ত্রের স্বার্থেই শেখ হাসিনা সরকারের পতন জরুরী হয়ে পড়েছে।

ওয়াশিংটন বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সামসু-উদ্দিন মাহমুদ। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন এজিএম হোসেন, প্রধান বক্তা মো: তারিকুল ইসলাম। অন্যান্য অতিথি ছিলেন মাসুদুর রহমান, মোহাম্মদ ইলিয়াস ভূইঁয়া লিটন, মনির হোসেন। অনুষ্ঠান যৌথভাবে পরিচালনা করেন মোহাম্মদ হোসেন, জাকির আহমেদ ও মামুন খান।

নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ এস রহমান, মোহাম্মদ ফারুক হোসেন, নূর মোহাম্মদ লিটন, মোহাম্মদ সালাউদ্দিন, এম এইচ রাসেল, রাশেদুল ইসলাম, আওলাদ হোসেন মামুন, মোক্তার হোসেন খান, শামীম আহমেদ, তৈয়বুর হাসান, মেহেদী হাসান, মোহাম্মদ ফরহাদ, আজিজুর রহমান, মোহাম্মদ আল আমিন, আওলাদ হোসেন মামুন, ফিরোজ আলম, নাছির উদ্দিন, মো: শাহ আলম, কে,এম শহীদুল্লাহ, মো: নাসিরুজ্জামান, রায়হান মোহাম্মদ, আব্দুর রহমান, আল আমিন হাওলাদার, হারুনুর রশীদ, মো: রাসেল আলী, শাহরিয়ার রহমান, আব্দুল মোতালেব বাবুল, সালাউদ্দিন আহমেদ, সোহেল হোসেন, আজির আহমেদ, মাঝি নজরুর ইসলাম, ছাবিনা ইয়াছমিন, মন্জু আলমগীর, লামিয়া ওয়াহিদ, রেহানা রহমান, লুবনা আক্তার, সাবিনা হোসেন, মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, হাসান মিয়া প্রমুখ।



SPECIAL FARE

Fly to Dhaka With Emirates Via Dubai

From

New York | Chicago
Washington | Houston
Boston | Los Angeles

718-200-2655
718-406-9745

World Tours and Travel

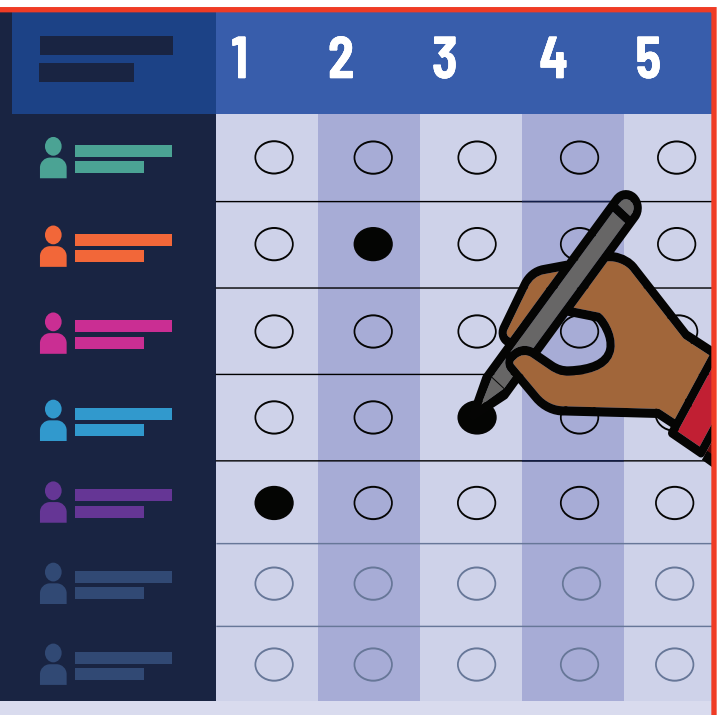
MD. Shamsuddin, MBA CEO

37-12 75th Street, 2nd Floor, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372

পছন্দের ক্রমানুসারে ভোট দিন

নিউ ইয়র্ক শহরে পছন্দের ক্রমানুসারে ভোট দিন

পছন্দের ক্রমানুসারে সর্বাধিক ৫ জন প্রার্থীকে ভোট দিন



আসন্ন প্রাথমিক নির্বাচনে, ভোটাররা সকল মিউনিসিপ্যাল অফিসের জন্য অনুষ্ঠিতব্য প্রতিযোগিতায় পছন্দের ক্রমানুসারে ভোট দেয়ার প্রক্রিয়া অবলম্বন করে ভোট দেবেন।

▶ প্রাথমিক নির্বাচনের দিন
মঙ্গলবার, ২২ জুন, ২০২১, সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত
অগ্রিম ভোট- শনিবার, ১২ জুন, ২০২১ থেকে রবিবার, ২০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত

পছন্দের ক্রমানুসারে ভোটদানের প্রক্রিয়া

আপনি পছন্দের ক্রমানুসারে সর্বাধিক ৫ জন প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবেন।

- আপনার প্রথম পছন্দের প্রার্থীকে বাছাই করুন এবং ভোট দেয়ার জন্য ১ম পছন্দ লেখা কলামে তাঁর নামের পাশের বৃত্তটি ভরাট করুন
- আপনার পছন্দের দ্বিতীয় প্রার্থী থাকলে, ভোট দিতে ২য় পছন্দ লেখা কলামে তাঁর নামের পাশের বৃত্তটি ভরাট করুন
- এই ভাবে আপনি সর্বাধিক ৫ জন প্রার্থীকে পছন্দের ক্রমানুসারে ভোট দিতে পারবেন
  - আপনি চাইলে কেবল মাত্র একজন প্রার্থীকে ভোট দিয়ে বাকী কলামগুলো খালি রাখতে পারবেন
  - আপনি প্রতিটি কলামে কেবলমাত্র একজন প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবেন
  - আপনি একজন প্রার্থীকে একবারের বেশী ভোট দিতে পারবেন না

আপনার ভোট কেন্দ্র, অগ্রিম ভোটদানের সময়সূচী এবং পছন্দের ক্রমানুসারে ভোট দেওয়া সম্পর্কে জানতে আমাদের ওয়েব সাইট **VOTE.NYC** দেখুন অথবা **1-866-VOTE-NYC** নম্বরে কল করুন।

NYC RANKED CHOICE VOTING

VOTE NYC

Board of Elections
City of New York





বাংলাদেশ সোসাইটির কর্মসূচীতে ৫২৫ জনের ভ্যাকসিন গ্রহণ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক সিটি হেলথ প্লাস হসপিটালস, বাংলাদেশ কনস্যুলেট ও বাংলাদেশ সোসাইটি'র সহযোগিতায় সোসাইটি কার্যালয়ে আয়োজিত কভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদান কর্মসূচীতে চার দিনে ৫২৫জন প্রবাসী ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছেন। গত ৮-১১ এপ্রিল এই চারদিন 'জনসন এন্ড জনসন' এর সিঙ্গেল ডোজ ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়। খবর ইউএনএ'র।

সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার জানান, কর্মসূচীর প্রথম দিনে গত ৮ এপ্রিল বৃহস্পতিবার ১২৫জন, দ্বিতীয় দিন শুক্রবার ১৪২জন, তৃতীয়দিন শনিবার ১৩০ জন এবং চতুর্থ ও শেষ দিনে ১৩২ জনকে ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়েছে। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে এ কর্মসূচিতে 'জনসন এন্ড জনসন' এর সিঙ্গেল ডোজ টিকা (ওয়াক ইন) প্রদান করা হয়। চারদিনের এই কর্মসূচী ১১ এপ্রিল রোববার শেষ হয়। নিউইয়র্কে বসবাসরত ১৮ বছর ও তদুর্ধ্ব বয়সের ব্যক্তিরা ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন। এজন্য সংশ্লিস্টদের সচিত্র আইডি/পরিচয় পত্র সাথে আনতে হয়।

সংশ্লিস্ট সূত্রে জানা গেছে, সোসাইটি অফিসের ভ্যাকসিন প্রদান কর্মসূচীর উদ্বোধনী দিনে কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুননেসা সহ কনসুলেট অফিসের উদ্ধর্তন কর্মকর্তা ডেপুটি কনসাল জেনারেল এস এম নাজমুল হাসান, ফাস্ট সেক্রেটারী শামীম হাসান, কনসুলার পারভিন সুলতানা, আয়শা হক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়ও ভ্যাকসিন প্রদান কর্মসূচীর চলাকালে উপস্থিত থেকে সহযোগিতা করেছেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দীকি, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী, শিক্ষা সম্পাদক আহসান হাবিব, কার্যকরী সদস্য সাদি মিন্টু, কাসেম চৌধুরী, সোসাইটির প্রাক্তন কর্মকতা সাখাওয়াত হোসেন আজম প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির ট্রাষ্টিবোর্ড চেয়ারম্যান ও সাবেক সভাপতি এম আজিজ, প্রাধান নির্বাচন কমিশনার জামাল উদ্দিন আহম্মেদ জনি,ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য ওয়াসি চৌধুরী, সোহরাব সরকার, ডা. মাসুদুর হাসান, আবু নাসের, সোসাইটির নির্বাচনে সভাপতি পদপ্রার্থী প্রমুখ।

এদিকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার ইউএন প্রতিনিধির সাথে আলাপকালে ভ্যাকসিন চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় অনেককে ভ্যাকসিন না দিতে পারায় দু:খ প্রকাশ করে বলেন, রমজান মাসে অথবা রোজার পরে ভ্যাকসিন কার্যক্রম আবার চালু করার জন্য নিউইয়র্ক সিটি হেলথ ও হসপিটালের সাথে সোসাইটি ও কন্যুলেট অফিস থেকে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। তবে এই কর্মসূচী সফল হওয়ায় এবং কমিউনিটিতে সাড়া ফেলায় তিনি সংশ্লিস্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন হাওলাদার বলেন, সবার সহযোগিতায় ভ্যাকসিন প্রদান সফল হয়েছে। আমরা এই কর্মসূচী অব্যাহত রাখতে চাই। এজন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

এদিকে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, নিউইয়র্ক থেকে প্রেরীত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে: বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, নিউইয়র্ক এবং বাংলাদেশ সোসাইটি'র সহযোগিতায় স্বেচ্ছায় কোভিড-১৯ টিকাদান কর্মসূচিটি কমিউনিটির সকলের কাছে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে এবং কমিউনিটির উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া গেছে। এ কর্মসূচির সহযোগী নিউইয়র্ক সিটি হেলথ + হসপিটালস ও কমিউনিটির সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুননেসা। কমিউনিটির জন্য প্রদত্ত বিশেষ এই সেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশ সোসাইটিকেও কনসাল জেনারেল কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন। কনস্যুলেট জেনারেল ভবিষ্যতেও কমিউনিটির চাহিদা অনুযায়ী এ ধরণের সেবা-কার্যক্রম অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা চালাবে।

ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাসের ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালিত



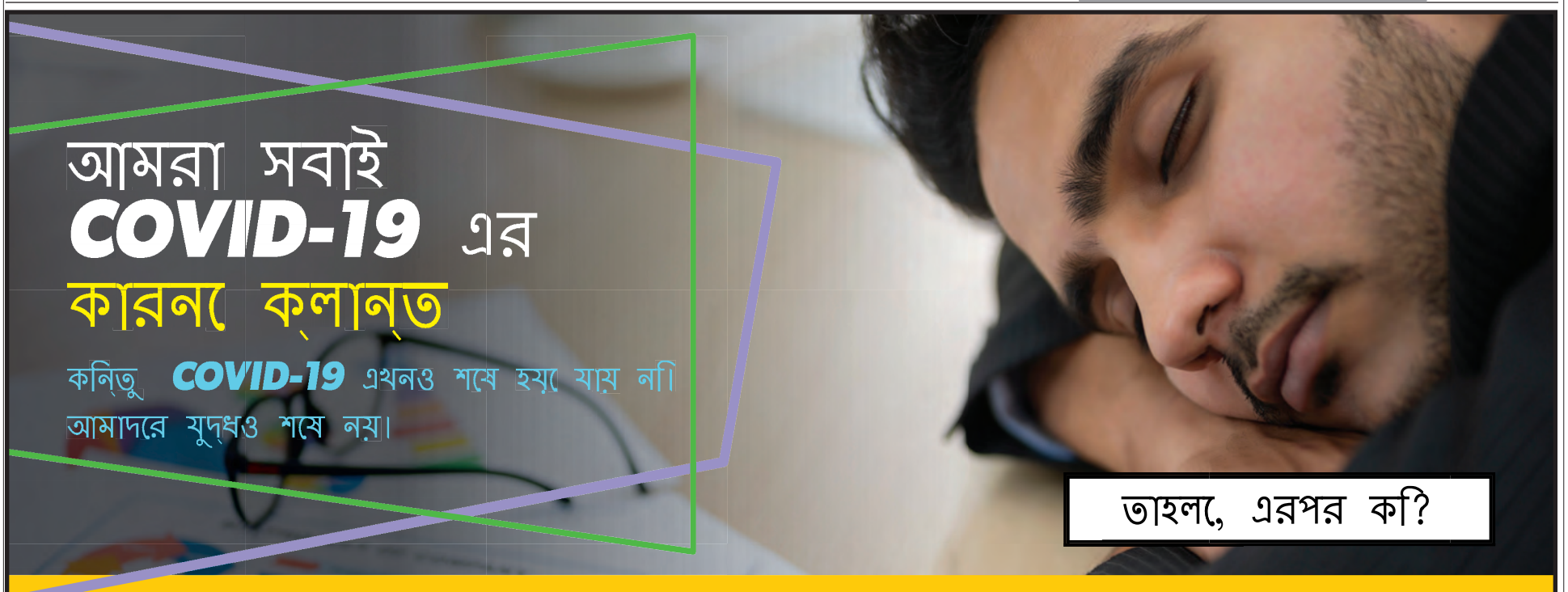
ওয়াশিংটন ডিসি: ওয়াশিংটন ডি.সি.তে বাংলাদেশ দূতাবাস যথাযোগ্য মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সাথে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালন করেছে। দিবসটি উপলক্ষে শনিবার দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। মুজিবনগর দিবসে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক প্রদত্ত বাণীগুলো পাঠ করে শোনানো হয়। এরপর "মুজিবনগর সরকার" শীর্ষক একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম. শহীদুল ইসলাম তাঁর বক্তব্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ত্রিশ লক্ষ শহীদ এবং দুই লাখ নির্যাতিত মা-বোনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, শুধু ত্যাগের বিনিময়ে নয়, মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম বীরত্ব ও সাহসিকতার দ্বারা বাংলাদেশ মুক্তি লাভ করেছে। তিনি আরো বলেন, দখলদার বাহিনীর কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার ক্ষেত্রে মুজিবনগর বাঙালী জাতির বীরত্বের প্রতীক।

এরপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চারনেতা এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত এবং বাংলাদেশের উত্তরোত্তর শান্তি ও অগ্রগতি কামনা করে একটি বিশেষ প্রার্থনা পরিচালিত হয়।

পরে রাষ্ট্রদূত শহীদুল ইসলাম দূতাবাসে কর্মরত কূটনীতিকদের সাথে নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আবক্ষ ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





আমরা সবাই COVID-19 এর কারনে ক্লান্ত

কিন্তু COVID-19 এখনও শেষ হয়ে যায় নি।
আমাদের যুদ্ধও শেষ নয়।

তাহলে, এরপর কি?

সম্পূর্ণ টিকা না লাগিয়ে থাকলে, এমনকি কোন উপসর্গ না থাকলেও, মাঝে মধ্যেই পরীক্ষা করানো চালিয়ে যান*

ঠাণ্ডা লাগা বা ফ্লু এর লক্ষণ দেখা দিলে অবিলম্বে পরীক্ষা করান

মাস্ক পরুন ও দূরত্ব বজায় রাখুন

এবং আপনার পালা আসলে, টিকা লাগান

COVID-19 ছড়ানো প্রতিরোধ তখনই শুরু হবে যখন জানতে পারবো যে আমাদের এটি হয়েছে। পরীক্ষা আপনার জন্য বিনামূল্যে।

testandtrace.nyc দেখুন বা **212-COVID19** এ ফোন করুন

আপনি যদি COVID-19 এর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ* টিকা লাগিয়ে থাকেন, COVID-19 এর কোন উপসর্গ না থাকলে আপনার পরীক্ষা করানোর প্রয়োজন নেই। নির্দিষ্ট কিছু সেটিং এ হয়তো ভিন্ন ধরণের পরীক্ষা প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে।

NYC | Test & Trace Corps

ঈদ উদযাপন করুন বাড়িতে যেন COVID-19 ছড়িয়ে পড়া বন্ধ থাকে



- আপনাদের জমায়েত সীমিত রাখুন এবং শুধু পরিবারের সদস্যদের সাথে ঈদ-উল-ফিতর উদযাপন করুন।
- দলবদ্ধভাবে জমায়েত হলে, বয়স্ক ও দুর্বলদের রক্ষা করতে মুখে একটি আঁটসাঁট আবরণ পরুন।
- কোন গ্রুপগুলো বর্তমানে টিকা পাওয়ার যোগ্য, তা সহ **COVID-19** টিকাসমূহ সম্পর্কে আরো জানুন।

ঈদ মুবারাক!

আরো তথ্যের জন্য, **nyc.gov/health/coronavirus** দেখুন।

আপনি যদি একটি COVID-19 টিকা পাওয়ার যোগ্য হন, **877-829-4692** নম্বরে ফোন করে অথবা **nyc.gov/vaccinefinder** এ গিয়ে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিন।

NYC Health

Bill de Blasio
মেয়র

Dave A. Chokshi, MD, MSc
কমিশনার

বিশ্ব মহামারীর দুর্যোগেও বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি ভর্তিতে
নতুন প্রজন্মের সাফল্যগাঁথা ও
আমাদের মামুন'স টিউটোরিয়ালের ভূমিকা



প্রদীপ বৈদ্য, নিউইয়র্ক ॥ বিশ্ব মহামারীর দীর্ঘ কড়ালগ্রাসে যখন জীবনযাত্রাই দুর্বিসহ, বিপর্যস্ত লন্ডভন্ড তখনও কিছু আশা, কিছু স্বপ্নের হাতছানি আমাদের প্রবাসীদের উদ্যোমী হতে প্রাণের সঞ্চার করেছে। করোনা মহামারীর এই সময়ে ছাত্রছাত্রীরা ঘরে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছে। পরিবার ও প্রিয়জনের জীবন-মৃত্যুর ভয়াবহতা অনেকেই চোখের সামনে থেকে দেখেছে। দীর্ঘ এক বছর তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বশরীরে উপস্থিত হতে পারছে না। সব মিলিয়ে বলা যায় অনেকটাই ঘরবন্দি। এহেন বৈরি পরিবেশে টেবিল চেয়ারে বসে, কম্পিউটার কিংবা ল্যাপটপে বসেই দিনরাতের বেশিরভাগ সময় কাটে। তবুও থেমে থাকেনি তাদের গতি, থেমে থাকেনি তাদের মেধা মননের চর্চা। ওই সব মেধাবী ছাত্রছাত্রীর অনেকেই এবার সকল বৈরিতা পেছনে ফেলে আইভীলীগ (মহিলাদের বিশ্বসেরা প্রতিষ্ঠান বলে যাকে গণ্য করা হয়) বিশ্ববিদ্যালয়সহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণবৃত্তি (ফুল স্কলারশিপ) নিয়ে আন্ডারগ্রেডে পড়ার সুযোগ পেয়েছে। মেধাবৃত্তি হিসাবে কেও কেও পেয়েছেন প্রতি বছরের জন্য ৭৫-৮০ হাজার ডলার করে কিংবা এরও বেশি। নিজেদের পরিশ্রমের ফসল হিসাবে ফুল স্কলারশিপ পাওয়াতে ছাত্রছাত্রীদের মুখে যেমন বিজয়ের হাসি আর সেসব পরিবারের বাবা-মা অভিভাবকবৃন্দও যারপরনাই আনন্দিত উদ্বেলিত উৎসাহিত। সব মিলিয়ে এই সাফল্যে সন্তুষ্ট মামুন'স টিউটোরিয়ালের কর্ণধার শেখ আল মামুনও। তাঁর স্বনামধন্য এ প্রতিষ্ঠান থেকে এবার ৫০জন ছাত্রছাত্রী বিশ্বসেরা কর্নেল ইউনিভার্সিটি, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির বার্নাড কলেজ, নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি, বোস্টন ইউনিভার্সিটি, মিশিগান এনআরবার ইউনিভার্সিটি, বিংহামটন, হফস্ট্রা ইউনিভার্সিটি, ফোর্ডহাম ইউনিভার্সিটি, রচেস্টার ইন্সটিউট অব টেকনোলজি (আরআইটি)সহ বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তিও সুযোগ পেয়েছে। বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীই ফুল স্কলারশিপ পেয়েছেন যা তাঁদের অভিভাবকদের শিক্ষার পিছনে পারিবারিক অর্থনৈতিক ব্যয়ের বিরাট সহযোগিতা এনে দিয়েছে। মহামারী করোনার এই বছর ছাত্রছাত্রীরা ঘরে বসেই এই বিজয়ের আনন্দ পরিবারের সাথে ভাগাভাগি করছে।



নুজহাত মুকুল সুযোগ পেয়েছে বিশ্বসেরা কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে। সে ব্রঙ্কস সায়েন্স-এর ছাত্রী। পাশাপাশি মামুন'স টিউটোরিয়াল থেকে SAT Tutoring করেছেন। সে মেডিসিন বিষয়ে পড়াশুনার আগ্রহী।



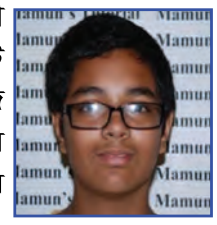
মোসাম্মৎ নাঈমা সুযোগ পেয়েছে বার্নাড কলেজ ইন কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে (শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য আলাদাভাবে গড়া)। সেও ৭৫ হাজার ডলারের ফুল স্কলারশিপ পেয়েছে। এই কলেজে মেয়েদের জন্য বছরে ৭৫ হাজার ডলার স্কলারশিপ দেয়া হয়।

সামিরা ইসলাম। তিনিও বিশ্বসেরা কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুল স্কলারশিপ নিয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি ১৪৭০ পেয়েছিলেন SAT-এ। তার বোনও সাত বছর আগে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। তার বাবা একাধারে করোনা রোগী এবং দীর্ঘদিন ধরেই কিডনিজনিত রোগে অসুস্থ। এত বড় বিপত্তিতেও তারা একটিবারের জন্য মনোবল হারাননি। তারা দুইবোন কঠোর পরিশ্রম ও একাগ্রতায় নিজেদের উৎকর্ষিত করেছেন। তাদের মা অমানুষিক পরিশ্রমে তাদেরকে সফল হতে এগিয়ে দিয়েছেন। সামিরা ও তার পরিবার এই আনন্দে খুশী।



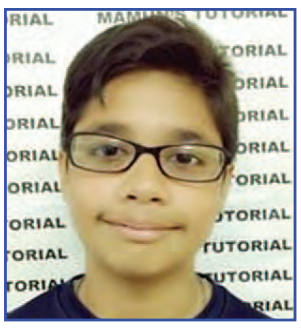


আদিত্য করিম। প্রবাসের স্বনামধন্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মুমু আনসারী ও এনামুল করিম দীপুর সন্তান আদিত্য করিম সুযোগ পেয়েছে নিউইয়র্ক ইউনির্ভাসিটিতে। সে ফুল স্কলারশিপ পেয়ে নিউরোসায়েন্সে পড়তে যাচ্ছে। তার এই সাফল্যে তার পিতা-মাতা ভীষণ আনন্দিত। বিশেষ করে তাঁরা মামুন'স টিউটোরিয়ালের কর্ণধার ও সবার প্রিয় শিক্ষক সমাজের আলোকবর্তিকা শেখ আল মামুনের শিক্ষা পদ্ধতিতে ভীষণ উচ্ছ্বসিত। তারা বলেন, জনাব মামুনের গাইডেন্স, কঠিন বিষয়গুলোকে সহজবোধ্য করে ছাত্রছাত্রীর ভিতর আত্মস্থ করে দেওয়া, পিতৃস্নেহে দায়িত্ববোধ নিয়ে শিক্ষা দেওয়া, ছাত্রছাত্রীর দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোকে নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে সবল করে তোলা, তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জন্মানো -এগুলোর জন্য মামুন ভাই অনন্য অসাধারণ। বিশেষ করে জনাব মামুনের ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে একশতভাগ সত্য আগাম মুল্যায়নে তারা আশ্চর্যান্বিত। তাঁরা বলেন, তাঁদের বড় সন্তানও মামুন'স টিউটোরিয়াল থেকে পড়াশুনা করে আজ সাফল্যের কাছাকাছি পৌঁছেছে। উভয় সন্তানের ক্ষেত্রেই মামুন ভাই-এর আগাম অনুমান সত্য হয়েছে বলে তিনি মামুন ভাইয়ের উপর অত্যন্ত আস্থাশীল।



আকিফ কে. চৌধুরী সুযোগ পেয়েছে রচেস্টার ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি (আরআইটি)তে। সে ফুল স্কলারশিপ পেয়েছে। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

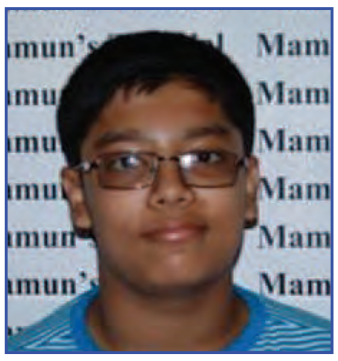
তারিফ খান। জনাব মুজিবুর রহমান ও ফারহানা পারভীনের গর্বিত সন্তান তারিফ নর্থ ইস্ট্রান ইউনির্ভাসিটি অব বোস্টনে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পড়াশুনার জন্য পুর্ণাঙ্গ স্কলারশীপ পেয়েছে। তার বাবা জানান, তারিফ মামুন'স টিউটোরিয়ালের ছাত্র হলেও অন্যান্য বিভিন্ন উৎস বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকেও পড়াশুনার বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করেছে। তিনি তাঁর সন্তানের এহেন সাফল্যের সবটুকু মামুন'স টিউটোরিয়ালকে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। তিনি বলেন, মামুন'স টিউটোরিয়ালের কঠোর নজরদারি, বিভিন্ন জটিল বিষয়ের সহজবোধ্য সমাধান করে ছাত্রকে প্রস্তুত করা এবং জনাব মামুনসহ তাঁর প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ নিয়ে পড়ানোর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তারিফের মা বলেন প্রবাসের নানা বৈরি পরিবেশ ও বৈরি আবহাওয়া মোকাবেলা করে সন্তানকে স্কুলে দেওয়া, তার জন্য তীব্র শীত উপেক্ষা করে ছোট্ট শিশুকে নিয়ে প্রতিষ্ঠানের সামনে অপেক্ষা করা, জীবিকার জন্য দীর্ঘক্ষণ পরিবারের বাইরে থাকা- এতসব উপেক্ষা করে সন্তানকে দেশ ও দশের গর্বিত করে তুলতে বাবা-মায়ের অপরিসীম ত্যাগের মুল্যায়ন করেন। তিনি তাঁর সন্তানের এই সাফল্যে গর্ববোধ করেন। তিনি সকলের দোয়া কামনা করেন এবং মামুন'স টিউটোরিয়ালের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন।



রিজওয়ানুল হিমেল সুযোগ পেয়েছে বিশ্ববিখ্যাত বোস্টন ইউনিভার্সিটিতে। জনাব শরিফুল ইসলাম ও মোসাম্মৎ হীরা পারভীনের গর্বিত সন্তান মেকানিক্যাল

বিশ্ব মহামারীর দুর্যোগেও বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি ভর্তিতে
নতুন প্রজন্মের সাফল্যগাঁথা ও
আমাদের মামুন'স টিউটোরিয়ালের ভূমিকা





ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশুনা করছেন। ১৫১০ স্কোর নিয়ে সে সুযোগ পেয়েছে। মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ স্কলারশীপ পেয়েছে ৭৫ হাজার ডলার। তার বাবা-মা তার সাফল্যে উদ্বেলিত। রিজওয়ান সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁরা বলেন, ছোটবেলা থেকেই সে মেধাবী এবং নিয়মানুবর্তী। স্কুলে পুর্ণ মনোযোগী। আর তাকে আরো বিকশিত করে তুলেছে প্রবাসের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সাফল্য পাওয়া মামুন'স টিউটোরিয়াল। এ প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন করতে গিয়ে রিজওয়ানের পিতা বলেন, মামুন ভাইয়ের সত্যিকারের কমিউনিটির সেবা অতুলনীয়। তিনি মানুষ গড়ার আসল কারিগর। সন্তানতুল্য করে গড়ে তোলেন তিনি তাঁর ছাত্রছাত্রীদের। শুধু ব্যাবসায়িক চিন্তাধারা না করে পরবর্তী প্রজন্মকে দেশ ও দশের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় করে গড়ে তুলতে তিনি যে সংগ্রাম করছেন সেটা প্রশংসার দাবীদার। তাঁর পড়াশুনা করানোর বিশেষত্বই আলাদা। ছাত্রছাত্রীর মূল দুর্বলতার ভিতর ঢুকে তাদেরকে উপযোগী করে গড়ে তুলতে তিনি অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর কাছে পড়তে দিয়ে পিতামাতা অনেকটাই নির্ভর। তিনি তাঁর সন্তানের সাফল্যের পাশাপাশি মামুন'স টিউটোরিয়ালেরও সর্বোপরি সাফল্য কামনা করেন।



আমরিন হোসেন সুযোগ পেয়েছে নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে ও বিংহামটন ইউনিভার্সিটিতে। বিংহামটনে ফুল স্কলারশিপ প্রাপ্তিতে এখন সেখানে পড়তে যাবে।



নুহা কাউসার। জনাব কাউসারের সুযোগ্য কন্যা ১৫৬০ নম্বর পেয়েছিলো SAT-এ। বছরে ৭৫ হাজার ডলারের স্কলারশিপ পেয়ে সে ইউনির্ভার্সিটি অব পেনসেলভেনিয়াতে মলিক্যুলার বায়োলজি নিয়ে পড়তে যাচ্ছে। এই সমপরিমাণ স্কলারশীপ সে ৪ বছর ধরে পাবে। মেয়ের সাফল্যগাঁথার মুল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি আনন্দ প্রকাশের পাশাপাশি সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় সমস্ত প্রশংসা মামুন'স টিউটোরিয়ালকেই দিয়েছেন। মেয়ের সাফল্যে মামুন'স টিউটোরিয়ালের ভূমিকা, তাদের গাইড, পড়াশুনার পদ্ধতি, ভাল স্কোর করার পিছনে মিঃ মামুনের বিশেষ কেয়ার নেয়া, সর্বোপরি ছাত্রছাত্রীর সাফল্যের পিছনে প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষকবৃন্দের দায়বদ্ধতাই তার মেয়েকে সাফল্য এনে দিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তিনি তাঁর সন্তানের সাফল্যের জন্য সকলের দোয়াপ্রার্থী।



সোহেনী আলিম সুযোগ পেয়েছে নিউইয়র্কের হফস্ট্রা ইউনিভার্সিটিতে। এছাড়াও সে স্বনামধন্য সেন্ট জন্স ইউনিভার্সিটিতে ফুল স্কলারশিপ পেয়েছে। সন্তানের কঠোর পরিশ্রম ও একাগ্রতা ও সর্বোপরি মামুন'স টিউটোরিয়ালের ভুমিকার প্রশংসা করেন তার পিতামাতা।



সাইকা শ্রাবণী সুযোগ পেয়েছে নিউইয়র্ক সিটির ফোর্ডহাম ইউনিভার্সিটিতে। জনপ্রিয় খলিল বিরিয়ানী ও খলিল চায়নিজ-এর কর্ণধার জনাব খলিল এর সুযোগ্য কন্যা ফুল স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশুনা করতে যাচ্ছে। মেয়ের সাফল্যে তিনিও অন্যান্য সকলের মত উচ্ছ্বসিত।



অপ্সরা কবির সুযোগ পেয়েছে মিশিগান ইউনিভার্সিটিতে। সেও ফুল স্কলারশিপ পেয়ে পড়াশুনা করতে যাচ্ছে। সন্তানের এমন সাফল্যে পিতামাতা ও অভিভাবকরা অনেক উচ্ছ্বসিত।



আজান তালুকদার সুযোগ পেয়েছে আরআইটিতে। সে ফুল স্কলারশিপ পেয়ে পড়াশুনা করতে যাচ্ছে। তার পিতামাতা সন্তানের এই সাফল্যে গর্বিত ও আনন্দিত।



ফারিহা মাবুদ সুযোগ পেয়েছে বিশ্বনন্দিত বোস্টন ইউনিভার্সিটিতে। সে ফুল স্কলারশিপ পেয়ে পড়াশুনা করতে যাচ্ছে। তার বাবা মা তাঁদের সন্তানের এমন সাফল্যের সবটুকু তাঁদের কন্যা ও মামুন'স টিউটোরিয়ালকে দিতে কার্পন্য করেননি। তাঁরা মামুন'স টিউটোরিয়ালের কর্ণধার মিঃ মামুনের লেখাপড়া করানোর পদ্ধতিতে ভিষণ খুশী এবং এ প্রতিষ্ঠানের সকলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করেন।

এছাড়াও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্রছাত্রী যুক্তরাষ্ট্রের আইভী লীগ ইউনিভার্সিটিসহ বিভিন্ন খ্যাতনামা ইউনিভার্সিটিতে সুযোগ পেয়েছে। কেউ কেউ রয়েছেন আইভিলীগের অপেক্ষামান তালিকায়। এছাড়াও বিভিন্ন কলেজে ও ইউনিভার্সিটিতে অনেকেই ফুল স্কলারশিপ পেয়েছে। সব মিলিয়ে বর্তমান মহামারীর দুর্যোগের মধ্যেও বিভিন্ন হাইস্কুল পড়ুয়া যেসব ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন খ্যাতনামা ইউনিভার্সিটিতে সুযোগ পেয়েছেন তারা অত্যন্ত খুশী। তারা আগামী আগস্টে ক্লাস শুরু করবে।

এবারে যারা হাইস্কুল গ্রাজুয়েশন করছেন তারা অনেক কঠিন সময় পার করেছেন। মামুন'স টিউটোরিয়ালের কর্ণধার শেখ আল মামুন বলেন, মহামারী করোনার কারণে এবার বেশিরভাগ ইউনিভার্সিতে কলেজ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য SAT-এর রিকোয়ারমেন্ট ছিল না। তারপরও শিক্ষার্থীরা ফুল স্কলারশিপ নিয়ে পড়ার জন্য করোনার মধ্যেও স্যাটে আমাদের অনলাইন ক্লাসে অংশ নিয়েছে, নিয়মিত পড়াশুনা করে পরীক্ষা দিয়েছে। ফলশ্রুতিতে ভাল ফল করেছে। ওই নম্বর দিয়েই কলেজে তারা আবেদন করেছে। এবং সেখানেও তারা ভাল ফলাফল করেছে। যারা সুযোগ পেয়েছে এর মধ্যে কেও কেও আগেই ঝঅঞ দিয়েছিল। গত এক বছর ধরে শিক্ষার্থীদের মানসিক অবস্থা পড়াশুনার অনুকূলে ছিল না এবং তাদের লেখাপড়ার স্বাভাবিক অবস্থাও ব্যহত ছিল। অভ্যাসগত এবং ঐতিহ্যগতভাবে স্কুলে যেতে পারেনি দীর্ঘ এক বছর। অনলাইনে ক্লাস করেছে। কেউ কেউ অনলাইনে এক্টা ক্যারিকুলাম এক্টিভিটিজ করেছে। সব মিলিয়ে বৈরি পরিবেশের মধ্যেও তারা চেষ্টা করেছে ভাল করার। এই অবস্থায়ও তারা খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেয়েছে। এটা অত্যন্ত খুশির বিষয়। তিনি বলেন শুধু ব্যবসায়িক সাফল্য নয়, পরিবার সমাজ দেশ ও দশের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং মানুষ গড়ার অঙ্গীকার নিয়েই শিক্ষকতার মত মহান পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। তিনি বলেন, যে কোন সাফল্যেই টিমওয়ার্ক জরুরী। তিনি ও তাঁর প্রতিষ্ঠানের সকলেই ছাত্রছাত্রীদের সাথে যৌথভাবে এটি অনুসরণ করেন। তিনি ছাত্রছাত্রীদের লিডারশিপের মন্ত্রে উজ্জীবিত করে তাদেরকে উৎসাহিত করেন। তিনি মনে করেন, বর্তমানের এই সাফল্য ভবিষ্যত কমডিনিটির অন্যান্য বাচ্চাদের জন্যও অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়।



MOHAMMED MUJUMDER

City Council District 18, Bronx

Let's Build Together

347-208-1510
Facebook : Mujumder for the Bronx
web : www.mujumdernyc.com

Stay Alert> Control The Virus

করোনা মহামারি মোকাবেলায় মাস্কের ব্যবহার বাধ্যতামূলক
তাই নিজে সচেতন হউন অন্যদের উৎসাহিত করুন

প্রিয় সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,
আমি ২২ শে জুন ২০২১ সালের অনুষ্ঠিতব্য নিউইয়র্ক সিটি ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারী নির্বাচনে ব্রঙ্কসে অবস্থিত পার্কচেস্টার, ক্যাসেলহিল ও সাউন্ডভিউ এলাকা নিয়ে গঠিত নির্বাচনী এলাকা ডিস্ট্রিক্ট-১৮ থেকে কাউন্সিলম্যান পদপ্রার্থী।
পিছিয়ে পড়া এই কম্যুনিটির বাড়ির মালিক, ভাড়াটিয়া, টেক্সি চালক, ছোট ব্যবসায়ী, সরকারি হাউজিং-এ বসবাসকারী জনগণের মুখপাত্র হয়ে কম্যুনিটি হাউজিং, এপ্লয়মেন্ট, শিক্ষা ও বয়স্কদের সেবার মান উন্নয়নে আমি বদ্ধপরিকর।
আসছে ২২ শে জুন ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারী নির্বাচনে আমি আপনাদের ভোট প্রার্থনা করছি। সুতরাং আসুন একসাথে বিজয়ী হই।

Mohammed Mujumder
Candidate for City Councilman, District 18 Bronx.

Paid for by; Mujumder for the Bronx

TIZARAH



★ Grocery
★ Flowers
★ Halal Meat

110-24 Merrick Blvd, Jamaica NY 11433

একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

তিজারাহ্ গ্রোসারী এন্ড হালাল মিট

জ্যামাইকায়, ম্যারিক ব্লুবার্ডে গ্রোসারীর জগতে এক ঐতিহ্যবাহী নাম

প্রতিদিনই সবকিছু ফ্রেশ

Tel: 631-791-3072

BEST PRICE GUARANTEE

DELIVERY AVAILABLE



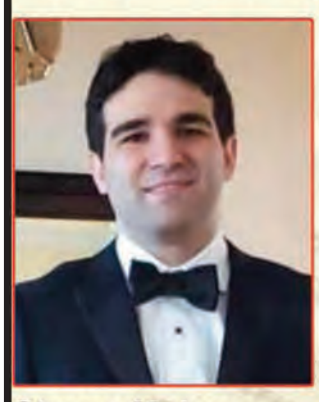
এখানে সর্বদাই তাজা হালাল মাংস ও চিকেন পাওয়া যায়

প্রতি সপ্তাহে প্লেনে আনা তাজা মাছ পাওয়া যায়

এখানে পাবেন সকল প্রকার মশলা, বাংলাদেশী তাজা ও ফ্রোজেন মাছ,
টাটকা শাক-সবজি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রোসারী সামগ্রী

১৭ ই মে ট্যাক্স ফাইলিং-এর শেষ দিন

সময় শেষ হবার আগেই দ্রুত ট্যাক্স ফাইল করুন.....



Steven M. Levy CPA

আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে
সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন
সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।

কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান
তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং
ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রক্ষা পাবেন।

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER



We are Top 500 intuit Company

Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস:
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

জ্যামাইকাঃ
168-16 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone:718-487-4507
Cell:646-464- 5944

ব্রংক্স:
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

e-mail: usa.bd54@gmail.com

নাচে-গানে-আবৃত্তিতে আড্ডা'র বৈশাখ বরণ



নিউইয়র্ক: গুরু অনুপ কুমার দাস দেশ ও প্রবাসের নাচের জগতের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম। যিনি সব সময় স্বপ্ন দেখতেন তার ছাত্র /ছাত্রীরা একদিন তার নাম উজ্জ্বল করবে। নিউইয়র্ক প্রবাসী এই নৃত্য গুরু গত বছরের জুলাই মাসে চলে গেছেন না ফেরার দেশে। কিন্তু তিনি রেখে গেছেন তার স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান আড্ডা, অনুপ দাস ডান্স একাডেমী এবং অসংখ্য ছাত্র/ছাত্রী। তার স্বপ্নকে পূরণ করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে একঝাক তরুন/তরুনী। তারই ধারাবাহিকতাই ভার্চুয়াল বৈশাখ বরণে মিলিত হয়েছিল অনুপ দাস ডান্স একাডেমীর ছাত্র/ছাত্রীরা। অনুষ্ঠানটি সফল করতে প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র ছাত্রীরা যথাসাধ্য চেস্টা করেছেন। গত ১১ এপ্রিল এক ঘন্টার এই অনুষ্ঠানে ছিল চমৎকার নাচ, গান আর কবিতা আবৃত্তি। নতুন প্রজন্মের এই পরিবেশনা ছিল সত্যিই মুগ্ধ করার মত। করোনা ও শত ব্যস্ততার মাঝেও অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের বাংলা সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছেন।

অনুষ্ঠানে নাচের কোরিওগ্রাফ করেছেন প্রয়াত নৃত্য গুরু অনুপ কুমার দাস এবং তারই সিনিয়র গ্রুপের ছাত্রী মিথান দেব। নাচ, গান ও কবিতায় যারা অংশগ্রহন করেছেন তারা হলেন- মিথান, নিরমা, ঈশানী, কৃষ্ণা, ঈষা, তৃষা, অর্পিতা, চৈতন্য, অদিতি, নির্জা, মেঘা, অনিকত, অবন্তি, অন্বেষা, রিয়া, রিমঝিম, পারমিতা, রুচি, অমৃতা, সঞ্চিতা, তুলসি ও ত্রিপর্ণা। টেকনিকেল সাপোর্টে ছিল ঈষানী, মৃদুলা, নিরমা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন সুরাইয়া আলম লাকী। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

আমরা যুদ্ধে জিতেছি, হেরেছে

(৩১ পাতার পর)

আশঙ্কা রয়েছে, তারা ১৯৯০-এর দশকে যে কট্টর ইসলামিক আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেছিল, ক্ষমতায় এলে সেটা তারা আবার ফিরিয়ে আনবে। অনেক তরুণ গত দুই দশক ধরে যে স্বাধীন পরিবেশে বড় হচ্ছিল তারা সেই স্বাধীনতা হারাবে বলে তাদের আশঙ্কা রয়েছে।

একজন স্থানীয় বাসিন্দা পরে আমাদের সাথে কথা বলেন তার নাম পরিচয় গোপন রাখার শর্তে। তিনি আমাদের বলেন, তালেবান আমাদের সাথে সাক্ষাৎকারে যা বলেছে, বাস্তবে তারা তার চেয়ে অনেক বেশি কট্টর। দাঁড়ি কাটার কারণে তারা গ্রামবাসীদের চড় মেরেছে, বা মারধর করেছে, বা গানবাজনা শোনার জন্য তারা স্টিরিও সেট ভেঙে দিয়েছে। তাদের কথা শোনা ছাড়া মানুষের কাছে আর কোনো বিকল্প নেই। এমনকি ছোটখাট ব্যাপারেও তারা গায়ে হাত তোলে। মানুষ ভয় পায়।'

হাজি হেখমাত ১৯৯০-এর দশকে তালেবানের অংশ ছিলেন। তালেবানের তরুণ যোদ্ধারা আমাদের সাথে যদিও খোলামেলাভাবে মিশছিল এবং ছবি ও সেলফি তুলছিল খোলা মনে, কিন্তু হেখমাত প্রথমদিকে আমাদের ক্যামেরা দেখেই পাগড়ি দিয়ে তার মুখ ঢেকে ফেললেন। তারপর হেসে বললেন, পুরনো অভ্যাস। পরে আমাদের ছবি তুলতে বাধা দেননি। তালেবানের পুরনো শাসনামলে ছবি তোলা নিষিদ্ধ ছিল।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আগে ক্ষমতায় থাকাকালীন তারা কোনো ভুল করেছিলেন? আবার ক্ষমতায় এলে তারা কি একইভাবে কাজ করবেন?

হাজি হেখমাত বলেন, 'তালেবান আগে যেমন ছিল, এখনো ঠিক তেমনই আছে। তুলনা করতে চাইলে বলবো, কিছুই বদলায়নি। তবে, অবশ্যই ব্যক্তি বদলেছে। তাদের কেউ আগের চেয়েও কঠোর, কেউ আগের চেয়ে নরম। এটাই তো স্বাভাবিক।'

যে ইসলামিক সরকার তারা গড়তে চান, সেটা বলতে তারা কী বোঝাচ্ছেন, সে বিষয়ে তালেবান ইচ্ছাকৃতভাবেই কিছুটা অস্পষ্টতা দেখালেন। কিছু বিশ্লেষক এটাকে দেখছেন, দলের ভেতর কট্টরপন্থী এবং কিছুটা উদারপন্থীদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব হিসেবে। দল কী দুই ধরনের মতাদর্শের সহাবস্থান মেনে নিতে পারবে? ক্ষমতায় গেলেই সেটা দলের জন্য একটা বিরাট পরীক্ষা হয়ে দাঁড়াবে বলে তারা মনে করছেন।

আমরা দুপুরে খেতে বসে শুনলাম দূর থেকে অন্তত চারটে বিমান হামলার শব্দ। হেখমাত বললেন, 'ওটা অনেক দূরে, চিন্তার কারণ নেই।'

আমেরিকান বাহিনী তালেবানের অগ্রযাত্রা ঠেকিয়ে রাখতে গত কয়েক বছর তাদের বিমান শক্তি ব্যবহার করেছে। যদিও গত বছর তালেবানের সাথে চুক্তি সই করার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র তার সামরিক অভিযান উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমিয়ে দিয়েছে। অনেকেরই আশঙ্কা আমেরিকান সৈন্য পুরোপুরি প্রত্যাহার করে নেয়ার পর তালেবান সামরিক পথে দেশের ক্ষমতা গ্রহণ করবে।

হাজি হেখমাত বলছেন, আফগানিস্তানের সরকার, যাকে তালেবান কাবুল প্রশাসন বলে উল্লেখ করে, তারা দুর্নীতিবাজ এবং অ-ইসলামিক। তার মতো তালেবান নেতারা আফগানিস্তানের বর্তমান প্রশাসনের সাথে আপস করতে কতটা পারবেন তা নিয়ে সন্দেহ আছে, যদি না তালেবানের শর্ত সরকার মেনে নেয়।

এটা জিহাদ, হাজি হেখমাতের পরিস্কার বক্তব্য, 'এটাই ধর্মপালন। আমরা ক্ষমতার জন্য লড়ছি না, আল্লাহ ও তাঁর বিধান কায়েমের জন্য লড়ছি। আমরা এই দেশে শরিয়া প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আমাদের পথে যেই বাধা সৃষ্টি করবে, আমরা তার বিরুদ্ধে লড়ব।' সূত্র : বিবিসি

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.





একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.





SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন



Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com
জ্যাকসন হাইট্স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটি'র 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮
মুসলিম কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)



ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির 'ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
এম, এম, বিএস-সি (অনার্স) এম,এস-সি (ভূগোল)
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বায়তুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রঙ্কস
ম্যারেজ রেজিস্ট্রার : নিউইয়র্ক স্টেট, ইউএসএ।
পরিচালক : এম, সেতারা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ (বাংলাদেশ)। বাংলাদেশ থেকে হজ্ব ও ওমরার বুকিং চলছে।
গ্রুপ ভিত্তিক/বাসায় গিয়ে 'বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষা' দেওয়া হয়।
যোগাযোগঃ ৬৮-১৫, ৩৮ এভিনিউ, ২য় তলা, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭ (৭- ট্রেন, ৬৯ সাবওয়ে-এর অর্থরুক উত্তরে)
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

মুনার কোরআন বিতরণের উদ্যোগ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: 'কোরআন পড়ুন-বুঝুন-মানুন, কোরআনের আলোকে জীবন গড়ুন' এই প্রতিপাদ্যে মুসলিম উন্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা)-এর উদ্যোগে কোরআন বিতরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহযোগিতা করছে আল কোরআন দাওয়া সেন্টার।

আয়োজকরা জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বিনামূল্যে কোরআন বিতরণের প্রকল্পটি আল-কোরআন দাওয়া সেন্টারের। একমাসের স্পন্সরে ৫০০ কোরআরের জন্য ৫০০ ডলার, ৩০০ কোরআনের জন্য ৩০০ এবং ১০০ কোরআনের জন্য ১০০ ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে সকল মুসলিমদের ডোনেটের আহবান জানানো হয়েছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ৩৪৭৯৫১৬৮২৯ নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে।

এদিকে মুনা'র আল কোরআন দাওয়া সেন্টারের ফান্ডরাইজিং উপলক্ষ্যে তাফসীরুল কোরআন মাহ-ফিল হয়েছে। শনিবার (১৭ এপ্রিল) নিউইয়র্ক সময় সকাল ১১টা এবং বাংলাদেশ সময় রাত ৯ টায় এই মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে তাফসিল পেশ করেন মুনার সাবেক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন।

ওয়ান পাউন্ড হসপিটালে ফান্ড রাইজিং মঙ্গলবার



জুয়েল সাদাত: প্রস্তাবিত সিলেটের বিশ্বনাথের ওয়ান পাউন্ড হসপিটাল বাস্তবায়নের জন্য প্রথম বারের মত ফান্ড রাইজিং আগামী ৮ রামাদান মঙ্গলবার (২০ এপ্রিল) বৃটেনের চ্যানেল এস এ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ফান্ড রাইজিং অনুষ্ঠান বিকাল ৫ টা থেকে ভোর ফজর পর্যন্ত চলবে। সেখানে উপস্থিত থাকবেন হসপিটালের উদ্যোক্তা পরিচালকরা। ডোনেশনের জন্য সরাসরি- ০২০ ৮৫২৩ ১৬৬৬ এবং ষ্টুডিও নাম্বার- ০২০ ৮৫২৩ ৪১১১ এ সংশ্লিস্টদের যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ রেজিষ্টার্ড চ্যারিটি ওয়ান পাউন্ড হসপিটালটির ইতিমধ্যে বিশ্বনাথের রশিদপুরে সাড়ে পাঁচ কিয়া'র জায়গা কেনা হয়েছে। ফাউন্ডার হিসাবে ৩০০ জনের প্লেজড রয়েছে। উক্ত ফান্ড রাইজিং-এ ৫০০ হাজার পাউন্ড সংগ্রহের টার্গেট করা হয়েছে বলে জানান ওয়ান পাউন্ড হসপিটালের চেয়ারপারসন ডা. শানুর আলী মামুন ও সেক্রেটারী কাউন্সিলার আয়াছ মিয়া।

চ্যানেল এস'র ফান্ডরাইজিং-এ যে কোন প্রবাসী নিম্ন লিখিত নির্দিষ্ট প্রজেক্টে ডোনেট করতে হবে।

কন্সট্রাকশন- একটি ওয়ার্ড ৩০ হাজার পাউন্ড। একটি রুম ৩ হাজার পাউন্ড। এক রুমের টাইলস ৫০০ হাজার পাউন্ড। এক টন রড ৭৫০ পাউন্ড। একটি দরজা ৩০০ পাউন্ড। ১০ বস্তা সিমেন্ট ১০০ পাউন্ড।

হসপিটাল প্রজেক্টে, ১টি এম্বুলেন্স ৩০ হাজার পাউন্ড। ১টি এক্সরে মেশিন ২৫ হাজার পাউন্ড। আল্ট্রাসোগ্রাম মেশিন ১৫ হাজার পাউন্ড। ইসিজি মেশিন ৫ হাজার পাউন্ড। ১টি বেড ৫ হাজার পাউন্ড। একটি ট্রলি ২০০ পাউন্ড ও মেডিসিন ১০০ পাউন্ড। এছাড়াও যে কেউ ১ হাজার পাউন্ড দিয়ে ফাউন্ডার মেম্বার হবার সুযোগ নিতে পারবেন। ১০ হাজার পাউন্ড দিয়ে ফাউন্ডার প্যেট্রন হতে পারবেন।

ওয়ান পাউন্ড হসপিটালের ট্রেজারার মওলানা সিরাজুল ইসলাম জানান, আমাদের ওয়ান পাউন্ড হসপিটাল চ্যানেল এস'র ৮ রামদানের ফান্ড রাইজিং-এর পর গতি ফিরে পাবে। আমরা ভাল সাড়া পাচ্ছি, আশা করছি আমাদের টীম টার ব্যাপারে সর্ব মহলের গ্রহনযোগ্যতা রয়েছে। তাই আমরা সফল হবো, বছর শেষ হবার আগেই আমরা ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে পারব। যে কেউ ওয়েব সাইটে গিয়ে যে কোন প্রশ্ন করতে পারবেন, আমাদের আপডেট পাবেন। যে কোন সময় জড়িত হতে পারবেন, ডোনেশন করতে পারবেন।

ওয়েব সাইটের ঠিকানা: onepoundhospital.org.uk





শাপলা'র পক্ষ থেকে ফ্রি কোভিড-১৯ টেষ্ট আয়োজন

নিউইয়র্ক: শাপলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েটস নিউইয়র্ক ইনক এর পক্ষ হতে গত ১১ এপ্রিল রোববার বিকাল ৪টা হতে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত নকশি ডিসকাউন্ট ষ্টোরের সামনে (৭১-২৬ ৩৫ এভিনিউ, জাকসন হাইটস) কোভিড-১৯ ফ্রি টেষ্ট এর আয়োজন করা হয়। কোভিড টেষ্ট উদ্বোধন করেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি মো: নূরুল হাসান। এসময় সংগঠনের সভাপতি ওয়াসীম উদ্দিন ভূইয়া, সিনিয়র সহ সভাপতি মো: মোস্তফা রিপন, সহ সভাপতি মোহাম্মদ হোসেন বিপ্লব, সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন উজ্জ্বল, সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল আমিন, অর্থ সম্পাদক মো: ওমর ফারুক, সহ অর্থ সম্পাদক আবদুল কাশেম চৌধুরী, অডিট কমিটির প্রধান মো: আলমগীর হোসেন সহ সংগঠনের আরো অনেক সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত আয়োজনে সংগঠনের সকল সদস্য সহ জ্যাকসন হাইটস বাসিন্দাবৃন্দ সারিবদ্ধভাবে দাড়িয়ে থেকে ফ্রি-কোভিড-১৯ টেষ্ট প্রদান করেন। টেষ্ট প্রদানকারী প্রত্যেককে সংগঠনের পক্ষ থেকে এক বক্স মাস্ক এবং হ্যান্ড সেনিটাইজার প্রদান করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল

আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালরচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ফুলটাইম হিফ্‌জুল কোরআন ক্লাস

ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোর্‌আন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখ্‌লাক, ফিক্‌হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।

সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা
ভর্তি চলছে!

সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরিচালক ঃ শায়েখ মুফ্‌তি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।

Al-Mansoor Cultural Center
Learning • Reflecting • Celebrating • Growing
ভর্তি চলছে
Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

আমরা যুদ্ধে জিতেছি, হেরেছে আমেরিকানরা : তালেবান

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: উত্তরের মাজার-এ-শরীফ শহর থেকে তালেবান নিয়ন্ত্রিত এলাকায় গাড়িতে পৌঁছাতে সময় লাগে ৩০ মিনিটের মতো। বোমা বিস্ফোরণে রাস্তার ওপর তৈরি বড় বড় গভীর গর্ত পেরিয়ে তালেবান নিয়ন্ত্রিত বালখ জেলায় পৌঁছাতে আমাদের স্বাগত জানালেন হাজি হেখমাত, ওই এলাকায় তালেবানের ছায়া মেয়র। মাথায় কালো পাগড়ি, গায়ে আতরের খুশবু- দলের প্রবীণ সদস্য হেখমাত তালেবানে যোগ দিয়েছিলেন ১৯৯০-এর দশকে, যখন দেশের বেশিরভাগ এলাকায় তারা তাদের শাসন কায়েম করেছিল।

তালেবান আমাদের দেখাল তাদের এখনো কতটা পরাক্রম। রাস্তার দু'ধারে সারি দিয়ে দাঁড়ানো ভারী অস্ত্রে সজ্জিত তাদের সদস্যরা, একজনের হাতে রকেট চালিত গ্রেনেড উৎক্ষেপক, আরেকজনের হাতে আমেরিকান বাহিনীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া এম-ফোর বন্দুক।

বালখ এক সময় দেশের অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল একটি এলাকা ছিল। এখন এটি দেশের অন্যতম সবচেয়ে সহিংস এলাকা। স্থানীয় সামরিক কমান্ডার বারিয়ালাইয়ের নামে এলাকার সবাই খুবই ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। তিনি বললেন, 'সামনে মূল বাজার। ওখানেই সরকারি বাহিনী রয়েছে, কিন্তু তারা তাদের ডেরা থেকে বের হতে পারে না। এই এলাকার মালিক হলো মুজাহেদীনরা।'

আফগানিস্তানের বেশিরভাগ অংশের চিত্র একইরকম: সরকার শহর এবং বড় বড় শহরতলীগুলো নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু তাদের চারপাশ ঘিরে রয়েছে তালেবান। আশপাশের বিস্তীর্ণ গ্রাম এলাকা জুড়ে রয়েছে তালেবানের নিয়ন্ত্রণ।

প্রধান সড়কগুলোয় বিক্ষিপ্ত চৌকিতে তালেবান উগ্রবাদি তাদের উপস্থিতি জানান দেয়। তালেবান সদস্যরা গাড়ি থামায়, যাত্রীদের প্রশ্ন করে এবং বুঝিয়ে দেয় এই এলাকায় কর্তৃত্ব তাদেরই। তালেবানের গোয়েন্দা বিভাগের স্থানীয় প্রধান আমির সাহিব আজমল আমাদের বললেন, তারা খোঁজ নিয়ে জানতে চেষ্টা করে সরকারের সাথে কাদের যোগাযোগ আছে। তিনি বলেন, 'আমরা খোঁজ পেলে তাদের গ্রেফতার করব, বন্দী করব। তারপর আমাদের আদালতে তাদের সোপর্দ করব। তারাই ঠিক করবে এরপর তাদের ভাগ্যে কী আছে।'

তালেবান মনে করে তারাই জয়ী হয়েছে। গ্রিন টি-র পেয়ালা হাতে নিয়ে হাজি হেখমাত ঘোষণা করলেন, 'আমরা যুদ্ধে জিতেছি, হেরেছে আমেরিকানরা'।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আফগানিস্তান থেকে শেষ আমেরিকান সৈন্যদের প্রত্যাহারের তারিখ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর অর্থ হলো, সেখানে আমেরিকান সেনারা মে মাসের পরেও থাকছে।

গত বছর ট্রাম্প প্রশাসনের সাথে তালেবানের চুক্তি হয়েছিল ১ মে'র মধ্যে সব সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়া হবে। বাইডেনের সিদ্ধান্তে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তালেবানের রাজনৈতিক নেতৃত্ব। তার পরেও তালেবানের মনোবল চাঙ্গা রয়েছে।

হাজি হেখমাত বলেন, 'আমরা সব কিছুর জন্য প্রস্তুত। 'আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত, এবং জিহাদের জন্যও পুরো তৈরি। তার পাশে বসা একজন সামরিক অধিনায়ক যোগ করলেন, জিহাদ ধর্মাচরণেরই অংশ। আল্লাহর পথে সংগ্রাম, আপনি যতই করুন না কেন, কখনই ক্লান্ত হবেন না।'

গত বছর তালেবানের জিহাদ নিয়ে আপাতদৃষ্টিতে কিছু পরস্পর-বিরোধিতা দেখা গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চুক্তি সই করার পর তারা আন্তর্জাতিক বাহিনীর ওপর হামলা চালানো থেকে বিরত ছিল। কিন্তু আফগান সরকারের সাথে লড়াই তারা থামায়নি। হাজি হেখমাত অবশ্য কোনোরকম পরস্পর-



বিরোধিতার কথা আদৌ স্বীকার করেন না। 'আমরা চাই ইসলামী সরকার যা শরিয়া আইন মোতাবেক দেশ শাসন করবে। আমাদের দাবি না মানা পর্যন্ত আমরা জিহাদ অব্যাহত রাখব।'

তালেবান আফগানিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে ক্ষমতার ভাগাভাগিতে আগ্রহী কি-না, এ প্রশ্নের উত্তরে হাজি হেখমাত কাতারে দলের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'তারা যে সিদ্ধান্ত নেবে আমরা মেনে নেব।'

তালেবান নিজেদের শুধু একটা বিদ্রোহী গোষ্ঠী বলে মনে করে না, মনে করে তারা সরকারের দায়িত্ব নেয়ার অপেক্ষায় একটি দল। তারা নিজেদের 'ইসলামিক আমিরাত অফ আফগানিস্তান' বলে উল্লেখ করেন। ১৯৯৬ সালে ক্ষমতার দখল নেয়ার পর এই নামই তারা ব্যবহার করতেন। ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১-এর হামলার পর তাদের আফগানিস্তানের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা হয়। এখন তারা একটা আধুনিক ছায়া সরকারের কাঠামো গড়ে তুলেছে। তারা যেসব এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে, সেসব এলাকায় বিভিন্ন দৈনন্দিন সেবার দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে তাদের কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।

তালেবান মেয়র, হাজি হেখমাত আমাদের এলাকা ঘুরিয়ে দেখালেন।

আমাদের দেখালেন একটি প্রাথমিক স্কুল। সেখানে জাতিসংঘের দেয়া বই নিয়ে লেখাপড়া করছিল অল্পবয়সী ছেলে ও মেয়েরা। ১৯৯০-এর দশকে ক্ষমতায় থাকাকালীন তালেবান নারী শিক্ষা নিষিদ্ধ করেছিল, যদিও সেকথা তারা প্রায়ই অস্বীকার করে। এমনকি এখনো অন্যান্য এলাকায় একটু বেশি বয়সী মেয়েদের ক্লাস করার অনুমতি দেয়া হয় না বলে খবরে শোনা যায়। কিন্তু অন্তত এই এলাকায়, তালেবান বলছে, তারা সক্রিয়ভাবে নারী শিক্ষায় উৎসাহ দিচ্ছে।

তালেবানের স্থানীয় শিক্ষা কমিশনার মওলাওয়ি সালাহউদ্দিন বলেন, 'তাদের লেখাপড়া শেখা গুরুত্বপূর্ণ, তারা হিজাব পরলে কোনো সমস্যা নেই। মাধ্যমিক স্কুলে নারী শিক্ষিকার পড়ানোর অনুমতি রয়েছে, তবে তার হিজাব পরা বাধ্যতামূলক। তারা শরিয়া মানলে কোনো সমস্যাই নেই।'

স্থানীয় সূত্রগুলো আমাদের বলেছে যে, তালেবান পাঠ্যক্রম থেকে শিল্প এবং নাগরিকত্ব বিষয়ক ক্লাসগুলো বাদ দিয়েছে। সে জায়গায় ইসলামী বিষয়ে ক্লাস নেয়া হচ্ছে। এ ছাড়া জাতীয় পাঠ্যক্রম মেনেই ক্লাস চালানো হচ্ছে।

তালেবান নিজেদের মেয়েকে কি স্কুলে পাঠায়? এমন প্রশ্নের জবাবে মওলাওয়ি সালাহউদ্দিন বলেন, 'আমার মেয়ে খুবই ছোট, কিন্তু সে একটু বড় হলে আমি তাকে স্কুলে এবং মাদরাসায় পাঠাবো, যদি সেখানে শরিয়া মানা হয় এবং হিজাব পরতে দেয়া হয়।' সেখানে কর্মীদের বেতন দেয় সরকার, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ তালেবানের হাতে। সারা দেশ জুড়ে দুটি ধারার পদ্ধতি চলছে।

কাছেই, একটি ত্রাণ সংস্থা পরিচালিত একটি স্বাস্থ্য ক্লিনিকেও একই ব্যবস্থা চলছে। তালেবান নারী কর্মীদের কাজ করতে দিচ্ছে, কিন্তু রাতের বেলা তাদের সাথে একজন পুরুষ অভিভাবক থাকা আবশ্যক। নারী ও পুরুষ রোগীদের আলাদাভাবে দেখা হয়। তবে জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে তথ্য চাইলেই পাওয়া যায়।

তালেবান অবশ্যই চেয়েছে যে আমরা যেন তাদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখি।

স্কুল থেকে ঘরে ফেরা এক ঝাঁক স্কুলছাত্রী যখন আমাদের গাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, তখন হাজি হেখমাত বেশ উত্তেজিত ভঙ্গিতে তাদের হাত নাড়লেন। আমাদের বলার চেষ্টা করলেন, আমরা যা দেখব বলে আশা করেছিলাম বাস্তব সেটা নয়।

তবে নারী অধিকার নিয়ে তালেবানের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে উদ্বেগ এখনো রয়ে গেছে। তাদের দলে কোনো নারী প্রতিনিধিত্ব নেই। ১৯৯০-এর দশকে নারীদের ঘরের বাইরে কাজ করার অনুমতি ছিল না।

বালখ জেলার গ্রামগুলোর ভেতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময়, আমাদের চোখে পড়ল অনেক নারী। তাদের অনেকেই বোরকা না পরেই ঘোরাফেরা করছিলেন। তবে স্থানীয় বাজারে কোনো নারী দেখলাম না। হাজি হেখমাত জোর দিয়ে বললেন, তাদের বাজারে যাওয়ার ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে রক্ষণশীল সমাজে মেয়েরা সাধারণত বাজারে যায় না।

আমাদের ঘোরাফেরার সময় তালেবান সদস্যরা আমাদের সাথে সাথে ছিলেন। যে কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দার সাথে আমাদের কথা হয়েছে, তারা সকলেই বলেছেন, তারা তালেবানকেই সমর্থন করেন। তারা বলেছেন, নিরাপত্তা এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রণে তালেবান যেভাবে কাজ করেছে তাতে তারা কৃতজ্ঞ।

ওই এলাকার প্রবীণ এক বাসিন্দা বলেন, সরকার যখন এলাকা নিয়ন্ত্রণ করত, তখন আমাদের লোকজনকে তারা জেলে পুরতো এবং তাদের ছাড়িয়ে আনার জন্য ঘুষ দাবি করত। আমাদের মানুষ প্রচুর ভোগান্তির শিকার হয়েছে, এখন আমরা অনেক স্বস্তিতে আছি।

তালেবানের রক্ষণশীল মূল্যবোধের সাথে বেশিরভাগ গ্রামীণ এলাকায় কোনো সংঘাত নেই। কিন্তু বিশেষ করে অনেক শহর এলাকায় এমন একটা (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!
এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত
ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক
Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম
UNITED TRAVELS INC.
37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-
Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট
Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল
২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
আসন সংখ্যা সীমিত
আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ
সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে
সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়
Emirates السعودية SAUDIA الاتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS
37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



Sheikh Salim
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে **(Loan Modification)** ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে **(Foreclosure)** ফ্রি সহায়তা
- আরইও **(REO)** বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর **(Taxlien)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের **(Short Sale)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ **(Mix Use)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

---

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



KAKATUA
AGENCY
Authorised IRS e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

এস্টোরিয়ার প্রাণকেন্দ্রে বাংলাদেশী ফার্মেসী

আমিন ফার্মেসী

সর্বদা ১০% Off

আমরা মেডিকেইড (বেনিফিট), সিবিএস এন্ড
কেয়ারমার্ক, মেডিকেয়ার, বি এবং ডি, সহ
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি।

MONSUR CHOWDHURY
Pharm D.R.Ph.
Supervising Pharmacist

29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611
Fax: (718) 786-6613

INSURANCE
New/ Renewal

- AUTO, HOME, BUSINESS, BLACK CAR, GREEN CAB
- FOOD-FRUITS VENDOR, LIABILITY
- COMMERCIAL VAN, STORE LIABILITY.
- CONSTRUCTION, WORKERS COMP. & DISABILITY.



BEST PRICE AND SATISFACTION GUARANTEED

TDS Insurance Brokerage Corp.

Tel : 718-483-9310, Fax : 718-483-9311

BROOKLYN OFFICE

118 Beverley Rd. Brooklyn, NY 11218

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

ই-মেইল :
শধফবৎরশরনৎরধ@মসধরষ.পড়স

ঠিকানা :
ঝঁৎ ঙ ইধহবব ঝধহমববঃ অপধফবসু
১৪৬ গধৎষনড়ৎড়ঁমষ জড়ধফ
টঢ়ঢ়বৎ উধৎন্ন, চঅ ১৯০৮২

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com



যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।

বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।



Southeast USA Group Inc.
74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

As Seen On TV

SPRING IS HERE: ARE YOU WORKING IN CONSTRUCTION?



Perry D. Silver
ATTORNEY LICENSED TO PRACTICE LAW
IN THE COURTS OF THE STATE OF NEW YORK

Nazmul Chowdhury
Assistant to Mr. Silver
(917) 533-0287

Office: 212.661.8400
60 East 42nd Street, Suite 2212, New York, NY 10165 • Fax: 212.661.1242

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC
37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

তড়িৎ বাড়ী বিক্রি করে ফোরক্লোজার বন্ধ করুন এবং ক্রেডিট কার্ড রক্ষা করুন এই বিষয়ে আমরা সততার সাথে সাহায্য করি।

Omni Realty
The Realty People



Nurul Huda Harun
Real Estate
Associate Broker

118-18 101 Avenue
Richmond Hill,
NY 11419

Tel: 718-441-7000
Fax: 516-441-3548
Cell: 917-238-4161

nurul@omnirealty.com

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100



* স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
* জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
* মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
* Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S.



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health

INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

মাওলানা মামুনুল হক ও জালালুদ্দীন সহ সকল শীর্ষ আলেমদের মুক্তি দাবী

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব মাওলানা মামুনুল হক ও যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা জালালুদ্দীন সহ সকল শীর্ষ আলেমদের গ্রেফতারের তীব্র প্রতিবাদ ও দ্রুত মুক্তির আহবান জানিয়েছেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি মুফতী হাফিজ লুৎফুর রহমান ক্বাসিমী, সিনিয়র সহ সভাপতি মাওলানা মুহিব্বুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা শিহাবুদ্দীন সাকিব ও সাংগঠনিক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম খান শাহীন ।

এক যৌথ বিবৃতিতে নেতৃবন্দ বলেন, পবিত্র রমজান মাসে আলেম উলামাদের গ্রেফতার ও নির্যাতন এটা অত্যন্ত ঘৃন্য কাজ যা বর্তমান প্রশাসন নির্লজ্জভাবে করেছে আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি ও অতি শীগ্রই পবিত্র রমজান মাসের মধ্যেই সকল শীর্ষ আলেমদের মুক্তি ও সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানাচ্ছি।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ আশা প্রকাশ করে বলেন, সরকার ভুল পথে পা দেবেনা নতুবা তার পরিনতি শুভ হবেনা, সেজন্যেই অতিত ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকার ও প্রশাসন শীঘ্রই এহেন অশুভ আচরণ থেকে বিরত হবে।

ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলা ট্যুর

৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভুল তথ্যের ভিত্তেতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE

Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
রিমোভ কন্ডিশন
এফিডেভিট অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুলাক
রিফিউজি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্সি ক্যাব ও ফুড ভেন্ডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

FREE CONSULTATION!!!

I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT

Authorized IRS e-file Provider

IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC

Board certified in Internal Medicine

87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 347-297-4302

Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত

(শেষের পাতার পর)

সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন-তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটে বিক্রি হয়ে যাবে। এ দলনের বিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ। কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তরাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে পরিণত করতে পারেন না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত যেসব কথা বলে থাকেন তা নিম্নরূপ:

যোগাযোগ কম: আপনি আশা করেন যে আপনার এজেন্ট আপনার বাড়ি বিক্রির কাজে ব্যস্ত থাকবেন। তার অর্থ হচ্ছে, সে অনেক সময় তার এই ব্যস্ততার জন্য হয়ত আপনার ফোন ধরতে পারবেন না। কিন্তু একজন বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভদ্রতার খাতিওে হয়ত আপনাকে কল ব্যক করবেন কিন্তু আপনার জন্য যে সসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হয়ত আপনাকে বলতে ভুলে যাবেন, এবং সত্যিকার অর্থেই তারা গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগে ব্যর্থ।

আপনাকে বারবার আশ্বাস দেবে কিন্তু সে আশ্বাস কাজে পরিণত করতে পারবে না: এটা ঘটতে পারে আপনার বাড়ির লিস্টিং অথবা বিক্রির চুক্তি সাক্ষরের ক্ষেত্রে। একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট আপনাকে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রে করে দেওয়ার আশ্বাস দেবে। এজন্য তিনি ওয়েবসাইট, স্যোসাল মিডিয়া, ভিডিও ট্যুরস, প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি-ইত্যাদিও মাধ্যমে বাড়িটি বাজারজাত করার উদ্যোগের কথা বলবেন। কিন্তু দেখা যাবে তিনি যেসব উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছিলেন তার খুব কমই করতে পেরেছেন।

উদ্ভট ফটোগ্রাফি ও ভিডিও: ইদানিং ক্রেতারা বাড়ি ক্রয় করার কাজটি শুরু করেন, বাড়ির ছবি বা ভিডিও দেখে। ফলে বিক্রিত বাড়ির ছবি বা ভিডিও-এর ক্ষেত্রে প্রফেশনাল ছোঁয়া না থাকলে ক্রেতা আকর্ষন করা কঠিন। কিন্তু বাড়ি বিক্রেতার এজেন্ট হয়ত বলবেন যে তিনি এক্ষেত্রে সেরা কাজটি করবেন কিন্তু দেখা গেল তিনি যে ছবি ও ভিডিও দিয়েছেন তা কোন মতে করা হয়েছে এবং দায় সারা গোছের।

আপনার বাড়িটি যে বাজাওে বিক্রি হবে সে বাজার সম্পর্কে অজ্ঞ: আপনি অবশ্যয় চাইবেন আপনার বাড়িটি যে এলাকার আপনার এজেন্ট সে এলাকায় বাড়ি বিক্রি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবেন।

উপরোক্ত বিষয়সমূহে একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভাল হলে সে হবে আপনার বাড়ির জন্য প্রকৃত এজেন্ট। আপনি যখন আপনার বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেবেন, আাপনি ভাল কওে জেনে নিন আপনি যে এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন ওপওে উল্লেখিত বিষয়গুলোতে আপনার এজেন্টের যোগ্যতা কেমন। এ বিষয়ে আপনি একটি চেক লিস্ট করতে পারেন এবং তার ভিত্তিতে আপনার জন্য যোগ্য এজেন্ট নিয়োগ দিন।

এ বিষয়গুলোতে চিন্তা কওে আপনি নিশ্চিত হন যে আপনি এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন না যিনি আপনার স্বার্থ দেখার চেয়ে তার ওয়ালেট ভারী করার কাজে বেশী মনোযোগী।

কি করবেন? যখন আপনি বাড়ি বিক্রি করবেন তখন একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া আপনার সফলতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার উচিত হবে এমন একজনের প্রতি নজর দেওয়া যে আপনার বাড়ি বিক্রির সকল পর্যায়ে আপনার সাথেই থাকবেন এবং আপনার স্বার্থ দেখবেন। রিয়েল এস্টেট বাজারে ভাল যোগাযোগ আছে একই সাথে আপনার সাথে ভালভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে তেমন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বাড়ি বিক্রির জন্য মুল্যবান। সত্যিকার ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট এই বিষয়গুলো জানেন এবং তারা আপনার জন্য যথাসাধ্য করতে পি-ছুপা হন না। নিম্নে উল্লেখিত কাজগুলো খেয়াল করুন এবং যে আপনাকে প্রতারিত করতে পারে এমন যে কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বর্জন করুন:

কখনো ডুয়েল এজেন্সী গ্রহণ করবেন না।

এমন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে মনোনীত করবেন না যে শুধু ওপেন হাউজকে প্রাধান্য দেয়।

এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেবেন না, যে শুধু বাড়ি বিক্রয় করাকে শুধু তার মূল্যের ওপর গুরুত্ব দেয়।

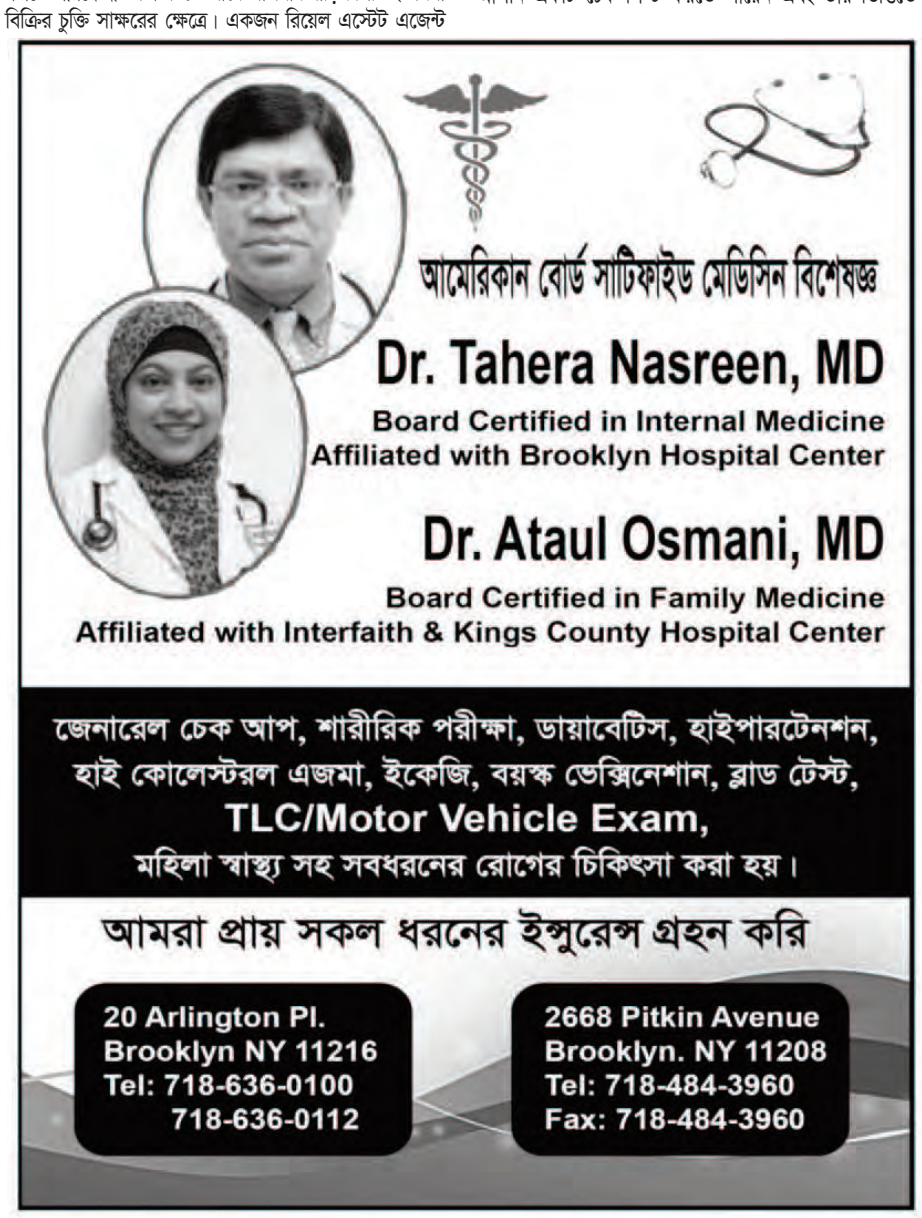
গব সময় আপনার রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বাড়ির ইন্সপেকশনের সময় উপস্থিত থাকতে তাগাদা দিন।

আপনার আশেপাশের এমন একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিন যার বিশেষ সুনাম রয়েছে এবং ভাল ট্রাক রেকর্ড আছে।

উপরে উল্লেখিত টিপসগুলো ব্যবহার করে আপনি আপনার বাড়ি বিক্রয়ে সেরা সফলতা লাভ করতে পারেন।

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় বা মর্টগেজ সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যায় আমরাও আপনাকে পরামর্শ দিতে পারি। লোন অপশন আপনার জন্য প্রযোজ্য হবে- এ ব্যাপারে আমাদের পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ আপনার জন্য উপকারী হতে পারে।

আপনি, আপনার পরিবার অথবা বন্ধু-বান্ধব যদি বাড়ি ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন, আপনার যোগ্য মর্টগেজ খুঁজে নিতে চান তাহলে ফ্রি কনসালটেন্টের জন্য এম কামাল সিপিএর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। অথবা wwwkamalmortgage tips.com লগ অন করে বিস্তারিত জেনে নিন। এ ছাড়াও এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬) এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন।







মাহে রমাদান অর্জন ও বর্জনের অনুশীলন

(শেষের পাতার পর)

"যে ব্যক্তি ঈমান ও এহতেসাবের সহিত রোযা রাখবে তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।" (বুখারী: ১৯০১, কিতাবুস সাওম, বাবু মান সামা রামাদানা ঈমানান ও ইহ্‌তিসাব....)

হাদীসে বিবৃত ঈমান ও এহতেসাব তাক্‌ওয়ার অপরিহার্য উপাদান। এ দু'টি ছাড়া তাক্‌ওয়ার কোন অস্তিত্বই থাকে না। প্রথম উপাদানটি হলো: এমন এক বিশ্বাস, যে বিশ্বাস সর্বদা পরাক্রমশালী এক সত্ত্বার ভীতি প্রদর্শন করতে থাকে। যে সত্ত্বা নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা ও মহাপরিচালক, যিনি সর্বময় ক্ষমতা ও সার্বভৌম শক্তির অধিকারী, যিনি বিশ্বজাহান পরিচালনা করছেন এক মহাপরিকল্পনা মোতাবেক, যিনি গোটা দুনিয়ার প্রতিটি অণু-পরমাণুর পূর্ণ খোঁজ-খবর রাখেন, মানুষের দৈনন্দিন কল্যাণ-অকল্যাণ, ভালো-মন্দ যার নিয়ন্ত্রণাধীন, প্রকৃতি রাজ্যের যিনি মালিক ও নিয়ন্ত্রণকারী। দ্বিতীয় উপাদানটি হলো: সর্বদা নিজের চিন্তা-কল্পনা ও কাজ-কর্মের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

ঈমানের সহিত রোযা রাখা: মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি একজন মু'মিন যেই ঈমান বা বিশ্বাস পোষণ করে থাকেন, সেই ঈমানকে সামনে রেখে রোযা পালণ করা হলে অতীতের গুনাহ মাফ করে দেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। একজন মু'মিন আল্লাহ সম্পর্কে যে আকীদা পোষণ করেন তা হলো: "আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর প্রতি, যেমন তিনি আছেন তাঁর যাবতীয় নাম ও গুণাবলীসহ এবং কবুল করে নিলাম তাঁর যাবতীয় হুকুম-আহকাম ও সকল নিয়ম-কানুন।" আল্লাহর প্রতি ঈমানের মুলকথা হলো: "তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল।" এখানেই আল্লাহর সার্বভৌমত্বের মুল স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। তথাপি উল্লেখিত প্রথম কালিমায় মু'মিন আল্লাহর সকল সিফাতি নাম সমুহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর যাবতীয় হুকুম-আহকাম ও নিয়ম-কানুন মেনে চলার অংগীকার করে। যে ঈমানের কথা আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, "তার রবের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে রাসুল তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে এবং অনুরূপভাবে মুমিনগণও। তাঁরা সকলেই আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্‌তা, কিতাবসমুহ ও রাসুলগণের প্রতি ঈমান রাখে। (তারা বলে) আমরা রাসুলদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করি না। আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। (অতএব) হে আমাদের রব! তোমার মার্জনা কামনা করি (কারণ) তোমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।" (সুরা বাকারা ঃ ২৮৫)

মু'মিন রোযাদার আল্লাহর অন্যান্য সিফাতি নাম সমুহের ন্যায় 'ওয়াল্লাহু বাছিরুম বিল ইবাদ' ও "সামিউম বাছির' অর্থ্যাৎ 'আল্লাহ শুনেন দেখেন' এর প্রতি বিশ্বাসের ফলশ্রুতিতে সারা দিনের ক্ষুধা-পিপাসার দু:সহ জ্বালা নিবারণের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ 'দেখেন' এ নামের ভয়ে সে সুযোগ গ্রহণ করেন না। অবিরত ও ক্রমাগত একটি মাস-এ ট্রেনিংয়ের ফলে আল্লাহর অন্যান্য সিফাতি নাম সমুহের কার্যকারিতা এমনভাবে হৃদয়ের গভীরে অঙ্কিত হয় যে, বাকি ১১টি মাস সকল প্রকার গুনাহ থেকে বিরত থাকতে পারে। এমনিভাবে একজন মু'মিন আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে যে তিনি 'মালিক', তিনি 'রব', তিনি ইলাহ্, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সকল কিছুরই একচ্ছত্র মালিকানা তাঁর। তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। আসমান ও জমিনে তাঁরই রাজত্ব বিস্তৃত। আমাদের মুসলিম দেশসমুহের শাসকগণ যদি এ ধরণের ঈমান পোষণ করে থাকেন, তবে আমার প্রশ্ন পৃথিবীর অধিকাংশ অমূল্য সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কেন পশ্চিমা মোড়লদের চক্ষু রাঙানোকে ভয় করেন? কেন ক্ষমতা হারানোর ভয়ে সর্বদা তটস্থ থাকেন? অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "(হে রাসুল) বলো ঃ হে আল্লাহ! বিশ্ব-জাহানের মালিক! তুমি যাকে চাও রাষ্ট্রক্ষমতা দান করো এবং যার থেকে চাও রাষ্ট্রক্ষমতা ছিনিয়ে নাও। যাকে চাও মর্যাদা দান করো, যাকে চাও লাঞ্ছিত করো। কল্যাণ তোমার হাতেই নিহিত। নিঃসন্দেহে তুমি সবকিছুর উপর শক্তিশালী।" (সুরা আল ইমরান ঃ ২৬) তাহলে প্রথমেই আমরা এর উত্তরে বলতে পারি আপনাদের ঈমানে বহুত গাফিলতি আছে। দ্বিতীয়ত: রোযা পালনসহ অন্যান্য ইবাদাতগুলো আপনাদের কোন উপকারে আসছে না। কারণ আল্লাহর ক্ষমতার চেয়ে পশ্চিমা মোড়লদের ক্ষমতাকেই অধিকতর শক্তিশালী মনে করছেন। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন "নি:সন্দেহে তুমি সবকিছুর উপর শক্তিশালী।" (সুরা আল ইমরান ঃ ২৬) এটি মুখে স্বীকার করা হয় কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস করা হয় না।

আর আমরা যারা সাধারণের কাতারে আছি তাদের অবস্থা তো আরোও নাজুক। জীবনে কতবারই না রমাদানের সাক্ষাত মিলেছে কিন্তু পূর্বে যেখানে ছিলাম সেখানেই তো রয়ে গেলাম। জীবনের কিঞ্চিত পরিবর্তন এসেছে বলে মনে করি না। একজন রোযাদার কিয়ামুল লাইল তথা তারাবীর নামাযের মাধ্যমে এমন কতগুলো বাস্তব সত্যের স্বীকৃতি প্রদান করে থাকেন, কিন্তু ঘোষণাগুলো আমাদের বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত হয় না। বাস্তবতা এ দু'আর সম্পূর্ণ বিপরীত। যিনি মুখে এ ধরণের কথা ঘোষণা দেন অথচ জীবনের বিশাল অংশকে মানুষের তৈরী আদর্শের হাতে সোপর্দ করেছে। তিনি আর যাই হন, মুসলিম নন বরং একজন খাঁটি মোনাফিক। প্রতি নামাযেই অসংখ্যবার বলা হচ্ছে: "আমরা তোমারই গোলামী করি আর তোমারই সাহায্য চাই"। অথচ নামাযের বাইরে তার বিপরীত কাজ করা হচ্ছে। এ মিথ্যাচার ছাড়া আর কি হতে পারে? আর এ মিথ্যাচার চলছে সিয়ামের মাসের কিয়ামুল লাইলেও। রোযা অবস্থায় খাদ্য গ্রহণ করলে আল্লাহ দেখবেন এ ঈমান থাকার দরুণ রোযা ভঙ্গ করেন না, কিন্তু খাদ্যে যখন ভেজাল মেশানো হয় তখন কি আল্লাহ দেখেন না? এমনিভাবে নিম্নমানের খাদ্য পরিবেশন করা, বিক্রিতব্য মালের দোষ-ত্রুটি গোপণ করা, মজুদদারীর মাধ্যমে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে ফায়দা লুটা, মাপে বা ওজনে কমবেশী করাও হারাম বা অবৈধ দ্রব্যাদির ব্যবসা করার সময় কি আল্লাহ দেখেন না? সুদ, ঘুষ ও দূর্নীতির বিষয়ে আল্লাহ কি বে-খবর ? আর একটি দু:খজনক ব্যাপার হলো: রমাদানের আগমন বার্তা পেলেই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে এর রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের পূর্ণ ফায়দা গ্রহণের জন্য শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। আর মুসলমান নামধারী কিছু কিছু মুনাফাখোর ব্যবসায়ী রমযানে অধিক মুনাফা লাভের জন্য মজুদদারীর প্রতিযোগাতায় অবতীর্ণ হয়। এদেরকে শয়তান তার স্পর্শ দ্বারা এমন পাগলপারা করে দেয় যে, তখন তার চোখেমুখে শুধু মুনাফা আর মুনাফাই দেখে। অথচ এজন্য কতলোক দূরাবস্থার স্বীকার হয় এসব বিষয়ে তার কোন মাথা ব্যথাই থাকে না। তাহলে বুঝতে হবে তাদের ঈমান নেই। ঈমানহীন রোযাদারের রোযার কোন ফায়েদাই নেই।

এহতেসাবের সহিত রোযা রাখা: হিসাব করে করে রোযা পালন করার অর্থ এই নহে যে, কয়টি রোযা এলো এবং কয়টি গেলো। বরং এর অর্থ হলো: রমাদানের প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত নিজের প্রতিটি কথা ও কাজের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা। দিন শেষে নিজের ভাল কাজ এবং খারাপ কাজগুলোর হিসেব খতিয়ান করা। ভাল কাজের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় এবং ভবিষ্যতে যেন আরো ভালো কাজ করতে পারা যায় এজন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করা। আর মন্দ কাজ গুলোর জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া এবং ভবিষ্যতে না করার অঙ্গীকার বা তওবা করা। আর একটু সংক্ষেপে বলা যায় রোযাদার প্রতিদিনকার প্রতিটি কথা ও কাজের প্রতি এমন ধরণের তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন যে, কাজগুলো আল্লাহর মর্জি মোতাবেক হচ্ছে, না কি শয়তানের মর্জি মোতাবেক। আরো সংক্ষেপে বলা যায় এভাবে যে রোযাদার রমাদানের রোযাগুলো আত্ম-সমালোচনা, আত্ম-জিজ্ঞাসার মাধ্যমে অতিবাহিত করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক ব্যক্তি আগামীকালের জন্য কি ব্যবস্থা করেছে সেদিকে খেয়াল রাখে। ভয় কর আল্লাহকে, নিশ্চয় আল্লাহ তোমরা কি করছ সে সম্পর্কে ওয়াকেবহাল।" (সুরা হাশর ঃ ১৯) এখানে দুইবার আল্লাহর ভয়ের কথা বলা হয়েছে। এবং নিজের কাজের হিসাব গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে, সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান। আর যে ব্যক্তি নিজেকে কুপ্রবৃত্তির গোলাম বানায় অথচ আল্লাহর নিকট প্রত্যাশা করে, সেই অক্ষম।" (তিরমিযি) এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, বিশ্ব-জাহান ও আখিরাতের সকল কর্ম সম্পাদনে আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি ও কর্মীবাহিনী রয়েছেন। এঁরা হলো, আল্লাহর ফেরেশতা। এঁদের প্রতি ঈমানের একটি তাৎপর্য হলো এই যে, তারা আল্লাহর নির্দেশে মানুষের দৈনন্দিন কাজের রেকর্ড সংরক্ষণ করেন, যা হাশর বা বিচারের দিন মহান আল্লাহর এজলাসে চার্জসিট আকারে দাখিল করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "তোমাদের উপর পরিদর্শক নিযুক্ত রয়েছে, এমন সম্মানিত লেখকবৃন্দ, যারা তোমাদের প্রত্যেকটি কাজ জানে।" (সুরা ইনফিতার ঃ ১০-১২) প্রকাশ্যে ও গোপনে, অন্ধকারে, একান্ত নির্জনে, জনমানবহীন গভীর অরণ্যে আমরা কি করছি আল্লাহর বিশেষ ক্ষমতা বলে এ সকল তত্বাবধায়করা নিরপেক্ষভাবে রেকর্ড করে যাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আপন কর্মের রেকর্ড পড়। আজ তোমার নিজের হিসেব করার জন্য তুমিই যথেষ্ঠ।" (সুরা বণী ইসরাঈল ঃ ১৪) তাই জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ভাল-মন্দের পার্থক্য করে চলার এক বিশেষ ট্রেনিং হলো রমাদান।

রমাদানে দিনের বেলায় এমন দুটি বৈধ জিনিষকে আমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে যা মুলত: হালাল এবং দুটি জিনিষ আল্লাহ আল-কুরআনের মাধ্যমে আমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন। আর এ দুটি জিনিষই ভোগ করে মানুষ এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, এ ছাড়া মানুষ থাকতে পারে না। রমযানে ক্রমাগত ৩০টি দিন হালাল দুটি জিনিষকে বর্জন করতে করতে এমন শক্তি অর্জিত হয়, যার মাধ্যমে জীবন চলার বাঁকে শয়তান কর্তৃক পেঁতে রাখা অতি লোভনীয় বস্তুকেও বর্জন করে ভাল কাজের জন্য অগ্রসর হতে পারে। এটিই তাক্‌ওয়া বা তাক্‌ওয়ার শক্তি। যে তাক্‌ওয়া ঈমান ও এহতেসাব দ্বারা সমৃদ্ধ। রমযানের মাধ্যমে এ মূল্য সম্পদ অর্জন করা হয়। এজন্য আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "রোযা একটি ঢালের ন্যায়।" (বুখারী:১৯০৪, কিতাবুস সাওম, বাবু হাল ইউকুলু ইন্নি.....)

রমাদানে যদি আমরা এ শক্তি অর্জন না করতে পারি, তবে আমাদের সিয়াম শুধু ক্ষুধা এবং কিয়ামুল লাইল শুধু রাত্রি জাগরণ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন "কতক রোযাদার এমন রয়েছেন যাদের রোযা শুধু ক্ষুধা ছাড়া কিছুই দেয় না, কতক রাত্রি জাগরণকারী এমন রয়েছেন যাদের রাত্রি জাগরণ শুধু জাগরণ ছাড়া আর কিছুই পায় না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, "কেউ যদি মিথ্যা কথা বলে ও তদনুযায়ী কাজ করা পরিত্যাগ না করে তবে তার শুধু খাদ্য ও পানীয় পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।" (বুখারী: ১৯০৩, কিতাবুস সাওম, বাবু মান এদা কাউলি.....)

লেখক: ম্যানেজার, আইবিবিএল, জিন্দাবাজার শাখা, সিলেট।

এলাকা অনুযায়ী খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী চার্চের নাম ও ফোন

উডসাইড-ইউনাইটেড বেঙ্গলী লূথারেন	৯১৭৬০৫৪৫৬৬
উডহ্যাভেন-ক্রাইস্ট বাংলা	৯১৭৬৮৩৩০৫৯
ওজনপার্ক-ফার্স্ট বাংলা	৯১৭২১৬৬৭৫০
করোনা-সহভাগিতা	৯১৭৩৯২৬৭৭৩
করোনা-ইভাঞ্জেলীক্যাল বাংলা	৬৪৬৩৯৯৩৮১২
জ্যাক্সন হাইটস-বাংলা বাইবেল	৩৪৭৭৪৪৫৯৯৩
জ্যাকসন হাইটস-বেথেল ব্যাপ্টিস্ট	৩৪৭৫৭৩৭৫৯৩
ব্রঙ্কস-শেলম ইভাঞ্জেলীক্যাল	৬০৩৮২০০৬৪৯
সানিসাইড-কুইন্স অব এঞ্জেলস	৭১৮৩৯২০০১১
হিলসাইড-ইমাকুলেট কন্সেপশন	৭১৮৭৩৯০৮৮০

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়দি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিষ্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা। আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ূম

৩৫-৪৬ ৩১ স্টিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Law Firm of Attorney Najmul Alam





এটর্নী নাজমুল আলম, এটর্নী এট ল' ইউ,এস, সুপ্রীম কোর্ট

ম্যানহাটন অফিসঃ (২১২) ৫৯৯-৭২৯৯
(২৬ ফেডারেল প্লাজার সামনে)
২৯৯ ব্রডওয়ে, সুইট # ১৭০০, নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক ১০০০৭

- Immigration
- Asylum Cases
- Divorce
- Title Insurance
- Real Estate Closing
- Investment Visa E2 EB5
- Deportation Defense
- Criminal Defense Cases
- Citizenship Tests

এসাইলাম, পাবলিক চার্জ, ওয়েভার, সিটিজেনশীপ, মোশন, আপীল সহ সব ধরনের ইমিগ্রেসন কেস।

JUSTICE law firm

Manhattan Office: (212) 599-7299
(In Fornt of 26 Fedarel Plaza)
299 Broadway, Suite # 1700, New York, New York 10007

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্পপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার



স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ইনকাম ট্যাক্স
INCOME TAX
ইনকাম ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন ও জেনারেল সার্ভিসের জন্য একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান
দীর্ঘ ১৮ বৎসর ধরে আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

AUTHORIZED e-file Provider

অতি যত্ন সহকারে আপনাদের নির্ভুল ট্যাক্স রিটার্ণ করে দেয়ার দায়িত্ব আমাদেরকে দিন
শুধু ট্যাক্স ফাইলের সময়েই নয় বরং সারা বৎসর ধরেই আমরা আছি আপনাদের পাশে

NOTARY PUBLIC

প্রাইম ব্রোকারেজ

যোগাযোগঃ আবুল কালাম
T: 718-274-1908, F: 718-728-2293
email: primebrokerage34@gmail.com
৩৪-০৩ ৩০ এভিনিউ, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৩

ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশনের কাজে প্রয়োজন বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান,
কারণ আপনার ব্যক্তিগত সকল তথ্যাদি থাকছে প্রতিষ্ঠানটির কাছে।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS

6 Hours DDC Class Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে



Apna Express Pharmacy Inc.

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি, ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি

TEL. 929-208-0602

DISCOUNT COSMETICS. FILM. COLOGNES.
PERFUMES. VITAMINS. NON-PRESCRIPTION DRUGS.
HOUSEHOLD GOODS. BABY NEEDS

74-12 37AVE, Jackson Heights, NY 11372,

আফগানিস্তানে যুদ্ধের সমাপ্তি টানার সময় এসেছে আমেরিকার : বাইডেন



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দীর্ঘ ২০ বছর পর এবার যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে যুদ্ধ বন্ধ করার অঙ্গিকার করেছে। তারা সেখানে থেকে সৈন্য সরিয়ে আনার ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছেছে। আফগানিস্তানে তালেবানের সঙ্গে যুদ্ধ করার চেয়ে নিজের দেশে চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করা বেশি জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি বলেছেন, 'আমেরিকার দীর্ঘতম যুদ্ধের সমাপ্তি টানার সময় এসেছে। সেনাদের ঘরে ফিরেয়ে আনার সময় এসেছে।' এর আগে আফগানিস্তানের সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন বাইডেন।

গত মঙ্গলবার (১৩ এপ্রিল) আফগান ভূখন্ড থেকে নিজ দেশে সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়ে বাইডেন বলেন, 'আগামী ১১ সেপ্টম্বরের মধ্যে দেশটি থেকে সেনা প্রত্যাহার করা হবে।' আফগানদের বিপক্ষে যুদ্ধটিকে যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘতম যুদ্ধ বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন।

২০০১ সালে হোয়াইট হাউসে আফগান যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছিলেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ। তখন বাইডেন ছিলেন সিনেটের প্রভাবশালী সদস্য। সিনেটর হিসেবে তিনি জর্জ বুশের আফগান যুদ্ধের অনুমোদন দেন। পরবর্তীতে বারাক ওবামার সময় ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন বাইডেন। বারাক ওবামা তার সময় আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার করতে চেয়েছিলেন। এ সময় বাইডেনের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে তার মতপার্থক্যও হয়। সেই সূত্রে আফগানিস্তানে যুদ্ধ বাদ দিয়ে সেনা প্রত্যাহারের বিষয়ে বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক দুই প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ও বারাক ওবামার সঙ্গে কথা বলে নেন।

বুধবার (১৪ এপ্রিল) বাইডেন হোয়াইট হাউস থেকে বিষয়টি নিয়ে ভাষণ দেন। সেখানে তিনি বলেন, 'আমেরিকার দীর্ঘতম লড়াই শেষ করার এটিই সময়। আগামী ১ মে থেকেই আফগানিস্তান থেকে আমেরিকান সেনা প্রত্যাহার শুরু হবে। আগামী ১১ সেপ্টেম্বরের আগেই শেষ আমেরিকান সেনা আফগানিস্তান ছেড়ে আসবেন।'

হোয়াইট হাউসের ট্রিটি রুম থেকে দেওয়া ভাষণে বাইডেন জানান, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমাদের ওপর হামলা হয়েছিল। হামলার জবাব দিতে আমরা যুদ্ধে গিয়ে ছিলাম। ২০০১ সালে আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান হামলার কথা প্রথম ঘোষণা করা হয়েছিল। হামলার নেপথ্য নায়ক ওসামা বিন লাদেনকে হত্যা করা হয়েছে। তালেবান সরকারকে উৎখাত করা হয়েছে। আফগানিস্তানে তালেবান শক্তিকে দুর্বল করা হয়েছে। এখান (ট্রিটি রুম) থেকেই দুই দশকের আফগান যুদ্ধের অবসান ঘটবে।

তিনি বলেন, 'আমি চতুর্থ প্রেসিডেন্ট হিসেবে আফগানিস্তানে আমেরিকান সেনা উপস্থিতি নিয়ে কথা বলছি। সমস্যাটিকে আমি আমার কোনো উত্তরসূরি প্রেসিডেন্টের জন্য রেখে যেতে চাই না। কোনো কিছু ভেঙে ফেলা সহজ। কিন্তু জোড়া লাগানো সব সময়ই কঠিন।'

শপথ গ্রহণের ১০০ দিনের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে আমেরিকা সেনা ফিরিয়ে আনা ও যুদ্ধের সমাপ্তি টানার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ডেমোক্র্যাট পার্টির প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এর আগে অবশ্য আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার করতে চেয়েছিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও। কিন্তু তিনিও ব্যর্থ হয়েছিলেন।

ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসির খবরে বলা হয়, সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সময় তালেবানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের গোপন সমঝোতা হয়। তালেবানরা ট্রাম্পকে প্রতিশ্রুতি দেয়, সেনা প্রত্যাহার করা হলে আমেরিকান বাহিনীর সঙ্গে তারা কোনো সংঘাতে যাবে না। ধারণা করা হচ্ছে, তালেবানদের এই গোপন সমঝোতার জের ধরেই সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা দিলেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন।

DHAKA CITY APARTMENT
FOR SALE
3 bedrooms, 3 bathrooms,
kitchen, dining, 3 balconies
1200 sq ft (corner plot)
Location: Road #5, Block C,
House #39
Bonasree, Rampura,
Dhaka 1219
Contact No:
718-496-5455
718-838-0972
**Great schools,
mosques, banks nearby**

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.
OUR SERVICES:
- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.
LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh,
Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY
7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

ড. তারেক শামসুর রেহমানের মৃত্যু

(প্রথম পাতার পর)

নাম্বার সেক্টরে রাজউকের আবাসিক প্রকল্পের দোলনচাপা ভবনের ১৩০৪ নম্বর ফ্ল াট থেকে শনিবার (১৭ এপ্রিল) দুপুরে পুলিশ বাসার দরজা ভেঙে তার লাশ উদ্ধার করে। গতকাল রাতে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তারেক শামসুর রেহমানের মৃত্যুর কারণ পুলিশ জানতে ও জানাতে পারেনি। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের ক্রাইমসিন টিম ঘটনাস্থল থেকে আলামত সংগ্রহ করেছে। পুলিশ কর্মকর্তারা বলছেন, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা গেছেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। তবে পুলিশ সব বিষয়কে সামনে রেখেই তদন্ত করছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে পেলে মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ বলা যাবে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশের সাথে কথা বলে জানা গেছে, শনিবার সকাল ১০টায় কাজের বুয়া দরজায় বার বার কড়া নাড়েন। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে তিনি বিল্ডিংয়ের সিকিউরিটি গার্ডকে ডেকে নিয়ে আসেন।

পরে কাজের বুয়া ও সিকিউরিটি গার্ডও অনেকবার কড়া নেড়ে কোনো সাড়া না পেয়ে আশপাশের ফ্ল্যাটের লোকজনকে ডাকেন। আশপাশের লোকজনও কোনো সাড়া না পেয়ে তুরাগ থানা পুলিশকে খবর দেয়। পরে দুপুর ১২টার পর থানা থেকে পুলিশের একটি দল এসে শিক্ষক ও কলামিস্ট ড. তারেক শামসুর রেহমানের ১৩০৪ নম্বর ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। ভেতরে প্রবেশ করে বাথরুমের দরজার সামনে তার লাশ পড়ে থাকতে দেখতে পায় পুলিশ।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশের বর্ণনা অনুযায়ী, বাথরুমের দরজার সামনে বমির ওপর পড়েছিল শামসুর রেহমানের লাশ। এ সময় তার পা ছিল বাথরুমের ভেতর। বাকি শরীর ছিল দরজার সামনে। তার শরীরে ছিল সাদা রঙের সেন্ডো গেঞ্জি ও কালো রঙের প্যান্ট। আর তার ডান পায়ে ছিল মোজা। এছাড়া লাশের আশপাশে অ‡নক রক্তও দেখতে পান প্রত্যক্ষদর্শীরা।

মাহমুদুর হোসেন রাসেল নামে শামসুর রেহমানের এক প্রতিবেশী বলেন, সকালে স্যারের সাড়া না পেয়ে বুয়া আমাদের খবর দেন। আমরা এসে দরজায় অনেক ধাক্কাধাক্কি করেও স্যারের সাড়া পাইনি। পরে পুলিশকে জানালে পুলিশ এসে স্যারের ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। তখন পুলিশের সঙ্গে আমরাও ভেতরে প্রবেশ করি। ভেতরে গিয়ে দেখতে পাই, স্যারের লাশ বাথরুমের দরজার সামনে বমি ও রক্তের ওপর পড়ে রয়েছে। এছাড়া স্যারের ফ্ল্যাটের সবকিছুই ঠিকঠাক ছিল। কোনো ধরনের দৃষ্টিকটু জিনিস আমাদের চোখে পড়েনি।

মাহমুদ হাসান মাসুম নামে আরেক প্রতিবেশী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস ও শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ভুগছিলেন। আমি স্যারকে একাধিকবার শ্বাসকষ্টজনিত রোগের ওষুধ এনে দিয়েছি উত্তরা থেকে।

এদিকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত শামসুর রেহমানের খালাতো ভাই বদরুল আলম বলেন, তার স্ত্রী ও কন্যা সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। তিনি একাই ফ্ল্যাটে থাকতেন। তার স্ত্রী এবং সন্তানের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। এছাড়া তার আপন ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। তাদের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী করণীয় আমরা ঠিক করব। তবে আমার জানা মতে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন।

ডিএমপির উত্তরা বিভাগের উত্তরা জোনের এসি শচীন মল্লিক বলেন, আমরা প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি, অধ্যাপক শামসুর রহমান হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে পেলে মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ বলা যাবে। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক সদস্য তারেক শামসুর রেহমান জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ছিলেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতি, আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ও বৈদেশিক নীতি এবং তুলনামূলক রাজনীতি নিয়ে তার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রয়েছে।

টিকাও যাদের সুরক্ষা দিতে পারবে না

(প্রথম পাতার পর)

মন্টেফিওরে মেডিকেল সেন্টারের জরুরি ওষুধ বিভাগের প্রধান ৬৩ বছর বয়সী ওলোউইৎজও তখন আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন।

কিন্তু ২০১৯ সালের ক্যান্সার চিকিৎসা তার রোগপ্রতিরোধী কোষগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে, দেহকে করে তুলেছে ভাইরাসের বিরুদ্ধে অসহায়। তাই তো কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময়টাতে ওলোউইৎজকে কেবল জুম অ্যাপের মাধ্যমে মেডিকেল সেন্টারের কর্মীদের পরিচালনায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে। নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদন এমন খবর দিয়েছে।

এক বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। ওলোউইৎজের ঘনিষ্ঠরা সবাই অনেক ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক জীবনের স্বাদ নিচ্ছেন। নৃত্যশিল্পী ও কোরিওগ্রাফার স্ত্রী অস্ট্রিয়ার ন্যাশনাল ব্যালে কোম্পানিতে কাজ করতে দেশটিতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। টিকা নেওয়া বন্ধুরাও একত্রিত হওয়া শুরু করেছেন। ওলোউইৎজ কেবল আবহাওয়া ভালো থাকলেই তাদের সঙ্গে বাড়ির পেছনের উঠানে দেখা করতে পারছেন।

বন্ধুদের মতো ৬৩ বছর বয়সী এ চিকিৎসকও টিকা নিয়েছেন। অবশ্য তাতেও ওলোউইৎজের শরীরে কোনো অ্যান্টিবডি তৈরি হচ্ছে না, হবে বলে আশাও করেননি। তিনি হচ্ছেন সেই লাখ লাখ আমেরিকানের একজন, যাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কাজ করে না, তাদের শরীর জানে না কী করে ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে হয়। এদের অনেকে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা ছাড়া কিংবা ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা নিয়ে জন্মেছেন। অন্যরা হয় কোনো রোগে ভুগে কিংবা থেরাপির কারণে তাদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাকে বিসর্জন দিয়েছেন, যেমনটা হয়েছে ওলোউইৎজের ক্ষেত্রেও।

এই 'ইমিউনকম্প্রোমাইজড' ব্যক্তিদের মধ্যে কারও কারও শরীরে খুবই সামান্য পরিমাণ অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, কারও কারও একেবারেই হয় না, যা তাদেরকে ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অযোগ্য বানিয়ে দিয়েছে।

আক্রান্ত হলে তারা দীর্ঘ সময় ধরে ভুগতে পারেন, তাদের মৃত্যুর হারও অনেক অনেক বেশি, ৫৫ শতাংশ। ‡রাগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় ঘাটতি নিয়ে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা এ ব্যক্তিদের অধিকাংশই তাদের ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত; কারও কারও আবার প্রতিষেধক যে তাদের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই।

লিউকেমিয়া অ্যান্ড লিম্ফোমা সোসাইটির প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. লি গ্রিনবার্গার বলেন, তারা বাইরে হেঁটে বেড়ান, মনে করেন যে তারা নিরাপদ, কিন্তু তেমনটা নাও হতে পারে।

ভাইরাসকে হটিয়ে দেওয়া পর্যন্ত নিজেকে নিরাপদ কোনো আশ্রয়ে লুকিয়ে রাখা ছাড়া এ 'ইমিউনকম্প্রোমাইজডদের' হাতে উপায় থাকে কেবল একটা। তা হলো- নিয়মিত বিরতিতে শরীরে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি নেওয়া।

ইরভিন সিটিতে মুসলিম

(প্রথম পাতার পর)

নির্বাচিত হন। ৮ ডিসেম্বর তিনি মেয়রের দায়িত্বে আসীন হন।খবর আনাদোলুর।

নির্বাচনের প্রচারণা থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত তাকে বিরোধী দলের উসকে দেওয়া ইসলামবিদ্বেষের বিরুদ্ধেও লড়তে হচ্ছে। ২০১৮ সালের নির্বাচনে তিনি প্রথমে একজন কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত হন। কিন্তু ২০২০ সালে তিনি ১২ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম নারী মুসলিম মেয়র নির্বাচিত হন।

এ জন্য তাকে কম ভোগান্তি পোহাতে হয়নি। একদিকে ইসলামফোবিয়া, অন্যদিকে বাকি ১১ জন প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণার বিরুদ্ধে টিকে থাকা- দুই চ্যালেঞ্জকে তিনি মোকাবিলা করেছেন দৃঢ়তার সঙ্গে।

দুই ছেলের জননী ফারাহ খানের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী ও ধর্মীয় উগ্রবাদীরা উঠে পড়ে লাগে নির্বাচনে অংশ নেয়ার পর থেকেই। কিন্তু এতকিছুর পরও দমে যাওয়ার পাত্রী নন তিনি, স্থানীয় বাসিন্দাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন- তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হচ্ছে। ধর্মীয়বিদ্বেষ ছড়িয়ে আসলে রাজনৈতিক ফায়দা নেয়ার চেষ্টা করছে তারা।

আজারবাইজান সফরের কারণে ২০২০ সালের নির্বাচনের সময় বিরোধী দলের রাজনীতিকরা তার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ধর্মীয় বিদ্বেষের অভিযোগ দায়ের করেন। অবশ্য পরে তা ধোপে টিকেনি। কারণ তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা যুক্তরাষ্ট্রেই। এখানকার মূলধারা সঙ্গেই তার ওঠাবসা। ২০০৪ সালে সানফ্রানসিসকো থেকে তার পরিবার ক্যালিফোর্নিয়ায় আসে।

করোনার ধরন আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠছে

(প্রথম পাতার পর)

ধরনটিকে দায়ী করা হচ্ছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়, সম্প্রতি ভাইরাসের এ ধরনটি বিশ্বজুড়ে শঙ্কার কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

ব্রাজিলের জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ফিয়োক্রুজ দেশটিতে ছড়াতে থাকা এ ধরনটি নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাতে দেখা গেছে, ভাইরাসটির স্পর্শক অঞ্চলে রূপান্তরিত হচ্ছে। দেহকোষগুলোতে প্রবেশ ও সংক্রমিত করার জন্য এই স্পর্শকগুলোই ব্যবহার করে ভাইরাসটি।

গবেষকরা বলেছেন, মিউটেশনের মাধ্যমে যে পরিবর্তনগুলো হচ্ছে তা ভাইরাসটিকে আরও টিকা প্রতিরোধী করে তুলতে পারে। টিকা ভাইরাসের স্পর্শক প্রোটিনগুলো অকার্যকর করার কাজটিই করে। ব্রাজিলের আমাজন অঞ্চলের মানাউস শহরে কর্মরত ফিওক্রুজের বিজ্ঞানী ও সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধানের অন্যতম গবেষক ফেলিপে নাভেকা বলেছেন, অ্যান্টিবডির প্রতিক্রিয়া এড়াতে ভাইরাসটি ফাঁকি দেওয়ার আরেকটি কৌশল তৈরি করছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

নাভেকা জানান, ভাইরাসটির পরিবর্তনগুলো আরও আগ্রাসী দক্ষিণ আফ্রিকার ধরনটির মিউটেশনে যেমনটি দেখা গিয়েছিল সেরকম হতে পারে বলে মনে হচ্ছে, যেটি কিছু টিকার কার্যকারিতা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করতে পারে বলে গবেষণায় দেখা গেছে।

তিনি বলেন, এটি সত্যিই খুব উদ্বেগজনক কারণ ভাইরাসটি এর বিবর্তনের গতি বাড়িয়ে চলছে

যুক্তরাষ্ট্রসহ ৫ দেশে বাংলাদেশী

(প্রথম পাতার পর)

বৃটেন, ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়া। ভারতীয় হাইকমিশন গত ১৪ এপ্রিল থেকে বাংলাদেশে ভারতীয় সব ভিসা আবেদন কেন্দ্রের কার্যক্রম স্থগিত করেছে। যারা এরই মধ্যে ভিসার জন্য আবেদন করেছেন তাদেরকে এবং জরুরি প্রয়োজনে (ারংধযবষঢ়.ফযধশধ@সবধ.ভড়া.রহ) এই ইমেইল ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পরামর্শ দিয়েছে ভারতীয় হাইকমিশন। দক্ষিণ কোরিয়া সরকার বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা দেয়া স্থগিত করেছে। সিউলে বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ থেকে যাওয়া বেশ কিছু সংখ্যক যাত্রীর পরীক্ষা করে করোনা পজেটিভ পাওয়ার পর শুক্রবার এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। এর আগে ১২ এপ্রিল ঢাকায় অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস থেকে ঘোষণা দেয়া হয় যে, বিধিনিষেধ আরোপের সময় ১৪ এপ্রিল থেকে নিয়মিত মার্কিন নাগরিকদের সেবা কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। এ সময়ে যেসব মার্কিন নাগরিকদের সেবা দেয়ার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল তা পরে শিডিউলের মাধ্যমে জানানো হবে।

১২ এপ্রিল বাংলাদেশে বৃটিশ হাইকমিশন তাদের আন্তর্জাতিক ফ্লাইট স্থগিত করে। এর অধীনে ১৪ই এপ্রিল থেকে ২১শে এপ্রিল পর্যন্ত ফ্লাইট বন্ধ থাকবে। বৃটিশ, আইরিশ নাগরিকরা এবং তৃতীয় কোনো দেশের নাগরিক- যাদের বৃটেনে আবাসিক মর্যাদা রয়েছে তারা বাংলাদেশ থেকে ইংল্যান্ডে ফিরতে পারবেন। তবে তাদেরকে হোটেলে কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে।

যে শহরে কেউ ক্ষুধার্ত

(প্রথম পাতার পর)

এর পরও এই শহরের গর্ব করার মতো এমন একটি বিষয় আছে, যা পৃথিবীর বহু সমৃদ্ধ শহরেরও নেই। ধারণা করা হয়, প্রায় পাঁচ হাজার বছর ধরে এই শহরে কেউ ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করেনি।

নবী ইবরাহিম (আ.)-এর নামে গড়ে ওঠা এই শহরে তাঁকে অনুসরণ করে পাঁচ হাজার বছর আগে থেকে স্থানীয় দরিদ্রদের খাবার বিতরণ শুরু হয়।

কেননা ইবরাহিম (আ.) প্রতি বেলায়ই মেহমান সঙ্গে নিয়ে খাবার খেতেন। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে খাবার বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয় ১২৭৯ সালে। তখন ফিলিস্তিন সালাহুদ্দিন আইয়ুবির শাসনাধীন হয়। বিশিষ্ট দানবীর সুলতান কালুন সালেহি (রহ.) আত-তাকিয়াতুল ইবরাহিমি নামে একটি দাতব্য সংস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই মহৎ কাজে গতি আনেন এবং সংস্থাটি আজও সমাজের বিত্তবানদের সহায়তায় দৈনিক পাঁচ শ থেকে তিন হাজার মানুষকে আহার করায়।

রমজান মাস এলে খাবার বিতরণ কার্যক্রম ভিন্ন আমেজ ও উৎসবে রূপ নেয়। গম গুঁড়া ও গোশতের মিশ্রণে তৈরি ফিলিস্তিনের বিশেষ খাবার খেতে মসজিদে ইবরাহিমিতে দূর-দূরান্ত থেকেও মানুষজন ছুটে আসে। আগতদের বিশ্রামের জন্য মসজিদের অদূরে মুসাফিরখানা ও বিশ্রামাগার আছে। মসজিদ সংস্কার ও পরিবর্ধনের পর মুসাফিরখানাও যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। আত-তাকিয়াতুল ইবরাহিমির পরিচালক লুয়ু আল খতিব জানান, মুসাফিরখানাটি আগে মসজিদসংলগ্ন ছিল, তবে স্থান সংকুলান না হওয়ায় বর্তমানের অবস্থানে স্থানান্তর করা হয়েছে। আগের দিনে খাবার বিতরণের আগে বিশেষ বাদ্যযন্ত্র বাজানো হতো এবং তার শব্দ শুনে মানুষ খাবার নিতে আসত।

সংস্থাটির প্রধান কার্যনির্বাহী আতায়া আল জাবরানি বলেন, 'রমজান শুরু হওয়ার পর থেকে আমাদের কাজের চাপ বেড়ে গেছে। আমাদের সংস্থা এখন খলিলের বাইরেও খাবার বিতরণ করে। এ জন্য ফজর নামাজের পর থেকেই আমাদের কাজ শুরু করতে হয়। কেননা রমজানে আমরা বহু মানুষের খাবারের আয়োজন করছি। রমজানের বাইরেও আমরা তিন বেলা খাবার পরিবেশন করি।'

তিনি আরো বলেন, 'করানা মহামারির প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর থেকে মানুষের খাদ্য-চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরাও আগের চেয়ে দ্বিগুণ খাদ্য সরবরাহ করছি। প্রতিদিনের রান্নায় আমরা ১০০০ থেকে ১২০০ কেজি মুরগি ব্যয় করি। রমজানে ধনী-গরিব, মুসলিম-অমুসলিম–সবাইকে খাবার দেওয়া হয় এবং তারা ইচ্ছা করলে পরিবারের জন্যও খাবার নিয়ে যেতে পারে। কেননা আমাদের সংস্থার মূল লক্ষ্য–কেউ যেন ক্ষুধার্ত না থাকে।

লন্ডনে অর্থমন্ত্রীর জামাতার লাশ

(প্রথম পাতার পর)

স্বামী মো. দিলশাদ হোসেনের মরদেহ লন্ডনে নিজ বাসা থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃত্যুকালে দিলশাদের বয়স হয়েছিল ৪৬ বছর। রোববার বাসার তালা ভেঙে অর্থমন্ত্রীর জামাতার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা গেছেন বলে প্রাথ মিকভা বে ধারণা কর ছে পু লিশ।

ধারণা করা হচ্ছে, শুক্রবার তিনি মৃত্যুবরণ করেন। রবিবার পুলিশ এসে বাসার দরজা ভেঙে তার লাশ উদ্ধার করে মর্গে নিয়ে যায়। এসময় কাশফি কামাল সন্তানদের নিয়ে দেশে ছিলেন। লন্ডনের নিয়মকানুন মেনে লাশ দেশে আনার প্রস্তুতি চলছে। দিলশাদ ঢাকার সাবেক মেয়র মোহাম্মদ হানিফের ভাগ্নে ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র সাঈদ খোকনের ফুফাতো ভাই।

আল্লামা মামুনুল হক

(প্রথম পাতার পর)

কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

গ্রেফতারের পর তেজগাঁ থানা কমপ্লেক্সে পুশিশের জিজ্ঞাসাবাদে বিয়ের কথা স্বীকার করেছেন মামুনুল হক। তিনি জানিয়েছেন, প্রথম বিয়ের পর যে দুই নারীর কথা আলোচনায় এসছে তারা দু'জনই তার স্ত্রী। এসব বিয়ে তিনি সামাজকিভাবে গোপন রেখেছেন।

ডিসি হারুন আর রশদি বলনে, 'মোহাম্মদপুর থানার মামলায় আজ মামনুলকে আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ড আবদেন করা হবে।'আরো কয়েকটি মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে তাঁর রিমান্ড চাওয়া হবে বলে জানিয়েছে গোয়েন্দা পুলিশ।

প্রবাসীদের ভোটার করা

(প্রথম পাতার পর)

তাই প্রবাসে প্রবাসীদের ভোটার করা চলতি বছরে সম্ভব হচ্ছে না।

তবে অর্থ বরাদ্দ না থাকলেও প্রাথমিক কার্যক্রম গুছিয়ে রাখতে চায় নির্বাচন কমিশন (ইসি)। কিন্তু প্রাণসংহারী করোনার প্রাদুর্ভাবে সেই উদ্যোগেও ভাটা পড়েছে। ইসির পরিকল্পনা ছিল, প্রাথমিক অবস্থায় ৪০টি দেশকে বেছে নেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে বাঙালি অধ্যুষিত জনবহুল দেশগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অথ© বরাদ্দ পেলে আগামী বছর থেকে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে টেকনিক্যাল টিম পাঠিয়ে তাদের ভোটার করা ও স্মার্ট কার্ড দেওয়া শুরু করবে। এর আগে মালয়েশিয়া, লন্ডন ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে সীমিত পরিসরে ভোটার করেছিল কমিশন। করোনা ভাইরাসের কারণে এ উদ্যোগ বন্ধ হয়ে যায়।

প্রবাসীদের মধ্যে ৬৭ শতাংশই বাস করে মাত্র ২০টি দেশে। এর মধ্যে রয়েছে :যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব, জার্মানি, রাশিয়ান ফেডারেশন, যুক্তরাজ্য, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ফ্রান্স কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, স্পেন, ইতালি, ভারত, ইউক্রেন, তুরস্ক, দক্ষিণ আফ্রিকা, কাজাখস্তান, থাইল্যান্ড, পাকিস্তান, জর্ডান ও কুয়েত। প্রায় ১ কোটি বাঙালি বিভিন্ন দেশে বসবাস করছে।

ইসির একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা ইত্তেফাককে বলেন, দেশের পাশাপাশি চলতি বছর বিদেশে থাকা প্রবাসী বাঙালিদের সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে স্থাপিত দূতাবাসে ডেস্ক খুলে ভোটার করার কথা ছিল। কিন্তু সরকার থেকে পাওয়া বরাদ্দ দিয়ে প্রবাসীদের এখনই ভোটার করা ও স্মার্ট কার্ড প্রদান সম্ভব হচ্ছে না। এ জন্য আগামী বছর বরাদ্দ সাপেক্ষে প্রবাসীদের ভোটার করা হবে।

এদিকে, স্মার্ট কার্ড সংগ্রহ, স্মার্ট কার্ড পারসোনালাইজেশন, স্মার্ট কার্ড উপজেলা পর্যায়ে পাঠানো এবং এটি নাগরিকদের কাছে পৌঁছানো বাবদ সরকার বরাদ্দ দিয়েছে ৮৮ কোটি টাকা, যা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল বলে জানিয়েছেন এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা।

জানতে চাইলে আইডিয়া প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (পিডি) আবুল কাশেম মো. ফজলুল কাদের বলেন, দেশেই স্মার্ট কার্ড সংগ্রহ, মুদ্রণ থেকে বিতরণ কার্যক্রম চালিয়ে নিতে সরকার ৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। ভবিষ্যতে ১৮ বছরের কম বয়সিদের এখন থেকে স্মার্ট কার্ড দেওয়া হবে। আর সদ্যভূমিষ্ঠ হওয়া শিশুরাও ইউনিক-সংবলিত কার্ড পাবে।

—্টার্ট কার্ড প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা জানান, প্রায় ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯ কোটি ভোটারকে স্মাট কার্ড দিতে আইডিয়া প্রকল্প হাতে নেয় ইসি। স্মার্ট কার্ড সংগ্রহ, পারসোনালাইজেশন ও বিতরণের জন্য ফ্রান্সের ওবারথুর সঙ্গে চুক্তি ছিল। ওবারথু শর্ত ভঙ্গ করায় চুক্তি বাতিল করা হয়। সংস্থাটির কাছ থেকে ৭৭ দশমিক ৩০ মিলিয়ন ব্ল্যাংক কার্ড সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরির (বিএমটিএফ) তত্ত্বাবধানে এই কার্ডগুলোর মুদ্রণ হচ্ছে।

রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীদের জন্য সুখবর

(প্রথম পাতার পর)

অনুমোদন করা হয়। জাতিসংঘের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে প্রতিবছর আট কোটি শরণার্থী তৈরি হয়। যার ৮৫ শতাংশকেই আশ্রয় দিতে হয় পশ্চিমা গণতান্ত্রিক আধুনিক রাষ্ট্রগুলোকে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে যে ১৫ হাজার শরণার্থী অনুমোদন পাবেন, বাইডেন প্রশাসন তার একটা পরিকল্পনা করেছেন।

এতে দেখা গেছে, আফ্রিকা থেকে সাত হাজার, পূর্ব এশিয়া থেকে এক হাজার, ইউরোপ ও মধ্য এশিয়া থেকে দেড় হাজার, লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চল থেকে তিন হাজার, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়া থেকে দেড় হাজার এবং অনির্ধারিত অঞ্চল থেকে এক হাজারজনকে নির্ধারণ করা হয়েছে। ফেব্র"য়ারিতে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে এক ভাষণে আগামী অর্থবছরে শরণার্থী সংখ্যা বাড়িয়ে এক লাখ ২৫ হাজার করার প্রশ্রুতি দিয়েছিলেন জো বাইডেন।

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কস পার্কচেস্টার সাবওয়ের কাছে ৬ ট্রেনে ১৩-৪২ Pugsleyএ-ভিনিউ সেমিবেসমেন্টে ১, ২, ৩ বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। প্রয়োজনে শুধু রুমও দেয়া হবে।
৭১৮-৮৬৪-৭৩৬৭

স্টুডিও রুম ভাড়া

১২৫ স্ট্রীট হিলসাইড এভিনিউ ঠিকানায় স্বামী-স্ত্রী বা কর্মজীবি মহিলাকে স্টুডিও রুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-৪৯৬-৯৯০২
এ-১৯/২৬

বাসা ভাড়া

সানিসাইড, ৪৬ স্ট্রীট এবং ৪৮ এভিনিউ অধূমপায়ী মুসলিম পরিবারের জন্য ২য় তলা সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরি করা দুই বেড রুম বাসা ভাড়া দেয়া হবে। মোট ভাড়া ২০০০ ডলার। যোগাযোগঃ ৯১৭-৫৬২-১৩৬৮
এ-১৯/২৬

WANTED

We are looking for a meat store helper. Store in 160-02 Hillside Ave, Jamaica NY. Good pay based on experience. Contact: 646 610 1983 / 646 248 3437
এ-১৯/২৬

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকার ১৬৪ স্টীট এবং ৮৪ এভনিউতে হিলের উপর ২ বেড রুমের বেসমেন্ট (সম্পূর্ণ নতুন) পহেলা এপ্রিল/পহেলা মে থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৫৯-৩৭২৮ (বিকেল ৩টার পর)
মা-২৯/এ-০৫

আবশ্যক

ডেলওয়ারের উইলমিংটনে একটি বাংলাদেশী রেস্টুরেন্টে তন্দুরী শেফ আবশ্যক। অভিজ্ঞতা না থাকলেও চলবে। থাকা খাওয়া ফ্রি। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩০২-৩০০-৯৮১৬ (মিঃ খসরু)।
মা-২৯/এ-০৫

রুম ভাড়া

এস্টোরিয়ায় দুই বেডরুমের এপার্টমেন্টের একটি আলাদা রুম স্বামী-স্ত্রী অথবা একজন মহিলার কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৯৮-৮৩৮৩
মা-২৯/এ-০৫

বাসা ভাড়া

ওজনপার্কের সাবওয়ে এ, সি ট্রেন এবং বি-১৩, কিউ-৮ বাস স্টপেজের কাছে দ্বিতীয় তলায় ৪ বেডরুম এবং এক বেডরুমের সেমি বেসমেন্ট বাসা এপ্রিল/মে মাস থেকে ভাড়া হবে। ঠিকানা: ৬৩৫ ক্রিসেন্ট স্ট্রীট, ব্রুকলীন। যোগাযোগ: মনির। ফোন: ৯১৭-৯৩৯-৭৩১০
মা-২৯/এ-০৫

বাসা ভাড়া

ব্রুকলীনে লিন্ডেন এবং হেগম্যান এর উপর তিন বেডরুম এর সেমিবেসমেন্ট বাসা ভাড়া দেয়া হবে। যাতায়াতঃ ৩ ট্রেন পাঁচ মিনিট, ৮৩ বাস বাড়ির সামনে এবং এ এবং সি ট্রেন ট্রান্সফার নিতে পারবে।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৮৫৮-১২৮৬।
মা/২২/২৯

বাড়ী ভাড়া

কলেজ পয়েন্ট এলাকায় ২ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, ফুল বাথরুম। ফুললি রেনোভেটেড, সুন্তর পরিবেশ। যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-৪১৪৩
মা-২২/২৯

এপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ৮৭-৩৩ ১৮৮ স্ট্রীট-এ ২ বেডরুমের এপার্টমেন্ট এপ্রিল মাস থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬০৩-৩১৯৮ অথবা ৩৪৭-৫৫৮-৬৭৭৪
মা-২২/২৯

এপার্টমেন্টে ভাড়া

এস্টোরিয়ার ক্রিসেন্ট স্ট্রীট এবং ৩৮ এভিনিউর একটি এপার্টমেন্টে একটি রুম ভাড়া হবে। কিচেন ও বাথরুম শেয়ার করতে হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৪০-৬১১৩
মা-২২/২৯

আবশ্যক

একটি পোলট্রি ফার্মে পার্ট টাইম কাজের জন্য পুরুষ অথবা মহিলা কর্মী আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৮২০-২৪৩৪
মা-২২/২৯

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসে ৯৪-৩০ ১৯৯ নিউইয়র্ক-১১৪২৩ এ সুন্দর পরিবেশে হিলসাইড এভিনিউর কাছে একটি সুন্দর সেমি বেসমেন্ট (টু বেডরুম, বাথরুম কিচেন) পহেলা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ:

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের থ্রসনেক এলাকায় (১০৩৭ কুইন্সি এভিনিউ) ১ বেড রুমের একটি ওয়াকিং বেসমেন্ট ভাড়া হবে। বিএক্স-৪০ এবং বিএক্স ৪২ বাস স্টান্ড সংলগ্ন। যোগাযোগ: ৯১৭-৫৮৭-৯৬১৬
মা-১৫/২২

বাসা ভাড়া

কুইন্স-এর ইস্ট এলমহার্স্ট সংলগ্ন ২৬-৩৬ ৯২ স্ট্রীট ঠিকানায় দুই বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। এক ব্লকের মধ্যে কিউ-৪৯, কিউ-৭২, কিউ-১৯ বাসের যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৮৯৭-৯৮৩৪
মা-১৫/২২

LOOKING

Looking for groom Bride live in Bangladesh Short divorced, Age: 30, Occupation: IT department & completing MBA. Contact: 1 (347)-642-2865
মা-০৮/১৫

রুম ভাড়া

ব্রুকলীনের সি ট্রেন সাবওয়ে এবং শেফাড় এভিনিউর পাশে ৪৩০ এসেক্স স্ট্রীটে সুন্দর, ভদ্র পরিবেশে কর্মজীবি পুরুষদেও জন্য বেড-বি-ছানা সহ পৃথক রুম, কিচেনের সাথে ডাইনিং রুমে চেয়ার-টেবিল ও ইন্টারনেটের সুবিধায় ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৬৩১-২৩০-০২৩০ অথবা ৭১৮-৩৪৮-৮৪২২.
মা-১৫/২২/২৯

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার সংলগ্ন বাসা ভাড়া

এপ্রিল মাস থেকে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার ও কাওরান বাজার সুপার মার্কেট সংলগ্ন স্ট্রিটে বাসা ভাড়া হবে। সম্পূর্ণ নতুন কাজ করা ৩ বেড রুম এবং ২ ফুল বাথ রুম। পৃথক লিভিং, ডাইনিং ও কিচেন রয়েছে। যোগাযোগ: ৯০৮-২৭৪-১০০৬ অথবা ৯২৯-৪০৫-১৭৮৬
মা-১৫/২২/২৯

বাসা ভাড়া

ওজনপার্কে ড্র স্ট্রীট, গ্লেনমোর এভিনিউ এবং পিটকিন এভিনিউর মাঝখানে তিন রুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। এক ব্লকের মধ্যে মসজিদ ও স্কুল। কাছেই এ ট্রেনের গ্র্যান্ড এভিনিউ সাবওয়ে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৩৫-৫৭৯১ অথবা ৩৪৭-৪৫৯-৮৩২৫
মা-০৮/১৫

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫০। বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটি ট্রানজিট-এর ষ্টেশন এজেন্ট পদে কর্মরত সু-প্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত সুন্দরী, ধার্মিক বিধবা বা ডিভোর্সী অথবা বন্ধ্যা বা সন্তানহীনা পাত্রী আবশ্যক। বয়স অনুর্ধ্ব ৪০ বছর। যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪
মা-০৮/১৫

LOOKING

Looking for bride (preferably USA or Canada) Groom Lives in Bangladesh. Name: Iftekhar. Unmarride, Age: 37, Heightt: 5ft 8 inch, Occupation: Business (Pepsi distributor).
Contact: 347-642-2865
মা-০৮/১৫

আবশ্যক

নিউইয়র্কের ৯১ ফাস্ট এভিনিউতে একটি গ্রোসারী দোকানে কাজের জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোকের প্রয়োজন। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪৫-০৩৬৫
এ-১২/১৯

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৬০-১৯ ৮৪ ড্রাইভ-এ গর্জিয়াস দুটি বড় বেডরুম, ওয়াকিং ক্লোজেড, ম্যাসিভ লিভিংরুম, ফুল কিচেন ও ডাইনিং স্পেস, ফুল বাথরুম এবং ব্যাক এন্ট্রেস এর বাসা ভাড়া হবে। আলোচনা সাপেক্ষে গাড়ী পার্কিং এর ব্যবস্থা। ই/এফ ট্রেনের পার্সন্স বুলেভের্ড সাবওয়ে ১০ মিটি হাঁটা পায়ের দূরত্ব এবং ৪ মিনিটের দূরত্বে কিউ৬৫, কিউ২৫ ও কিউ৩৪ বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ১+৯১৭-৮২১-১০১৮ অথবা ১+৯১৭-৭৭০-২৯৬৭
মা-০১/০৮

ডুপ্লেক্স বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসের ৯৪-৩০ ১৯৯ স্ট্রীটে ৩ বেডরুম, লিভিং ও কিচেন এর ডুপ্লেক্স বাসা (বেসমন্টে) ১ মার্চ থেকে ভাড়া হবে। দুটি কার পার্কিং-এর জায়গা, ব্যাকইয়ার্ড এবং একাধিক ক্লোজেট রয়েছে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
মা-০১/০৮

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ সংলগ্ন ৮৭ ড্রাইভ ও ১৩৯ স্ট্রীটে রেনোভেটেড ১ বেডরুম, বিগ লিভিংরুম ও ডাইনিং-এর সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। এফ ট্রেন সাবওয়ে ৩ মিনিটের দূরত্ব। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫২৫-৭৩১৫
ফে-১৫/২২

HELP ANTED

Need Office Assistant/Secretary Real Estate office, Queens, New York. English/Computer must. Contact: 917-523-4451. Email: MKSKARN@gmail.com
N-16/23

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার হাইল্যান্ড এভিনিউ এর উপরে E and F ট্রেন সাবওয়ের খুব কাছে তিন বেডরুমের একটি বাসার দুই বেডরুম আলাদা বাথরুম সহ ভাড়া হবে জানুয়ারী ২০২১ সাল থেকে। ভাড়া আলোচোনা সাপেক্ষ্য।
যোগাযোগঃ ৭১৮-২০০-৮৮০০.
ন-১৬/২৩

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টারে ১১১১ অমস্টেড এভিনিউতে সাবওয়ে ও মসজিদের কাছে দ্বিতীয় তলায় ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। এছাড়াও একটি বেসমেন্ট ২ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ইসলাম। ফোন: ৯১৭-৩০২-৫৩৯৬
এ-০৫/১২

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের ৭৪ স্ট্রীটে এক বেডরুমের একটি বাসা এবং একটি স্টুডিও রুম মে মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৩০-০৩৭৪ অথবা ৩৪৭-৬১৫-৮৫৩০
এ-০৫/১২

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৩৯ স্ট্রীট ও ৮৭ রোডে ই এবং এফ ট্রেন সাবওয়ের কাছে সেকেন্ড ফ্লোরে এক ও হাফ রুম, এক বাথরুম, লিভিং রুম এবং কিচেন (কমবাইন্ড) এর বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০০-৫৭৫৭ অথবা ৭১৮-৭০৮-১৬৫৮
এ-০৫/১২

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

HOUSE FOR SALE

3543 Whillett Avenue,
Bronx, NY 10467
2 FAM, Cash $399,000/-
106-38 Guy R Brewer Blvd.
Jamaica, Queens, NY
One Fam + Store. Cash
$499,000/=
234 East 92nd Street, Brooklyn,
3 Fam, $889,000/= Cash
Call: 917-523-4451
mkskarn@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিকিউরিটি ক্যামেরা

আপনার বাসা, অফিস বা কর্মস্থল সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে নিরাপদ করুন।
ঘরে-বাইরে, কাছে-দূরে যেখানেই থাকুন আপনার সম্পদ ফোনের পর্দায় দেখুন।
আমরা সবচেয়ে কম খরচে অল্প সময়ে সিকিরিটি ক্যামেরা লাগাই। আজই যোগাযোগ করুন।
ফোন : 917-455-5308
ইমেইল: techlifeusa@gmail.com
Tech Life USA : 179-51 Hillside AV, Jamaica, NY-11432

পাত্রী চাই

আমেরিকায় বসবাসরত ও প্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান, ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, সুদর্শন, এমবিএ ডিগ্রী-ধারী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৯২৯-৫৩০-৫২৯৩।
ই-মেইল: 3800rahman@gmail.com

কাজী অফিস

(সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত)

কাজী মোঃ বেলাল হোসেন
ইউএস এয়ারফোর্সের অধীনে কুয়েতস্থ আমেরিকান এ্যাম্বাসির প্রাক্তন দোভাষী অফিসার
বর্তমান ইমাম : বাইতুন নূর মসজিদ, ওজপনপার্ক।
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। ইংরেজী, আরবী এবং বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা। নিউইয়র্ক সিটির প্রতিটি এলাকায় সেবা প্রদান করা হয়।
যোগাযোগ: 201-839-7579
৮৮-১৯ লিবার্টি এভিনিউ, ওজনপার্ক, নিউইয়র্ক-১১৪১৭

লেখক-সাংবাদিক আহমেদ মুসার

(শেষের পাতার পর)

সাবেক পরিচালক আহমেদ মুসা ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। শনিবার (১৭ এপ্রিল) যুক্তরাষ্ট্রের ক্যানসাস অঙ্গরাজ্যের মিসৌরীর একটি হাসপাতালে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সারে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি স্ত্রী এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন।

জানা যায়, আহমেদ মুসা ২০১১ সালে নিউইয়র্কে আসেন। তার স্ত্রী ডাইভারসিটি ভিসা (ডিভি) লটারিতে যুক্তরাষ্ট্রে ইমিগ্রান্ট হওয়ার সুযোগ পাওয়ায় তিনি তার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র এসে প্রবাস জীবন শুরু করেন। এরপর যুক্তরাষ্ট্রে আসে তার ছেলে ও মেয়ে। আহমেদ মুসার ফুসফুসে দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যা ছিল এবং বছরখানেক আগে ক্যান্সার ধরা পড়েছিল। ফলে কেমোথেরাপি চলছিল। গত প্রায় এক দশক যাবত তিনি যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ছিলেন। প্রথমে নিউইয়র্কে পরবর্তীতে তার মেয়ের কাছে টেক্সাসের ওকলাহোমা সিটিতে এবং শেষে কানসাসের মিসৌরিতে ছেলের কাছে বসবাস করছিলেন। সাংবাদিকতা ছাড়াও তিনি উপন্যাস, প্রবন্ধ, কলাম ও বিভিন্ন নাটক রচনা করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি স্বল্পভাষী, হাসিখুশী, নিভৃতচারী মানুষ ছিলেন। নিউইয়র্কে অবস্থানকালে তিনি প্রায় ৩ বছর নি-উইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক আজকালের সম্পাদক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

শোক প্রকাশ: সিনিয়র সাংবাদিক, লেখক, গবেষক, নাট্যকার, বহু গ্রন্থের প্রণেতা সাংবাদিক আহমেদ মুসার মৃত্যুতে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ও আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নেতৃবৃন্দ পৃথক পৃথক বিবৃতিতে শোক প্রকাশ করেছেন।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব-এর সভাপতি ডা. ওয়াজেদ এ খান ও সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম এক বিবৃতিতে তার মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেনা প্রকাশ করেন।

আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মোহাম্মদ সাঈদ ও সাধারণ সম্পাদক মনজুরুল হক এক বিবৃতিতে বলেন, আহমেদ মূসা একজন বড় মাপের সাংবাদিক ছিলেন। তিনি আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের অন্যতম সদস্য ছিলেন। তার লেখা অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে, যার মাধ্যমে সমাজ ও কমিউনিটির মানুষ উপকৃত হয়েছেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সদস্যরা শোকাহত। একই সাথে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন ক্লাব পরিবারের সদস্যরা।

এছাড়াও গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে) এর সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাপ্তাহিক আজকাল-এর প্রধান সম্পাদক মনজুর আহমদ, বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের, সাপ্তাহিক ঠিকানা'র চেয়ারম্যান ও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এম এম শাহীন, মুক্তধারা নিউইয়র্কের স্বত্তাধিকারী বিশ্বজিত সাহা, সাংবাদিক শেখ সিরাজুল ইসলাম, এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ।

আহমেদ মুসাকে নিয়ে কে কি বললেন-লিখলেন (ফেসবুক থেকে):

আওয়াল ঠাকুর, সাংবাদিক

মুসা চলে গেছেন খুব স্বাভাবিক নিয়মেই। অনেক দিন থেকেই লড়াই করে বেঁচে ছিলেন।মূলত আজীবনের এক লড়াকু সৈনিক শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করলেন মৃত্যুর কাছে। শনিবার সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে যখন খবরটি পেলাম তখন অবাক হইনি শুধু ভেতরটা মচকে উঠল কারণ খুব বিশ্বস্ত এক বন্ধু হরালাম। কতদিন থেকে তার সাথে পরিচয় কতটা সময় একান্তে বা পরিবারের সাথে কাটিয়েছি সে আলোচনা আজ নিরর্থক। আমরা প্রতিবেশী ছিলাম ঢাকায় আর কথার সাথী ছিলাম বাইরে। যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকতার সুযোগে অন লাইনে থাকলেই কথা হোত। সে সূত্রেই জানতাম কতটা কষ্ট নিয়ে যাপন করছেন জীবন। তবু হাল ছাড়েন নি। তার সর্বশেষ লেখা বইটি পেয়েছি কিনা সেটা নিয়েই শেষ কথা হয়েছিল। তার প্রায় সবগুলো বই নিয়েই কথা হয়েছে। সমালোচকদের পূরনো কথা লেখাকে চিনতে হলে লেখককে চিনতে হয়। একজন লেখক মুসা ও ব্যক্তি মুসার মধ্যে সবচেয়ে বড় মিল। দুটোই কখনো শালীনতার বাইরে যায়নি। তার রচনায় যেমনি তিনি বলেছেন জীবনে কাউকে গালি দেননি। ব্যক্তি জীবনেও কাউকে গালি দিয়েছেন এমন উদাহরণ নেই। ছোট বেলায় মুয়াজ্জিন ছিলেন। জীবনের শেষপ্রান্তেও একজন আল্লাহ বিশ্বাসী মানুষ ছিলেন।

তার অনেক সমৃদ্ধ একটি ব্যক্তিগত পাঠাগার ছিল। তার বাসায় পাঠাগারের আলাদা ব্যবস্থা ছিল। মূলত সে এটি করেছিল পড়া ও লেখার জন্য। বৌদ্ধ আমল নিয়ে আমাদের ঐতিহ্য সমৃদ্ধ একটি বইও তিনি লিখেছেন। আসলে যখন অনুভব করলেন সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে তখন শেষবার যখন বাংলাদেশে এলেন তখন তার এলাকায় নিজ খরচে পাঠাগার করে দিয়েছেন। একান্ত আলোচনায় তার কষ্টের কথা শুনেছি বাংলাভিশন নিয়ে। আহত হয়েছেন সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে। বেদনার কারণ ছিল- এটি তার স্বপ্ন ছিল। রাজনৈতিক নানা আলোচনার প্রসঙ্গ তো রয়েছেই। সে সব থাক। মানুষের একান্ত বেদনা ভাবনা তা তো কেবল নিজেরই। সবকিছুর পরেও একটি আধিপত্যবাদ বিরোধী চেতনাই তিনি ধারন করেছেন আমৃত্যু।

তার মৃত্যুতে যে শূন্যতা হলো তা অপূরণীয়। আমি বা আমার মত অনেকেই একজন বিশ্বস্ত বন্ধুকে হারালাম। দেশ হারাল একজন দেশপ্রেমিককে। পরিজন হারাল একজন সুহৃদকে। ভাল থাকুন পরপারে এই আশা ব্যক্ত করে সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করছি।

কদ্দুস আফ্রাদ, সাংবাদিক

যাঁর হাত ধরে আমার সাংবাদিকতা পেশায় প্রবেশ, যিনি নিজ হাতে কেটে-কুটে রিপোর্টকে পাঠোপযোগী করে দিতেন, সেই আহমেদ মুসা ভাই আজ চির বিদায় নিলেন। শোক ও শ্রদ্ধা।

জসিম মল্লিক, লেখক

চারদিন আগে মুসা ভাই শেষ পোষ্ট দিয়েছিলেন। লেখক, গবেষক আহমেদ মুসা। সম্ভবত বুঝেছিলেন তার সময় শেষ হয়ে আসছে। তিনি ক্যান্সার সারভাইভাল ছিলেন। ফ্লোরিডার টেম্পায় মারা গেছেন। ২০১৮ তে আমি নিউইয়র্ক বইমেলায় গিয়ে জ্যামাইকা এলাকায় এআরবিএনবিতে উঠেছিলাম। মুসা ভাইর সাথে দেখা হওয়ায় বললেন, আমার বাসায় থাকতে পারতেন! তখন তিনি নিউইয়র্ক থাকেন। ওটাই শেষ কথা। এই আন্তরিকতাটুকুই বুকে বাজে। চারিদিকে শুধু নাই নাই। টানেলটা ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছে।

তাসের মাহমুদ, সাংবাদিক

অপ্রতিরোধ্য এক মহাজাগতিক শক্তির দূর্বার আকর্ষণ মার্ক্সবাদী দর্শনে দীক্ষিত সাংবাদিক আহমেদ মূসার জীবন কেড়ে নিলো। চলে গেলেন তিনি না ফেরার দেশে, চেতনালোকের বাইরে। অগ্রজপ্রতিম সতীর্থ মূসা ভাই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, অচিরেই এই ধরাধামের মায়া ত্যাগ করে তাঁকে চলে যেতে হবে। মরণব্যাধি ক্যান্সার বাসা বেঁধেছিল তার ফুঁসফুঁসে। সৃজনশীল লেখক, সাংবাদিক, নাট্যকার ও গবেষক মূসা ভাই মৃত্যুর তিন দিন আগে তাঁর পরিবার-পরিজন, ভক্ত, অনুরক্ত, সহকর্মী, বন্ধু-বান্ধব সুহৃদকে চিরবিদায় জানিয়ে, ক্ষমা চেয়ে ফেসবুকে এক অনন্যসাধারণ স্ট্যাটাস দিয়ে পরিচিত পরিমন্ডলের সবাইকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন! মৃত্যুর আগেই মূসা ভাই লিখে গেছেন তাঁর আত্মজীবনী 'দাবড়ে গেল পাগলা ঘোড়া'। মুসা ভাইয়ের সাথে আমার শেষ দেখা হয় ছিলো করোনা মহামারীর আগের বছর, বসন্তের প্রারম্ভে এখানকার ডাইভার্সিটি প্লাজায়! কত্তো কথকতা! আহা, আমার প্রিয় মুসা ভাই! আমি বাকরুদ্ধ ! আমরা বড়ো কাছে ছিলাম, প্রতিদিন কাছে ছিলাম! মহান করুনাময় সত্য-সুন্দর এই গভীর মনের মানুষটিকে জান্নাতবাসী করুন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহির রাজিউন!

খালেদা জিয়ার জ্বর কমেছে

(প্রথম পাতার পর)

এখন খাবারেও তিনি স্বাদ পাচ্ছেন। বেগম জিয়ার মেডিকেল টিমের সদস্যরা এ তথ্য জানিয়েছেন। তারা বলেন, বেগম জিয়া পুরোপুরি ঝুঁকিমুক্ত বলা না গেলেও তাঁর শারীরিক অবস্থা বেশ ভালো ও স্থিতিশীল রয়েছে। গত রোববার রাত সাড়ে ৮টার দিকে বিএনপি চেয়ারপারসনের মেডিকেল টিমের সদস্য বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন বেগম জিয়ার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে ফিরোজায় তাঁর বাসভবনে যান।

পরে তিনি জানান,'গত কয়েক দিন ম্যাডামের (খালেদা জিয়া) শরীরে জ্বর ওঠানামা করছিল। আজ জ্বর নেই। শনিবারও ১০০ দশমিক ২ ডিগ্রি জ্বর ছিল। আজ তিনি স্বাভাবিকভাবেই খেতে পারছেন। খাবারে স্বাদও পাচ্ছেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা পুরোপুরি স্থিতিশীল। তবে করোনা এমন একটি রোগ কখন কী হয়ে যায় বলা যাবে না। তাই আমরা ম্যাডামকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে রাখছি।

বেগম জিয়ার জন্য গঠিত মেডিকেল বোর্ডের প্রধান অধ্যাপক ডা. এফ এম সিদ্দিকী বলেন, খালেদা জিয়ার যে সিটিস্ক্যান রিপোর্ট, সেখানে ফুসফুসে সংক্রমণ খুবই সামান্য। যেটাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় মাইল্ড বা মাইনর বলা হয়। এর বাইরে তাঁর অক্সিজেন স্যাচুরেশন সব সময় ভালো। যেটা ৯৮ ও ৯৭ এর মধ্যে ওঠানামা করছে। করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁকে এখন পর্যন্ত অক্সিজেন দেওয়া লাগেনি। বেগম জিয়া মানসিক দিক দিয়েও খুবই স্ট্রং আছেন।

এফ এম সিদ্দিকী বলেন, 'খালেদা জিয়ার জন্য যে অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ ব্যবহার করছি তার ভালো ফলাফল পাচ্ছি বলে মনে হয়। নয় দিন অতিবাহিত হয়েছে। অর্থাৎ করোনার দ্বিতীয় সপ্তাহের কঠিন সময় পার হচ্ছে। এখন পর্যন্ত তার কোনো জটিলতা দেখা যায়নি। এই পুরো সপ্তাহ না যাওয়া পর্যন্ত আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। এর মধ্যে কোনো জটিলতা দেখা দিলে আমরা সে অনুযায়ী তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেব। খালেদা জিয়াকে হাসপাতালে নেওয়ার কোনো পরিকল্পনা আছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত সে রকম অবস্থা দেখা যাচ্ছে না। যদি তাঁর অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটে তাহলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার মতো প্রস্তুতি আমাদের রয়েছে। খালেদা জিয়ার ক্ষুধামন্দার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, কারাগারে থাকার সময়ে তাঁর মারাত্মক ক্ষুধামন্দা, শরীরে প্রচন্ড ব্যথা এবং অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস ছিল। তাঁর ব্লাড সুগার সব সময়ে গড়ে ১১-এর ওপরে ছিল। কিন্তু তিনি বাসায় ফিরে আসার পর সে অবস্থার অনেকটা উন্নতি হয়েছে। এখন তাঁর ডায়াবেটিস মাত্রা ৮-এর ঘরে নিয়ে আসতে পেরেছি। ব্যথাও অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হওয়ায় বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পরও তিনি ভাইরাসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারছেন। কিন্তু এটাকেই আমরা শেষ বলতে চাই না। তিনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠা পর্যন্ত আমরা সর্বোচ্চ সতর্ক থাকছি।

CHEF WANTED
শেফ আবশ্যক
জরুরী ভিত্তিতে একজন দক্ষ শেফ আবশ্যক। বাফেলোতে মনোরম পরিবেশে নতুন রেষ্টুরেন্টে কাজ করার জন্য, কারী, তান্দুর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন । অতী সত্বর যোগাযোগ করুন।
করিম: (917) 435-7084

টাইম ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
আইআরএস অনুমোদিত e-file
• ট্যাক্স সার্ভিসেস
• নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং
• নূন্যতম ফি
Our Services
> Individual Tax / Business Tax
> Self-employed Tax Include Taxi Driver & Vendor
> Corporate Tax/partnership Tax
> Small Business/vendor License, Individual tax ID Application.
Immigration
> Asylum/Citizenship application
> Petition for Relative/Affidavit of support
> Green Card / Work Authorization Renew
> Re-Entry Permit / travel Documents
All Kinds of Immigration Services
Kaysar Rahman, Tax Practitioner
37-50 74th St, 1st FL, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-708-2456 Email: timetax2019@gmail.com

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতুন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামুক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

মুসলিম কাজী অফিস
Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

মুসলিম কাজী অফিস



নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত
কাজী মাওলানা ওবায়দুল হক
ইমাম ও খতিব পার্কচেষ্টার ইসলামিক সেন্টার
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা।
পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ৩৪৭-৩২০-৭২১৮
13-75 Virginia Avenue, Bronx, New York 10462

MATRIMONIAL SERVICE
কাজী অফিস (NYC Registered)
GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

ব্রঙ্কসের বাংলাবাজার বিপনী কেন্দ্র এলাকার সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্যোগ

(শেষের পাতার পর)

পণ্য সামগ্রী নিয়ে সাজছেনা। পুরো বিপনী বিতানটিই সেজে উঠছে নানা রূপে, নানা রঙে। সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্যোগ হিসাবে নেয়া হয়েছে স্থানে স্থানে সবুজ বৃক্ষ রোপন, সিগারেট স্টান্ড স্থাপন এবং আকর্ষনীয় আলোকসজ্জার ব্যবস্থা।

গত ৬ এপ্রিল মঙ্গলবার বিকালে বিপনীকেন্দ্রের বিভিন্ন স্থানে শুরু হয় সবুজ বৃক্ষ রোপন অভিযান। প্রথম পর্যায়ে আকর্ষনীয় বৃহৎ স্টীলের টবে এমারেল্ড গ্রীন প্রজাতির ১২ টি বৃক্ষ রোপন করা হয়।৭ এপ্রিল বিভিন্ন দোকানের সামনে লাগানো হয় ১০ টা স্টীলের সিগারেট ডিসপেজেবল স্টান্ড ।

বিজনেস এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট, তরুণ উদ্যোক্তা জাকি চৌধুরী বলেন, বিপনী কেন্দ্রটিকে আমরা আমাদের গ্রাহকদের জন্য নান্দনিকভাবে সাজাতে চাই। আমরা চাই বাঙালী ব্যবসায়ীরা যে রুচিসম্পন্ন মানুষ তার সাথে অন্য কমিউনিটির লোকজনের পরিচয় ঘটুক। সুন্দর পরিবেশ সৃস্টির জন্য যেমন একদিকে সবুজ বৃক্ষ রোপন করছি। তেমনি সিগারেট খেয়ে যেন টুকরোগুলো এখানে-সেখানে ফেলে পরিবেশ নোংরা না করে এজন্য সিগারেট টুকরোগুলো নির্দৃষ্ট সস্থানে ফেলার জন্য জায়গায় জায়গায় বসিয়েছি ডিসপেজেবল সিগারেট স্টান্ড। তা ছাড়া ঈদকে সামনে নিয়ে থাকবে নান্দনিক আলোকসজ্জা।





সংগঠনের সহ সভাপতি শেফ খলিলুর রহমান বলেন, বিপনী বিতান এলাকার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নব নির্বাচিত কার্যকরি কমিটির উদ্যোগে নানা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্য রয়েছে পরিবেশ বান্ধব বৃক্ষ রোপন, গার্বেজ ক্যান ও ডিসপেজেবল সিগারেট স্টান্ড স্থাপন, আলোক সজ্জা ইত্যাদি। আশা করছি ঈদকে সামনে নিয়ে আমাদের গ্রাহকরা এবার নতুন অক বাংলা বাজারের চেহারা দেখতে পাবেন।

সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান লিংকন বলেন, পার্কচেস্টার এলাকায় বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশীর বসবাস। আমাদের একমাত্র বিপনী কেন্দ্রটিকে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর কাছে নতুন রূপে তুলে ধরতে চাই। এমনভাবে বিপনি কেন্দ্র এলাকাটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং সৌন্দর্য মন্ডিত করে তুলতে চাই যেন ভিনদেশীরাও আমাদের রুচির প্রশংসা করে। তিনি এ ব্যাপারে সর্ব শ্রেনীর ক্রেতা সাধারণ সহ প্রবাসী বাংলাদেশীদের সহযোগীতা কামনা করেন।

কার্যকরী সদস্য কামরুজ্জামান বাবু বলেন, বাংলা বাজার বিপনী কেন্দ্রটি এখন খুবই জমজমাট। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষি লোকেরা এখানে বাজার করতে আসেন। তাই আমরা চাই এই এলাকটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকুক। লোকজন আমাদের রুচির প্রশংসা করুক। আমাদের এই কার্য ক্রম অব্যাহত থাকবে।

এসময় বিজনেস এসোসিয়েশনের সভাপতি সহ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ শারফিন মোর্শেদ, কার্যকরী সদস্য কামরুজ্জামান বাবু, বেলাল ইসলাম, সুমন চৌধুরী, মুক্তিযাদ্ধা এম এ নাসির, সাংবাদিক দিদার চৌধুরী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট এ ইসলাম মামুন, কালাম আজাদ, মো: মামুনুর রশীদ, স্বপ্ন তালুকদার জাসদ নেতা নুরে আলম জিকু সহ কমিউনিটির গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সৈয়দ ইলিয়াস খসরুর

(শেষের পাতার পর)

ইলিয়াস। সৈয়দ ইলিয়াস খসরু জানান, কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের জন্য রোববার ম্যানহাটনের এন.ওয়াই.ইউ হাসপাতালে ভর্তি হন।

উল্লেখ্য, গত বছরের ফেব্রুয়ারীতে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পবিত্র ওমরাহ পালন করেন ইলিয়াস খসরু। ওমরাহ থেকে নিউইয়র্কে ফিরে আসার পর তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হন। পরে এক মাসের বেশি সময় তিনি ম্যানহাটনের কর্নেল হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে ছিলেন। এতে তার ফুসফুস, কিডনিসহ শরীরের বেশ কিছু অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষ করে দুটো কিডনি নষ্ট হয়ে যায়।

সৈয়দ ইলিয়াস খসরুর কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট যেন সফলভাবে সম্পন্ন হয় সেজন্য তার ব্যক্তিগত, পরিবার এবং টাইম টেলিভিশন পরিবারের পক্ষ থেকে দেশ ও প্রবাসের সকলের কাছে দোয়া কামনা করা হয়েছে।

হজম ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় কাঁচা

(শেষের পাতার পর)

অনিয়ম ডেকে আনে নানা শারীরিক সমস্যা। প্রতিদিনের রুটিনে একটা ছোট্ট পরিবর্তন ও দীর্ঘদিন ধরে সেই অভ্যাস চর্চা অনেক সমস্যা থেকেই আমাদের মুক্তি দিতে পারে। সৌজন্যে এক টুকরো কাঁচা হলুদ। কাঁচা হলুদ এতো সহজলভ্য যা সর্বদাই আমাদের নাগালের মধ্যে থাকে। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে যদি এক টুকরো কাঁচা হলুদ চিবিয়ে খাওয়া যায় তাহলে তার শারীরিক গুনাগুন প্রচুর। অনেক সময় হলুদকে অলৌকিক ঔষধি বলা হয়ে থাকে। আমাদের আজকের এই প্রতিবেদন থেকে আসুন জেনে নেই কাঁচা হলুদের কয়েকটি উপকারিতা-

ওজন হ্রাস করতে সাহায্য করে-

অনিয়ন্ত্রিত ওজন বৃদ্ধি অনেক রোগকে ডেকে আনে। নিয়মিত কাঁচা হলুদ খেলে হজম ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, যার ফলে শরীরে মেটাবলিজম বৃদ্ধি পায় ফলে ওজন কমে। হলুদ কারকিউমিন নামের উপাদান বর্তমান, যা ওজন কমাতে উপযোগী।

লিভারের ক্ষেত্রে উপযোগী-

হলুদে উপস্থিত কারকিউমিন আমাদের যকৃৎ বা লিভারকে রক্ষা করে। এমনকি ফ্যাটি লিভারের মত রোগ ও প্রতিহত করতে সাহায্য করে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি-

হলুদ নিয়মিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। যাদের অল্পতেই সর্দি কাশি বা ঠান্ডা লেগে যাওয়ার ধাত রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে হলুদ খুবই উপকারী।

ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সাহায্য-

আমরা অনেকেই জানি হলুদ ত্বকের জন্য ভালো। নিয়মিত হলুদ খেলে ত্বকের অন্দরে থাকা টক্সিন বের হয়ে যায় ও কোলাজিমের উৎপাদন বেড়ে যায় ফলে ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা যেমন বলিরেখা, ব্রণ, কালো দাগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

ক্যান্সার প্রতিরোধে হলুদ-

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে হলুদ ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। হলুদে উপস্থিত কারকিউমিন ক্যান্সার সেলকে প্রতিহত করে।

এছাড়াও হৃদযন্ত্র ভালো রাখতে, দ্রুত মাথা যন্ত্রণা কমাতে, শরীরের জীবাণুনাশক হিসেবে হলুদের জুড়ি মেলা ভার।



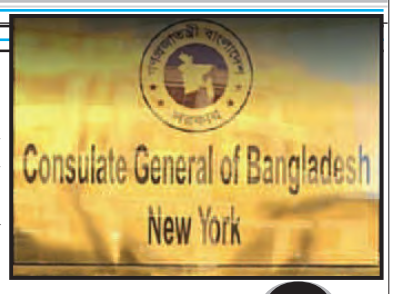
বাংলা পত্রিকা

প্রান্তিক পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের সময়সূচিতে পরিবর্তন

বংলা পত্রিকা ডেস্ক: পবিত্র রমজান মাসের জন্য নিউইয়র্কে অবস্থিত কনস্যুলেট জেনারেল অব বাংলাদেশ অফিসের সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন সময় অনুযায়ী সকাল সাড়ে নয়টা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত অফিস চলবে। এছাড়াও ডকুমেন্ট রিসিভ করা হবে বেলা একটা পর্যন্ত। ডেলিভারি দেওয়া হবে বেলা দেড়টা থেকে বিকেল সাড়ে তিনটা পর্যন্ত। কনস্যুলেটে কাউন্টার বেলা একটা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে বলে জানানো হয়েছে।





পবিত্র রমজানে প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও ফার্স্ট লেডির শুভেচ্ছা: ছবি- সংগৃহীত

পবিত্র রমজানে প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও ফার্স্ট লেডির শুভেচ্ছা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেন মুসলিম সম্প্রদায়কে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। মঙ্গলবার (১৩ এপ্রিল) এক শুভেচ্ছা বার্তায় বাইডেন বলেন, জিল আর আমি যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বের সকল মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাচ্ছি। 'রামাদান করিম'।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেন, বহু আমেরিকান বুধবার মাহে রমজানের রোজা শুরু করছেন। সাথে সাথে আমরা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এ বছরটি কতটা কঠিন ছিল। করোনা মহামারীতে বন্ধুবান্ধব ও প্রিয়জনরা এখনো একত্রিত হতে পারেননি। অনেক পরিবার প্রিয়জনদের ছাড়াই ইফতার করবেন।

শুভেচ্ছা বার্তায় আরো বলা হয়, আমাদের মুসলিম সম্প্রদায় নতুন প্রত্যাশায় সংযম শুরু করবেন। অনেকেই সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য আরো সচেতন হবেন, একে অন্যের প্রতি সেবার ব্রত নিয়ে। তাদের বিশ্বাসের প্রতি অবিচল থেকে সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সকলের সুস্বাস্থ্য, কল্যাণ ও সুন্দর জীবন কামনা করবেন।

বাইডেন আরো বলেন, প্রতিষ্ঠার পর থেকে মুসলিম আমেরিকানরা এ দেশটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাদের শ্রম ও প্রাণশক্তি দিয়ে তারা যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছেন। আজ মুসলমানরা কোভিড-১৯ মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। এ মহামারীতে তারা টিকা উন্নয়ন ও সামনের কাতারের স্বাস্থ্যসেবাকর্মী হিসেবেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। তারা উদ্যোক্তা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসেবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সামনের কাতারের কর্মী হিসেবে কাজ করছেন। তিনি বলেন, আমাদের স্কুলে শিক্ষাদান করছেন, দেশজুড়ে নিবেদিতপ্রাণ সরকারি কর্মচারী হিসেবে কাজ করছেন মুসলিমরা। জাতিগত সমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য আমাদের চলমান সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন তারা।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন মনে করেন, তবুও মুসলিম আমেরিকানরা ভীতি প্রদর্শন, ধর্মান্ধতা ও বর্ণবাদি অপরাধের লক্ষ্যবস্তু হচ্ছেন। তাদের প্রতি এ কুসংস্কার ও আক্রমণ ভুল। এগুলো অগ্রহণযোগ্য। এটা অবশ্যই থামানো উচিত। আমেরিকাতে নিজের বিশ্বাস প্রকাশে কারো ভীত হওয়া উচিত নয়। আমার প্রশাসন সকল মানুষের অধিকার সুরক্ষায় অক্লান্ত পরিশ্রম করবে।

তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমার প্রথম দিনেই আমি লজ্জাজনক মুসলিম ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার অবসান ঘটাতে পেরে গর্বিত হয়েছিলাম। আমি চীনের উইঘুর, বার্মার রোহিঙ্গা ও বিশ্বের সর্বত্র মুসলিম জনগোষ্ঠীর মানবাধিকারের পক্ষে দাঁড়াবো।

শুভেচ্ছা বার্তায় বলা হয়, গত রমজানের পর থেকে আমরা যাদেরকে হারিয়েছি তাদের স্মরণ করি। আমরা উজ্জ্বল আগামীর জন্য আশাবাদী। পবিত্র কুরআন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে 'ঈশ্বর বেহেশত ও পৃথিবীর আলো'। তিনি আমাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যান।

প্রেসিডেন্ট আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, এবারের রমজানে হোয়াইট হাউস ভার্চুয়াল অনুষ্ঠান করলেও, জিল আর আমি আশাবাদী যে পরের বছর হোয়াইট হাউসের ঐতিহ্যবাহী ঈদ উদযাপন সকলের উপস্থিতিতেই হবে, 'ইনশাআল্লাহ'। তিনি বলেন, আমরা কামনা করি রামজান মাসটি আপনাদের ও আপনাদের পরিবারের জন্যে একটি অনুপ্রেরণামূলক ও ফলপ্রসূ মাস হবে। সূত্র: ভয়েস অব আমেরিকা

চলে গেলেন সোনালি দিনের সুপারস্টার ওয়াসিম

ঢাকা ডেস্ক: বাংলা চলচ্চিত্রের সোনালি দিনের সুপারস্টার ওয়াসিম আর নেই (ইন্না লিল্লাহি.....রাজিউন)। শনিবার (১৭ এপ্রিল) দিবাগত রাত সাড়ে ১২ টায় রাজধানীর শাহাবউদ্দিন মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। তার বয়স হয়েছিল ৭৪। ওয়াসিম করোনা নেগেটিভ ছিলেন।

তবে কিডনি রোগসহ নানা জটিলতায় ভুগছিলেন। শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নায়ক জায়েদ খান তার মৃত্যুর তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন। মোহসিন পরিচালিত 'রাতের পর দিন' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রথম নায়ক হিসেবে রূপালী পর্দায় আসেন নায়ক ওয়াসিম। সিনেমাটি ব্যবসাসফল হলে সুপারস্টার হয়ে উঠেন তিনি। এরপর ১৯৭৬ সালে মুক্তি পাওয়া এস এম শফী পরিচালিত 'দি রেইন' সিনেমা তাকে ব্যাপক পরিচিতি এনে দেয়।



১৯৭৩ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত চলচ্চিত্রে শীর্ষ নায়কদের একজন ছিলেন তিনি। ফোক ফ্যান্টাসি আর অ্যাকশন ছবির অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা ছিলেন তিনি। অভিনয় জীবনে ১৫২টির মতো ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি।

তার অভিনীত উল্লেখযোগ্য সিনেমাগুলো হলো- দ্য রেইন, ডাকু মনসুর, জিঘাংসা, কে আসল কে নকল, বাহাদুর, দোস্ত দুশমন, মানসী, দুই রাজকুমার, সওদাগর, নরম গরম, ইমান, রাতের পর দিন, আসামি হাজির, মিস লোলিতা, রাজ দুলারী, চন্দন দ্বীপের রাজকন্যা, লুটেরা, লাল মেম সাহেব, বেদ্বীন, জীবন সাথী, রাজনন্দিনী, রাজমহল, বিনি সুতার মালা, বানজারান।

তিনি অলিভিয়া, অঞ্জু ঘোষ ও শাবানার সঙ্গে বেশি সংখ্যক সিনেমায় অভিনয় করেছেন। দি রেইন সিনেমায় নায়িকা ছিলেন অলিভিয়া। এরপর বাহাদুর, লুটেরা, লাল মেম সাহেব, বেদ্বীন সিনেমায় অলিভিয়ার সঙ্গে অভিনয় করেন।

রাজ দুলালী ছবিতে শাবানার সঙ্গে অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করেছিলে। অঞ্জু ঘোষের সঙ্গে অভিনয় করেছেন- সওদাগর, নরম গরম, আবেহায়াত, চন্দনদ্বীপের রাজকন্যা, পদ্মাবতী, রসের বাইদানীসহ বেশকিছু সিনেমায়।

এর আগে গত সপ্তাহের খবরে বলা হয়েছিলো- ঢালিউড চলচ্চিত্রের সোনালি দিনের নায়ক ওয়াসিম। একসময়ের দর্শকপ্রিয় এই নায়ক কিছুদিন ধরে অসুস্থ হয়ে বাসাতেই আছেন। পারছেন না ঠিকমতো হাঁটতেও। তাই বিছানাতে শুয়ে-বসে দিন কাটছে তার। বিষয়টি জানিয়েছিলেন চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জায়েদ খান।

জায়েদ খান জানান, 'ওয়াসিম ভাইয়ের ব্রেন, নার্ভ ও হার্টে সমস্যা। তাকে এভার কেয়ারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো কিন্তু সেখানকার চিকিৎসকরা তাকে বাসায় নিয়ে যেতে বলেছে। কারণ, দেশে করোনার যে পরিস্থিতি তাতে হাসপাতালে রাখা ঠিক হবে না।' তিনি আরও জানান, 'এই মুহূর্তে ওয়াসিম ভাইকে দেশের বাইরে নেওয়া প্রয়োজন ছিলো কিন্তু করোনার কারণে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বন্ধ থাকায় তা হচ্ছে না। এখন বাসা থেকেই চিকিৎসা করাতে হবে।'

চলচ্চিত্র নির্মাতা ও গবেষক সাজেদুল আউয়াল আর নেই

ঢাকা ডেস্ক: চলচ্চিত্র নির্মাতা, গবেষক ও নাট্যকার সাজেদুল আউয়াল আর নেই। গত বৃহস্পতিবার (১৫ এপ্রিল) রাত ৮টা ৪০ মিনিটে তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানান তার ছেলে ইশরাত শামীম অনন্ত। সাজেদুল আউয়ালের বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। অনন্ত বলেন, বাবা হঠাৎ শ্বাসকষ্ট অনুভব করলে হাসপাতালে নেওয়ার আগেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস শনাক্তের পর থেকে রাজধানী ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন সাজেদুল আউয়াল। করোনাভাইরাসমুক্ত হয়ে ১৯ মার্চ তিনি বাসায় ফিরেছিলেন বলে জানান তার ছেলে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সরকারি অনুদানে 'ছিটকিনি' চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন সাজেদুল আউয়াল। ছবিটি মুক্তি পায় ২০১৭ সালে। ছবিতে অভিনয় করেছেন রুনা খান, ভাস্কর বন্দোপাধ্যায়সহ আরও অনেকে।





সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.



Mohammed Abdul Khaleque
MLT A.D. (CUNY Bronx Community College)

IATA Accredited Approved Travel Agent
২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
AUTHORIZED e-file PROVIDER
Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!

We Provide
- Individual Tax
- Corporation Tax
- Partnership Tax
- Non-profit Tax
- Gift Tax
- Sale & Payroll Tax
- IRS & State Tax audit Representation
- Immigration
- Accounting
- Bookkeeping
- Business License
- Business Incorporation

লিগ্যাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ
এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+

নাক্টার শাড়ী ঘর
Special Eid-Sale
ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়



শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান কাপড়ের বিশাল সমাহার

এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429
1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472

বিদায় ফরিদ আহমেদ

ঢাকা ডেস্ক: চলে গেলেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত সুরকার ও সংগীত পরিচালক ফরিদ আহমেদ। গত ১৩ এপ্রিল মঙ্গলবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। করোনায় আক্রান্ত এই সংগীত পরিচালক ১১ এপ্রিল থেকে লাইফ সাপোর্টে ছিলেন। এরআগে দুই সপ্তাহ ধরে ঢাকার দুটি হাসপাতালে করোনার চিকিৎসাসেবা নিচ্ছিলেন তিনি। দিন দিন তার অবস্থার অবনতি হতে থাকে। অবশেষে চির বিদায় নিলেন এই বরেণ্য সংগীত পরিচালক। মঙ্গলবার ফরিদ আহমেদের জানাজার নামাজ বাদ আসর বাসার পাশের কলাবাগান ২য় লেন-ল কলেজের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর রায়ের বাজার বধ্যভূমি কবরস্থানে তার দাফন সম্পন্ন হয়।

এদিকে গত মাসের শেষ দিকে টানা কয়েকদিন ভীষণ জ্বর ছিল ফরিদ আহমেদের। খাবারে স্বাদ-গন্ধ পাচ্ছিলেন না। তিনবার করোনার পরীক্ষা করানো হয়। প্রথম দুই দফায় নেগেটিভ এলেও তৃতীয়বারে কোভিড-১৯ পজেটিভ ধরা পড়ে। এরপর ২৫ মার্চ রাতে তাকে ঢাকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হয়। করোনায় ফরিদ আহমেদের ফুসফুস সবচেয়ে বেশি সংক্রমিত হয়েছিল। তার ফুসফুসের ৬০ শতাংশ সংক্রমিত হয়। অনেক শ্রোতাপ্রিয় গানের সুরকার ফরিদ আহমেদ। স্কুলবন্ধু বায়েজীদের কাছে গিটারে তার হাতেখড়ি। এরপর ফিরোজ সাঁইয়ের হাত ধরে পেশাদার সংগীতাঙ্গনে তার পথচলা। লিটন অধিকারী রিন্টুর লেখা ও কুমার বিশ্বজিতের গাওয়া 'তুমি ছাড়া আমি যেন মরুভূমি' গানে সুর করে প্রশংসিত হন ফরিদ আহমেদ। এরপর থেকে বহু গানের সুর তৈরি করেছেন তিনি। করেছেন সংগীতায়োজনও। বিশেষ করে উল্লেখ করতেই হয় হানিফ সংকেতের 'ইত্যাদি'-এর টাইটেল সং 'কেউ কেউ অবিরাম চুপি...', কুমার বিশ্বজিতের 'মনেরই রাগ অনুরাগ', 'আমি তোরই সাথে ভাসতে পারি মরণ খেয়ায় একসাথে', রুনা লায়লার 'ফেরারী সাইরেন', রুনা লায়লা ও সাবিনা ইয়াসমিনের কণ্ঠে 'দলছুট প্রজাপতি', চ্যানেল আইয়ের 'আজ জন্মদিন', 'ক্ষুদে গানরাজ', 'হৃদয়ে মাটি ও মানুষ', 'সেরা কণ্ঠ' প্রতিযোগিতার থিম সং, সুমী শবনমের জনপ্রিয় গান 'ললিতা', রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার কণ্ঠে সিনেমার গান 'তুমি আমার জীবনের গহীনে'সহ আরো অনেক জনপ্রিয় গানের সুরকার তিনি। নূর হোসেন বলাইয়ের 'নিষ্পত্তি' চলচ্চিত্রে প্রথম সংগীত পরিচালক হিসেবে কাজ করেন ফরিদ আহমেদ। ২০১৭ সালে সংগীত পরিচালক হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প অবলম্বনে নির্মিত 'তুমি রবে নীরবে' সিনেমায় সংগীত পরিচালনা করে এ পুরস্কার অর্জন করেন তিনি। এই সিনেমার আবহ সংগীতের কাজও করেন ফরিদ আহমেদ।



বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special
সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International





Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স
Emirates | ETIHAD AIRWAYS | SAUDIA | QATAR AIRWAYS | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AmericanAirlines

DESIGN & PRINTING
- BANNER
- FLYER
- MAGAZINE
- POSTER
- CALENDAR
- BUSINESS CARD

PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
□ Low Closing Cost □ Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO CPA



কমরে অক্সিজেন বেঁধে মাকে বাঁচাতে ছেলের ছুটে চলা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মহামারী করোনাভাইরাসের এই সময়ে অনেকেই একা একা স্বজনছাড়া দিন কাটাচ্ছেন। (বাকি অংশ ৮ পাতায়)

আমাদের খসরু ভাই

এম এ আহাদ: পৃথিবীতে করোনাভাইরাসের প্রথম ধাক্কা যাদের উপর দিয়ে যায় তাদের মধ্যে একজন আমাদের খসরু ভাই। এখন এই ভাইরাস থেকে মুক্তির অনেক পথ বের হয়েছে, বের হয়েছে চিকিৎসা। কিন্তু তখন অচেনা অজানা নতুন এই ভাইরাসের চিকিৎসা কি তাও জানা ছিলনা কারও। একেকজনের চিকিৎসা একেকভাবে হয়েছে, চিকিৎসকরা যার যার মতো চেষ্টা চালিয়েছেন রোগীকে সুস্থ করে তুলতে। এতে কেউ সফল হয়েছেন কেউ ব্যর্থ! সেই সময় করোনাভাইরাসের সঙ্গে যুদ্ধ করে হেরে যাচ্ছিলেন ইলিয়াস খসরু। কিডনি, ফুসফুসসহ শরীরের আরও কিছু অঙ্গ নষ্ট হয়ে (বাকি অংশ ৮ পাতায়)

দোয়া কামনা

সৈয়দ ইলিয়াস খসরুর কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট আজ সোমবার



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: টাইম টেলিভিশনের বিজনেস বিভাগের পরিচালক, নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কমিউনিটির পরিচিত মুখ, সৈয়দ ইলিয়াস খসরুর কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট হবে সোমবার (১৯ এপ্রিল)। নিউইয়র্কের বিখ্যাত হাসপাতাল নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট হবে তার। কিডনি দান করছেন ইলিয়াস খসরুর ছোট ছেলে সৈয়দ নাহিদ ---(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়



লেখক-সাংবাদিক আহমেদ মুসার ইন্তেকাল

বিশেষ প্রতিনিধি: বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক, নাট্যকার ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



মাহে রমাদান অর্জন ও বর্জনের অনুশীলন

জাফর আহমাদ

আবু হুরায়রা রাঃ হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

সাঈদ তারেক-এর কলাম

একটি অসুস্থতার কাহিনী



বেডরুমে সারাজীবন খালি গা'য়ে থাকার অভ্যাস। শীতকালে গেঞ্জি পড়তে হয়। এবার মার্চ মাসেও ভাল ঠান্ডা ছিল। ১০ তারিখে একটু গড়মমত লাগায় রাতে খালি গা'য়ে ঘুমালাম। সকালে দেখি হালকা টেম্পারেচারভাব। হতেই পারে, অনেকদিন (বাকি অংশ ১১ পাতায়)

রেস্তোরাঁ মধ্যরাত পর্যন্ত খোলা রাখার সিদ্ধান্ত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ীদের জন্য আরেকটি সুখবর দিলেন গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমো। অনুমতি দিলেন মধ্যরাত পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে রেস্তোরাঁ-পানশালা। যা আগামী ১৯ এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে। গেল ১৪ এপ্রিল এ তথ্য জানিয়ে অ্যান্ড্রু কুমো দাবি করেন, রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। এরইমধ্যে রাজ্যের প্রায় ৪০ ভাগ মানুষ টিকা নিয়েছেন। নতুন করে সংক্রমণের হারও কম। তাই সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সব রেস্তোরাঁ ও পানশালা মধ্যরাত পর্যন্ত খোলা রাখার অনুমতি দিয়েছেন তিনি। সম্প্রতি নিউইয়র্ক অফিস লোকাল ইনিশিয়েটিভস সাপোর্ট করপোরেশনের (এলআইএসসি এনওয়াইসি) এক জরিপে বলা হয়েছে, আর্থিক সহায়তা না পেলে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই জরিপের পরই মূলত: এমন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করলেন গভর্নর।

মসজিদে মসজিদে তারাবিহ

জুম্মার নামাজে মুসল্লীদের ভীড়

বিশেষ প্রতিনিধি: উত্তর আমেরিকার বহুজাতিক শহর নিউইয়র্কে এবারও মহামারী করোনার (বাকি অংশ ৬ পাতায়)



হজি ক্যাম্প মসজিদে জুম্মার নামাজ আদায়ের জন্য মুসল্লীদের লাইন

ওজনপার্কে করোনায় আক্রান্ত পরিবার

সেবা করতে গিয়ে নিজেও আক্রান্ত ॥ অত:পর মৃত্যু

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: মহামারী করোনার ছোবলে চলছে আক্রান্ত আর মৃত্যুর মিছিল। স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা আর ভ্যাকসিন গ্রহণের ফলে নিউইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাস পরিস্থিতির উন্নতি ঘটলেও কোন (বাকি অংশ ১১ পাতায়)

'ইলিয়াস আলীর গুম'

যা বললেন মির্জা আব্বাস

ঢাকা ডেস্ক: নিখোঁজের নয় বছর পর বিএনপি নেতা এম ইলিয়াস আলীকে নিয়ে নতুন তথ্য দিলেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস। (বাকি অংশ ১১ পাতায়)

হেলথ টিপস

হজম ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় কাঁচা হলুদে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কর্মব্যস্ত জীবনে চলার পথে আমরা অনেক সময়ই নিজেদের শারীরিক যত্ন নিতে ভুলে যাই। দীর্ঘদিন ধরে মানসিক চাপ, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা, খাওয়া-দাওয়াতে (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

খেলার খবর

মেসির জার্সির বিনিময়ে ৫০ হাজার ভ্যাকসিন!

স্পোর্টস ডেস্ক: চীনের ভ্যাকসিন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সিনোভ্যাককে নিজের অটোগ্রাফসহ তিনটি জার্সি দেন বার্সেলোনা ও আর্জেন্টাইন (বাকি অংশ ১২ পাতায়

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন



এম কামাল: এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসাবে (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়

যুক্তরাষ্ট্রে সাড়ে তিন মাসে দেড় শতাধিক বন্দুক হামলা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বেড়েই চলছে বন্দুক হামলা। চলতি বছরে মাত্র সাড়ে তিন মাসেই যুক্তরাষ্ট্রে ৪৫টি শহরে দেড় শতাধিক বন্দুক হামলা ঘটেছে। এদিকে বৃহস্পতিবার (১৫ এপ্রিল) ইন্ডিয়ানাপোলিসে কুরিয়ার সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান (বাকি অংশ ১১ পাতায়)

ব্রঙ্কসের বাংলাবাজার বিপনী কেন্দ্র এলাকার সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্যোগ

হাবিব রহমান: নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কসের বাংলা বাজার বিজনেস এসেসিয়েশনের উদ্যোগে সেজে উঠেছে পুরো বিপনী বিতান এলাকা। শুধু দোকানপাটগুলোই (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়



করোনায় মৃত্যুর সঙ্গে সূর্যের আলোর সম্পর্ক?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার হার কম হওয়ার পেছনে (বাকি অংশ ১১ পাতায়

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Approved Travel Agent
সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক ৬৪৯+ Tax
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

J.K. GAIN MULTISERVICES
A company you can trust ....
• Tax Services
• Life Insurance
• Health Insurance
• Auto Insurance
• Home Insurance
• Business Insurance
• TLC Insurance
• DDC. (6 hrs.)
MassMutual
LOW COST GUARANTEE
Authorized e-file Provider
Notary Public
Jaydeb Gain
ছয় ঘন্টার ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স
10% Insurance Cost Deduction
Up to 4 points Removal
Tel: 347-536-5107
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
Email: gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
(বিস্তারিত ৫১ পাতায়)

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রের অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ।
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
BRITISH AIRWAYS
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com